ধূসর সময়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ধূসর সময়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪১৪

— পঞ্চাশ টাকা —

প্রচ্ছদপট
সুব্রত চৌধুরী

DHUSHAR SAMAY

A novel by Sirshendu Mukhopadhyay. Published by
Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10 Shyamacharan Dey Street,
Kolkata 700 073

Price Rs. 50/-

ISBN : 81-7293-953-1

শব্দগ্রন্থন
টেক্‌নোগ্রাফ, ১/৯৮ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ম্যাজিক প্রিন্টার্স, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

“রা - স্বা”

বন্দে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

সূচিপত্র

ধূসর সময় ৯
বেশি দূরে নয় ৭৫

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

এ-বাড়িতে রাতের খাওয়ার টেবিলের জমায়েতটাই সবচেয়ে উপভোগ্য ব্যাপার। বিশ্বদেব এবং তার স্ত্রী, তাদের দুই ছেলে নভোজিৎ এবং চন্দ্রজিৎ, এক বউমা শর্মিলা, এক মেয়ে স্বস্তি, সবাই জড়ো হয় এ সময়ে। টেবিলটা এত বড় নয় বলে সবাই একসঙ্গে খেতে বসে না। দুই ছেলেকে নিয়ে বিশ্বদেব বসে, আর কখনো কখনো ছেলেদের চাপাচাপিতে তাদের মাও। শর্মিলা আর স্বস্তি প্রায়ই দেরিতে একসঙ্গে খায়। দুজনে খুব ভাব। আপাতত তারা পরিবেশন তদারকি করছে। প্রকাশ তেওয়ারি এ-বাড়ির রান্নার লোক, ফর্সা, মধ্যবয়সী সুদর্শন পুরুষ। সে বিশ্বদেবের অফিসেও হেড বেয়ারার চাকরি করে। এ-বাড়িতে রান্নার বিনিময়ে সে মাসে হাজার টাকা, খোরাক এবং গ্যারেজের ওপরে মেজেনাইন ফ্লোরে থাকার জায়গা পেয়েছে। বিশ্বদেবের বড় মেয়ে শ্রাবন্তীর বিয়ে হয়ে গেছে। সে দিল্লিতে থাকে। নভোজিৎ অত্যন্ত কৃতবিদ্য ডাক্তার। সে এফ আর সি এস এবং এই শহরে তার জন্যই বিশ্বদেব একটা বড় এবং অত্যাধুনিক নার্সিং হোম খুলেছে। এত ভাল নার্সিং হোম আশেপাশে কোনো শহরেই নেই। চন্দ্রজিৎও ডাক্তার, সবে পাশ করে এখন কলকাতা মেডিকেল কলেজে ইন্টার্ন। টার্ম শেষ হলে বিদেশে যাওয়ার প্ল্যান আঁটছে। সে কয়েকদিনের ছুটিতে এসেছে।

বিশ্বদেবের অবস্থা ভাল, মূলত কন্ট্রাক্টরির কারবার ছিল, সিভিল কনস্ট্রাকশন থেকে সে কাঠের ব্যবসা শুরু করে। তারপরে একটি টিকপ্লাই তৈরির কারখানাও। সে এই মফস্বল শহরের মিউনিসিপ্যালিটির

BanglaBook.org

চেয়ারম্যান।

রোজই রাতের এই খাওয়ার টেবিলে একটি গরম আড্ডা হয়।

বিশ্বদেব খেতে খেতে হঠাৎ বলল, টুলু, আজ তোকে একটু অফ-মুড বলে মনে হচ্ছে কেন রে?

টুলু নভোজিতের ডাকনাম। সে একটু হেসে বলল, প্রফেশনাল হ্যাজার্ড।

তার মানে? কোথাও সিরিয়াস রুগি নাকি?

একরকম তাই। তবে রোগ নয়, একটা মেয়ে বিষ খেয়েছে। পাম্প করে বের করা হয়েছে বটে, কিন্তু খানিকটা রক্তে মিশে গেছে। কোমাটিক কন্ডিশন।

বয়স কত?

উনিশ-কুড়ি।

লাভ অ্যাফেয়ার, নাকি ডাওরি ফল আউট।

মেয়েটা কুমারী।

ব্যর্থ প্রেম, পরীক্ষায় ফেল বা ডিপ্রেশন।

না, তাও নয়। মেয়েটাকে তুমি হয়তো চিনবে।

কে বল্ তো!

হেডমিস্ট্রেস মৃন্ময়ী ভট্টাচার্যের মেয়ে রাখী।

বিশ্বদেব থমকে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, রাখী?

হ্যাঁ, স্পিরিডেট মেয়ে। ভাল গান গায়, চমৎকার ডিবেটার। তার ওপর ভাল ছাত্রী। দেখতেও খারাপ নয়। আজ সন্ধেবেলা নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে। জ্ঞান নেই।

বিশ্বদেব স্থিরদৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে ছিল। খুব আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, অবস্থা কেমন? বাঁচবে?

বোঝা যাচ্ছে না। রাতের দিকে ডায়ালিসিস করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাকে রাতে যেতে হতে পারে।

ডায়ালিসিস করা হল না কেন?

ডাক্তার বৈদ্য আর সেনশর্মা দেখছেন। অ্যান্টিডোট পুশ করা হয়েছে। রি-অ্যাক্ট করলে খুব একটা ভয় নেই। টকসিনটাও ডিটেকটেড হয়েছে।

BanglaBook.org

কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। মৃন্ময়ী দিদিমণি বলেছেন, অ্যাটেমপটেড মার্ডার।

বিশ্বদেব অবাক হয়ে প্রতিধ্বনি করল, মার্ডার!

বিশ্বদেবের স্ত্রী রুচিরা মন দিয়ে শুনছিল, এবার বলল, রাখীকে খুন করতে চাইবে কে? একটু ঠোঁটকাটা আর দেমাগি আছে বটে, কিন্তু এমনিতে তো ভীষণ ভালো মেয়ে।

স্বস্তি চুপ করে ছিল। হঠাৎ বলল, আমি কিন্তু জানতাম।

রুচিরা বলল, কী জানতিস?

রাখীর এরকম একটা কিছু হবে।

কী করে জানলি?

চকোলেট ক্লাবের হাবুকে তো ও-ই ধরিয়ে দিয়েছিল। ওর ভীষণ সাহস। গতবার পুজোর ফাংশানে অষ্টবসু নামে যে বাংলা ব্যান্ডটা গাইতে এসেছিল তাদের তিনজন মাতাল অবস্থায় স্টেজে উঠেছিল বলে ও-ই তো প্রথম দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি শুরু করে। তারপর কী গণ্ডগোল! পুজো কমিটি পারলে রাখীকে খুন করে ফেলত।

শর্মিলা বলল, কাল যাব তো মেয়েটাকে দেখতে নার্সিং হোমে। শুনেই মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং মেয়ে।

চন্দ্রজিৎ ওরফে বাবলু একটু কম কথার মানুষ। এতক্ষণ এই প্রসঙ্গে একটাও কথা বলেনি। শর্মিলা তার দিকে চেয়ে হঠাৎ বলল, আচ্ছা বাবলু এত চুপচাপ কেন আজকে? এই বাবলু, কী হয়েছে তোমার?

বাবলু মুখ তুলে একটু হাসল, বলল, কিছু না।

শরীর ঠিক আছে তো?

আরে হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।

বাবলু উঠে বেসিনে হাত ধুতে গেল।

রুচিরা হঠাৎ চাপা গলায় বলল, ও-ই তো মাথাটা খেয়েছে।

বিশ্বদেব একটু অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, কে কার মাথা খেয়েছে?

সে আর তোমার শুনে কাজ নেই।

নভোজিৎ তার বাবার দিকে চেয়ে বলল, এ-ব্যাপারে পুলিশ কিন্তু খুব ক্যালাস। তেমন একটা ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে না। শিবদাসবাবুকে তোমার

BanglaBook.org

কেমন পুলিশ অফিসার বলে মনে হয়?

কেন, শিবদাস তো বেশ এফিসিয়েন্ট!

রাখীর ব্যাপারে কিন্তু তেমন কোথাও খোঁজখবর করল না। আমাকে শুধু জিজ্ঞেস করল, পয়জনিংয়ের কেস নার্সিং হোমে ভর্তি করলেন কেন? হাসপাতালে পাঠানোই তো উচিত ছিল। আর জিজ্ঞেস করল, সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে কিনা।

সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে?

তা জানি না। রাখীকে তো পাওয়া গেছে ওদের বাড়ির চিলেকোঠায়। সুইসাইড নোট থাকলে সেখানেই থাকবে। ওকে যখন নার্সিং হোমে আনা হয় তখন পরনে একটা হাউসকোট ছিল। তার পকেটে কিছু পাওয়া যায়নি।

বাড়িতে তখন কেউ ছিল না?

না, মৃন্ময়ী ভট্টাচার্য তো ডিভোর্সি। মা আর মেয়ে থাকে। কাজের ঠিকে ঝি বিকেলে কাজটাজ করে চলে যাওয়ার পর রাখী একাই ছিল। ওর মা সন্ধের সময় ফিরে কলিং বেল বাজিয়ে সাড়া পাননি। অথচ মাত্র মিনিট পনেরো কী কুড়ি আগেই নাকি মেয়ের সঙ্গে ফোনে ওঁর কথা হয়েছে। উনি জোর দিয়ে বলছেন, কথা বলার সময় উনি টের পেয়েছেন যে রাখীর সঙ্গে কেউ একজন আছে।

কে ছিল?

সেটা বলতে পারছেন না। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস এটা খুনের চেষ্টা।

তোরা, ডাক্তাররা কী বলিস?

সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাখীর মাথার পেছনদিকে একটা জায়গা ফুলে কালসিটে পড়েছে। ইনজুরি মারাত্মক নয়, তবে এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, কেউ মাথার পেছনদিকে শক্ত কিছু দিয়ে মেরেছিল। আবার বিষ খাওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়ে থাকলেও ওরকম ইনজুরি হতে পারে।

অজ্ঞান হয়ে গেলে বিষ খাওয়ানো হল কেমন করে?

মুখে ঢেলে দিলেও হতে পারে। শিবদাসবাবু অবশ্য এসব জানতে চাইছেন না। তিনি সুইসাইড বলে হাত ধুয়ে ফেলতে চান। মেয়েটা বেঁচে উঠলে অবশ্য অন্য কথা।

BanglaBook.org

শিবদাসকে মাথার চোটের কথা জানিয়েছিস?

হ্যাঁ, উনি পড়ে যাওয়ার থিয়োরিতে বিশ্বাসী। তুমি কি জানো মৃন্ময়ীর হাজব্যান্ড রমেন ভট্টাচার্য কোথায় আছে?

না, কলকাতায় তো ছিল।

বাবলু তার ঘরে আলো নিবিয়ে চুপ করে জানালার ধারে বসে ছিল। জানালাটা উত্তরে। খোলা জানালা দিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে হুড়হুড় করে।

দরজায় টোকা দিয়ে বউদি চাপাস্বরে ডাকল, এই বাবলু!

বাবলু জানে, বউদি সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। বউদি মেয়েটা বড্ড ভালো। বোকা নয়, অতি চালাক নয়, স্বার্থপর নয়, মিশুকে এবং স্বভাবটি ভালো। এই জন্যেই বউদির সঙ্গে তার একটা ভারি মিষ্টি বন্ধুত্ব হয়েছে। সে উঠে নিঃশব্দে দরজাটা খুলে দিল।

জ্বালাতে এসেছ তো?

মোটেই নয়। খবরটা নিশ্চয়ই তুমি জানতে?

হ্যাঁ।

কখন জানলে?

সন্ধেবেলাতেই। ওদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম।

কী সাহস! মৃন্ময়ী দিদিমণি তোমাকে আগের বার অত অপমান করার পরও? বাড়ি না গিয়ে বাইরেই তো দেখা করতে পারতে!

চেষ্টা করেছিলাম। রাখী কাল থেকেই ফোনে কাটাকাটা কথা বলছে। দেখা করতে চাইছে না।

ওমাঃ কেন? হঠাৎ ওর হল কী?

সেটা জানবার জন্যেই তো আজ মরিয়া হয়ে যাচ্ছিলাম। তখন ছটা বেজে গেছে। দিদিমণি সাধারণত আরো একটু দেরিতে ফেরেন। আজ গিয়ে দেখলাম, বাড়িতে চেঁচামেচি, লোক জড়ো হয়েছে।

নার্সিং হোমে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, গা-ঢাকা দিয়ে।

হঠাৎ সুইসাইড করতে গেল কেন?

BanglaBook.org

করোনি। করার চেষ্টা করেছিল। নার্সিং হোমের পিউ মজুমদারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, বেঁচে যাওয়ার চান্স আছে।

তোমার সঙ্গে কিছু হয়নি তো?

না বউদি।

তোমাদের মধ্যে কমিউনিকেশন আছে তো!

ছিল। দিনসাতেক আগে অবধি ফোনে রেগুলার কথা হত। দিনে অন্তত চার-পাঁচটা এস এম এস পেতাম। কিন্তু সাতদিন আগে হঠাৎ একদিন কমিউনিকেশনটা কেটে গেল।

কে কাটল? রাখী?

হ্যাঁ। ফোন করলে খুব আলতো দু-একটা কথা বলে লাইন কেটে দিত। নিজে ফোন করত না, এস এম এসও বন্ধ।

খুব স্ট্রেঞ্জ তো! একটা কারণ তো থাকবে।

সেটাই বুঝতে পারছি না। আমার হঠাৎ এখানে আসার কারণও সেটাই। আমি জানতে চেয়েছিলাম হঠাৎ কী এমন হল, কিন্তু ও তো দুদিন ধরে দেখাই করতে চাইছে না। তার ওপর আজ এই কাণ্ড।

ওর বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিয়েছিলে? তেমন কিছু প্রবলেম হয়ে থাকলে তো বন্ধুদের কাছে বলবে।

ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু নন্দিনী। কাল তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল, রাখী কোনো কারণে আমাকে কাটিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু কারণটা বলেনি। চাপা স্বভাবের মেয়ে, জানোই তো!

দাঁড়াও, আমি বরং কাল থেকে একটু গোয়েন্দাগিরি শুরু করি।

না বউদি, ব্যাপারটা চাউর হোক আমি চাই না। রাখী নিজেই হয়তো কোনোদিন বলবে। তুমি খোঁজখবর করতে গেলে মা যদি জানতে পারে, তবে খুশি হবে না।

জানি। মা রাখীকে হয়তো ততটা অপছন্দ করেন না, কিন্তু রাখীর মাকে করেন। তাঁর ধারণা রাখীর বাবার সঙ্গে ওঁর ডিভোর্সটা ওঁর দোষেই হয়েছে।

কোনো অজ্ঞাত কারণে মৃন্ময়ী দিদিমণিও মাকে পছন্দ করেন না।

সেটাও জানি। এখন তবে কী করবে?

BanglaBook.org

কী করব বল তো! আমার তো কিছুই মাথায় আসছে না। তুমি নিজে তো একজন মেয়ে। বল তো, একটা মেয়ে তার ভালবাসার ছেলেটিকে হঠাৎ অপছন্দ করতে শুরু করবে কেন? যতদূর জানি, আমি তো কোনো দোষও করিনি।

মেয়েদের ভালবাসা বেশ স্ট্রং হয় মশাই। ছেলেদের মতো তারা অত ছুঁকছুঁক করে বেড়ায় না। আর রাখী বেশ সিরিয়াস টাইপের মেয়ে।

এমনকী হতে পারে যে, ও হঠাৎ অন্য কারো প্রেমে পড়েছে?

দূর! ওসব নয়। বললাম তো, মেয়েরা অত সহজে পুরুষ বদল করতে পারে না। খুব স্ট্রং কারণ থাকলে অন্য কথা।

রাখীর ব্যাপারে আমার তো সে-রকমই কনফিডেন্স ছিল।

বিশ্বাসটা ভেঙে ফেল না। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

ভাব। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করতে যেও না।

আচ্ছা ধর, রাখী যদি তোমার ওপর ইন্টারেস্ট হারিয়েই ফেলে থাকে, তাহলে তুমি কী করবে?

তা জানি না, শুধু জানি আমি ওকে ভালবাসি। মনে মনে একটা রচনা তো হয়ে আছে। কিন্তু যদি বুঝি যে, ও আমাকে আর সত্যিই চায় না, তাহলে পাগলও হব না, সুইসাইডও করব না। কষ্ট তো হবেই। খুব কষ্ট হবে।

তা তো হওয়ারই কথা, দাদা কী বলল শুনেছ তো? মৃন্ময়ী সন্দেহ করছেন অ্যাটেম্পটেড মার্ডার।

শুনলাম।

ভয় হচ্ছে, উনি আবার তোমাকে ফাঁসাতে চাইছেন না তো!

সেইজন্যেই রাখীর বেঁচে ওঠা দরকার। কিন্তু আমাকেই বা সন্দেহ করবেন কেন উনি? আমি তো রাখীকে ভালই বাসি। খুনের প্রশ্ন উঠবে কেন?

মৃন্ময়ী ফ্রাস্ট্রেটেড মহিলা। ওঁদের মন সোজা পথে হাঁটে না।

রমেন ভট্টাচার্যকে তো তুমি দেখোনি বউদি।

না, ওঁদের ডিভোর্স হয় বোধহয় বারো-চোদ্দ বছর আগে। তবে শুনেছি, রমেন ভট্টাচার্য ভাল লোক ছিলেন।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, নিরীহ শান্ত মানুষ। পি ডবলু ডি-তে কাজ করতেন। খুব উঁচুদরের চাকরি নয়। লো-প্রোফাইল ছিলেন। মৃন্ময়ী বরাবর ওঁকে ডমিনেট করতেন, শোনা যায় স্বামীকে মারধরও করেছেন। রাখী তখন খুব ছোট। কিন্তু ওরও সেইসব অশান্তির কথা মনে আছে। ডিভোর্সের মামলা হওয়ার পর ভদ্রলোক একতরফা দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে চাকরিতে রিজাইন দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

মৃন্ময়ী কি খুব খারাপ স্বভাবের মহিলা বাবলু? শুনতে পাই, উনি প্রচুর সোশ্যাল ওয়ার্ক করেন, দানধ্যানও আছে, ভাল গাইতে পারেন।

সেটাই তো মুশকিল হয়েছে বউদি, ওকে খলচরিত্রও বলা যাবে না। এ-শহরে ওর মানমর্যাদা কিছু কম নয়। সকলেই মৃন্ময়ীকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখেন। স্কুলটাকে প্রায় একার হাতেই এতটা বড় করে তুলেছেন।

সে তো জানি, কিন্তু মৃন্ময়ী দিদিমণি তোমাকে কেন অপছন্দ করেন সেটাই বুঝতে পারছি না। তুমি অত্যন্ত ব্রাইট ছেলে, বলতে নেই দারুণ হ্যান্ডসাম, স্মার্ট, ডাক্তার, পাত্রীর বাজারে এরকম ছেলে তো পড়তে পায় না। তাহলে মৃন্ময়ীর তোমাকে অপছন্দ কেন?

চন্দ্রজিৎ ওরফে বাবলু ম্লান হেসে বলল, উনি হয়তো মেয়ের জন্য আরো প্রসপেকটিভ পাত্র আশা করে বসে আছেন।

বাজে বোকো না। রাখীই-বা এমন কী মেয়ে? মোটামুটি সুন্দরী বলা যায়। গুণও আছে। তা বলে হুরিপরি তো নয়, সাধারণ ঘরের আটপৌরে মেয়ে।

ঠিক তাই।

তোমার দাদাকে বলব?

না বউদি। সেটা ভাল হবে না। দাদা আমাদের মেলামেশার খবর হয়তো জানে না, তুমি যদি না বলে থাক।

না, আমি বলিনি, তোমার দাদার সঙ্গে কথা বলার মতো বাড়তি সময় পাই নাকি? সপ্তাহে একবার-দুবার কলকাতায় অপারেশন করতে যায়, তার ওপর প্রায় সময়েই কনফারেন্সে হিল্লিদিল্লি যাচ্ছে, বাকি সময়টা নার্সিং হোমে থাকতে হচ্ছে। দোষ দিচ্ছি না, ভাল সার্জনের ব্যস্ততা তো থাকবেই। ওই ফোন বাজল, বোধহয় নার্সিং হোম থেকে জরুরি কল!

BanglaBook.org

যাই...

শর্মিলা ব্যস্ত হয়ে চলে যাওয়ার পর বাবলু উঠে বাতি নিবিয়ে দিল। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়, তারপর কী ভেবে উঠে সিডিতে একটা সেতার চালিয়ে দিয়ে ফের শুয়ে পড়ল।

একসময়ে সে সেতারের ভক্ত ছিল খুব। জীমূতবাহন নামে একজন সেতারি ছিলেন এ-শহরে। নামজাদা লোক নন। তবে প্রাথমিক পাঠ দেওয়ার পক্ষে চমৎকার। তাঁর কাছেই শিখত। জীমূতবাহন তার ভেতরে বড় সেতারি হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন বলে মন দিয়ে তালিম দিতেন।

কিন্তু বাবলু সময় দিতে পারল কই? ডাক্তারি পড়তে গিয়ে পড়ার চাপে সেতার বন্ধই হয়ে গেল একরকম। আজকাল হাসপাতালের লাগোয়া কোয়ার্টারে মাঝে মাঝে বাজায় বটে, কিন্তু সেই আবেগ আর নেই।

বাইরে গাড়ির শব্দ হল কি? হ্যাঁ, দাদা তাহলে নার্সিং হোমেই গেল! কেন? রাখীর কি অবস্থা খারাপ?

তার মোবাইল ফোন তুলে সে নার্সিং হোমে ডায়াল করল।

পিউ মজুমদারকে একটু দেবেন?

একটু বাদে পিউ ফোন ধরল, বল।

আমি বাবলু, দাদাকে কল করা হল কেন?

ভয় নেই। এটা অন্য কেস। রাখী স্টেবল আছে, ঘুমোও।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দুই

ধীরে ধীরে ঘুম কমে যাচ্ছে বিশ্বদেবের। আটান্ন বছর বয়সে তার স্বাস্থ্য রীতিমতো পেটানো। মেদের বাহুল্য নেই। তেমন কোনো রোগ নেই। অসুখ-বিসুখ নেই। তবে হ্যাঁ, চিন্তা আর টেনশন যথেষ্ট আছে। সেটা নিয়ন্ত্রণ কবার জন্য বিশ্বদেব রীতিমতো যোগব্যায়াম করে, সকালে নিয়ম করে হাঁটে, নিয়মিত সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে সিটিং দেয় এবং দীক্ষা নেওয়ার কথাও সিরিয়াসলি ভাবছে। তার বউ রুচিরা একটু উন্নাসিক মহিলা। আর্ট, কালচার, মার্গসংগীত ইত্যাদি তার প্রিয় বিষয়। এ-শহরে তার একটা কালচারাল সেন্টার আছে। সেখানে আর্ট এগজিবিশন, পেইন্টিংয়ের এগজিবিশন, ফ্লাওয়ার শো, বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ইত্যাদি হয়ে থাকে। মফস্বল শহরে অবশ্য এগুলো তেমন ঢেউ তোলে না। তবে রুচিরা হাবেভাবে বুঝিয়ে দেয়, ব্যবসায়ী এবং ধনী স্বামীটির চেয়ে সেরিব্রাল ব্যাপারে বা রুচিতে সে অনেক ওপরে। বিশ্বদেব স্ত্রীর এই অহংকারটুকু মেনে নেয়। সস্নেহ প্রশ্রয়ই দিয়ে থাকে। সত্যি কথাটা হল, রুচিরাকে আর তার প্রয়োজনই হয় না। রুচিরা তার মতো আছে থাকুক। বিশ্বদেব ভালই জানে, তার বিপুল বৈভব রুচিরাকে যে শক্ত জমিটি দিয়েছে তার ওপর দাঁড়িয়েই ওর যত কালচার—গোঁড়ামি।

কাল রাতে ঘুম না হওয়ার কারণ হল রাখী। রাখী কেন মরতে চায় বা কে ওকে মারতে চায়, এটা নিয়ে অনেক রাত অবধি ভেবেছে সে। তবে

BanglaBook.org

কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তাছাড়া কাল রাতেই সে আবছাভাবে বুঝতে পেরেছে, তার ছোট ছেলে বাবলুর সঙ্গে রাখীর একটা ভা- ভালবাসার সম্পর্ক রচিত হয়েছে। সেটা যে কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না, এটাও তার দুশ্চিন্তার বিষয়। কাজেই আজ সকালে বেশ ক্লান্ত বোধ করছে বিশ্বদেব।

আজ সকালের অবসাদ তাকে মর্নিং ওয়াকে পর্যন্ত যেতে উৎসাহিত করেনি। সকালে সামনের চওড়া বারান্দায় শীতের রোদে বেতের সোফায় বসে ছিল সে। সামনে চমৎকার বাগান। গাড়ি-বারান্দাটি অর্ধচন্দ্রাকার, মোরামের রাস্তা চলে গেছে সামনের ফটক অবধি।

ফটক দিয়ে একটা লম্বা চেহারার ছেলে ঢুকল। পরনে জিন্- র প্যান্ট, গায়ে শার্টের ওপর জিন্সেরই একটা জ্যাকেট। গালে ঘন দাড়ি আর গোঁফ আছে। এ-বাড়িতে লোকের অবারিত দ্বার। কারণ বিশ্বদেবের কাছে সারাদিন নানা কাজে নানা লোক আসে। ফটকে দারোয়ান মোতায়েন আছে বটে, কিন্তু কাউকে আটকানোর হুকুম নেই। শুধু ভিখিরিদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, ফটক থেকেই তাদের পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দেওয়া হয়। ছেলেটার ডান কাঁধে একটা ঝোলা, শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, যার স্ট্র্যাপ ডান হাতের মুঠোয় চেপে রেখেছে সে, বেশ বড় বড় সতেজ পদক্ষেপে ছেলেটা হেঁটে এসে বারান্দায় উঠল।

আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বিশ্বদেব সামনের বেতের চেয়ারটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, বসুন।

ছেলেটার বয়স সাতাশ-আটাশ। মুখটা দেখে মনে হয়, খুব রোদে জলে ঘোরে। শরীরটা ছিপছিপে, শক্তপোক্ত, মাথায় অবিন্যস্ত লম্বা চুল। একনজরে দেখে ছেলেটার প্রতি বিরাগ অনুভব করল না বিশ্বদেব। বলল, বলুন।

আপনি আমাকে কতক্ষণ সময় দিতে পারবেন?

কেন, আপনার কি লম্বা কোনো কথা আছে?

হ্যাঁ, আসলে কথাটা শুধু আমার নয়। পৃথিবীর সব মানুষের।

বলেন কী? পৃথিবীর সব মানুষের কথা আপনি একা বলবেন?

ছেলেটা হাসল, তার দাঁতগুলোর সেটিং ভারি চমৎকার।

BanglaBook.org

হাসিটি অতি সরল, বলল, ভূমিকাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, মাপ করবেন। আসলে আমার বিষয় হচ্ছে জল।

জল! মাই গুডনেস? জল সম্পর্কে আমার কাছে কেন? যদি আপনার তেষ্টা পেয়ে থাকে, তাহলে অন্য কথা।

আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে দিন। আপনি নিশ্চিত জানেন যে, ধীরে ধীরে পৃথিবীর আবহাওয়া গরম হচ্ছে। গ্রিনহাউস এফেক্টের ফলে গ্লোব ওয়ার্মিং সম্পর্কে আজকাল পৃথিবী জুড়েই কথা হচ্ছে, দক্ষিণ মেরুর ওপরে ওজোন স্তরের ফুটো থেকেই আমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কিছুটা অনিশ্চিত।

হ্যাঁ জানি, সেজন্যে আমরা সবাই চিন্তিত।

বটেই তো। সবাই চিন্তিত, আর সেইজন্যেই আমি ঘুরে ঘুরে আমাদের জলের প্রাকৃতিক উৎসগুলি দেখছি। উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর বরফ গলতে শুরু করলে সমুদ্রের জলস্তর ওপরে উঠবে, পৃথিবীর অনেক স্থলভূমি ডুবে যাবে, অনেক দেশ হয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন, তেমনি বিপদ আমাদেরও। হিমালয় এবং অন্যান্য পর্বতমন্ডলার হিমবাহগুলি আমাদের বেশির ভাগ নদীর উৎস। হিমবাহগুলি গলে গেলে আমাদের নদীগুলিতে ভয়ংকর প্লাবন দেখা দেবে। একটা নদীর বদলে হাজারটা জলধারা সমভূমিকে প্লাবিত করে সমুদ্রে গিয়ে মিশবে। বিস্তর মানুষ মারা পড়বে। শহরগুলি ভেসে যাবে। কিন্তু তারপর আরো একটা ভয়ংকর বিপদ হবে।

সেটা কী?

হিমবাহ গলে প্রাথমিক প্লাবনের পর নদীগুলোর উৎস বলে আর কিছু থাকবে না। নদীর খাত যাবে শুকিয়ে। দেখা দেবে সাংঘাতিক জলসংকট। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আগামী কুড়ি-ত্রিশ বছরের মধ্যেই এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। হিমালয়ে বরফ বলে যদি কিছুই না থাকে, তবে কী হবে, তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন।

পারছি। কিন্তু আপনি কী করতে চাইছেন?

সময় থাকতেই যাতে কতগুলি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেইজন্যেই আমি বিভিন্ন মানুষের কাছে যাচ্ছি। ভবিষ্যতের ভয়ংকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমার কিছু প্রজেক্ট আছে। একটা হল যতটা সম্ভব সোর্সের কাছাকাছি বাঁধ দিয়ে হিমবাহের জল আটক করা। দ্বিতীয় প্রজেক্ট হল কয়েকটা নিকাশি

BanglaBook.org

খাল বের করা, আর হাইডেল তৈরি করা।

এসব নিয়ে পৃথিবীর বিশেষজ্ঞরা কি ভাবছেন না?

হ্যাঁ, অবশ্যই ভাবছেন, ধরে নিন আমার ভাবনাও তাঁদের প্রতিধ্বনি।

আপনি কি একজন বিশেষজ্ঞ? টেকনিক্যাল ম্যান?

না। আমি টেকনিক্যাল ম্যান বা অথোরাইজড পারসোনাল নই। তবে আমি একটি কোম্পানিতে চাকরি করি। কনসালটেন্সি ফার্ম, তাদের কাজই হল ডিজাস্টার অ্যান্টিসিপেট করে আগাম ব্যবস্থাপত্র তৈরি করা।

এসব বিগ প্রজেক্টের ব্যাপার, আমি কী করতে পারি বলুন। আমি একটা ছোট্ট শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মাত্র।

সেটাও কম কথা নয়। আপনার শহরের ধার দিয়ে আর মাঝখান দিয়ে দুটো ছোট নদী বয়ে গেছে। এদের সোর্স পাহাড়ে। এই সোর্স আমি দেখে এসেছি। আমার মনে হয়েছে, সোর্সের দিকে মাইলদশেক ভেতরে একটা বড় ভ্যালি আছে। দুদিকে পাহাড়, জলটা এখানে আটকাতে পারলে একটা বিশাল ন্যাচারাল বেসিন তৈরি করা যাবে, হাইডেল প্রজেক্টের পক্ষেও চমৎকার জায়গা।

ওটা আমার এলাকা নয়।

তাও জানি। আমি শুধু বলতে চাইছি, এই এলাকা আপনি খুব ভাল চেনেন। এই প্রোপোজালের এগেনস্টে কোথাও অবজেকশন উঠতে পারে কিনা, সেটা জানতেই আপনার কাছে আসা।

আপনার কোম্পানির নাম কী?

গ্লোবাল ফ্রেন্ড ইনকরপোরেটেড।

নামটা চেনা ঠেকছে না।

নামটা শুনে প্রভাবিত হওয়ার মতো বড় কোম্পানিও নয়। তবে সরকার এদের অ্যাপয়েন্ট করেছে।

অ্যাপয়েন্ট করেছে মানে কি কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়ে গেছে?

না। আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমাদের কোম্পানি কিছু সাজেশন দেয়। সেটা অ্যাকসেপ্ট করা বা না-করা সরকারের মর্জি, সরকারি বাজেটেরও প্রশ্ন আছে।

আপনারা বাঁধ দেওয়ার কথা বলছেন, ভাল কথা, কিন্তু হাইডেল তো

BanglaBook.org

অনেক টাকার ব্যাপার।

বড় প্রজেক্টের জন্যে অনেক টাকা দরকার বটে, কিন্তু ছোটো মিনি হাইডেল অনেক কম খরচে করা যায়। আমরা জল সংরক্ষণের সঙ্গে হাইডেলটা সবসময়েই জুড়ে দিই। তার কারণ, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যখন ফুয়েল ক্রাইসিস দেখা দেবে, তখন এই হাইডেলগুলোর গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে যাবে। উঁচু জায়গা থেকে যে-জল নিচে নামবে, তা তো আর আপনা থেকে সোর্সে ফিরে যাবে না। আর তা না গেলে সেইসব সোর্সও শুকিয়ে যাবে। এইসব হাইডেল পাওয়ারের সাহায্যে বাষ্প করে জল আবার সোর্সে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, ভবিষ্যতে এই ওয়াটার সাইকেল ভীষণ প্রয়োজন হবে। ইন ফ্যাক্ট সারাদেশেই আমরা এরকম প্রজেক্টের প্রস্তাব সরকারকে দিচ্ছি।

আপনি টেকনিক্যাল হ্যান্ড নন?

না। সেই অর্থে নই।

তাহলে আপনার কোম্পানি আপনাকে এ-কাজে পাঠাল কেন?

ছেলেটি একটু হেসে বলল, বিকজ আই অ্যাম প্যাশনেটলি ইন লাভ উইথ ওয়াটার, জলের চরিত্র বুঝবার জন্য আমি বিস্তর মাথা ঘামিয়েছি। জলের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়েও আমি পত্র-পত্রিকায় কিছু লিখেছি। কোম্পানি আমাকে সেইজন্যই চাকরি দিয়েছে, তবে আমার রিপোর্ট ফেবারেবল হলে কোম্পানির বিশেষজ্ঞ আর আমিনরাও আসবে।

আপনার নাম?

অলক চক্রবর্তী।

ক্রেডেনশিয়ালস দেখাতে পারেন?

কেন পারব না? বলে অলক তার ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা ল্যামিনেট করা আইডেনটিটি কার্ড বের করে বিশ্বদেবের হাতে দিল।

বিশ্বদেব ভ্রু কুঁচকে কার্ডটার দিকে চেয়ে বলল, আপনার ডেজিগনেশন এগজিকিউটিভ। এ-শব্দটা খুব ধোঁয়াটে। কোম্পানিতে আপনার পজিশনটা ঠিক বোঝা গেল না।

ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি সামান্য বেতনভুক লো-লেভেল কর্মচারী মাত্র।

BanglaBook.org

সরকার যখন আপনার কোম্পানিকে অ্যাপয়েন্ট করেছে, তখন ধরে নিতে হবে আপনার কোম্পানি এলেবেলে নয়। এখন বলুন, আপনি এখানে ঘুরে কী অ্যাসেসমেন্ট করলেন। ফেবারেবল?

হ্যাঁ, খুবই ফেবারেবল। তবে উপত্যকায় কিছু পাহাড়ি মতো গ্রাম আছে, জলাধার হলে সেগুলো ডুবে যাবে। ওই লোকগুলোর পুনর্বাসন দরকার হবে। অবশ্য প্রজেক্ট হলে লোকে কাজও পাবে।

সরকার প্রজেক্ট করার কথা ভাবে ঠিকই, কিন্তু টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারে না।

ঠিকই তো। তাছাড়া এদেশে জোনাল সেন্টিমেন্ট এবং পক্ষপাত আছে, মন্ত্রীরা যে যার নিজের রাজ্য বা এলাকার ডেভেলপমেন্ট করতে চায়। বাধা আছে। তবে তা নিয়ে সরকার মাথা ঘামাবে।

আপনি কতদিন হল এ-শহরে এসেছেন?

প্রায় একমাস।

এতদিন খবর দেননি কেন?

খবর তৈরি হলে অবশ্যই দিতাম। স্পটগুলো ঘুরে দেখে তবেই আপনার কাছে এসেছি।

কোথায় উঠেছেন?

প্রথমে রূপকথা হোটেলে উঠেছিলাম। তারপর পাহাড়ে চলে যাই, শাওন নামে একটা গাঁয়ে এক চাষি পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন কাটাই। তারপর হায়ার অলটিচুডে তাঁবুতে থাকতে হয়। গতকাল আমার কাজ একরকম শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে দিল্লি থেকে আমার দুজন সহকারীও এসে গেছেন। ফলে আমরা পেরেরা সাহেবের বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি।

পেরেরার বাংলো?

হ্যাঁ।

তিনজনের জন্যে অত বড় বাড়ি নিয়ে কী করবেন? ভাড়াও তো অনেক।

আমাদের কোম্পানির টেকনিক্যাল হ্যান্ডরাও এসে পড়বেন।

বুঝতে পারছি আপনি এক মাসের মধ্যে অনেক কাজ করে

BanglaBook.org

ফেলেছেন। কিন্তু আমি কেন জানতে পারলাম না সেটাই ভাবছি।

আমার কাজ ছিল বাইরে, গাঁয়ে, জঙ্গলে আর পাহাড়ে। তাই খবরটা আপনার কাছে আসেনি। তবে হয়তো আমারই উচিত ছিল সব কথা আপনাকে জানানো।

বেটার লেট দ্যান নেভার। এ শহরের যারা এমিনেন্ট পারসোনালিটিজ খবরটা তাদেরও জানানো দরকার। তাই না? ধরুন আপনারা চেষ্টা করলেন, সরকার প্রস্তাবটা মানতে চাইল না। সেক্ষেত্রে এই শহরের মানুষ একজোট হয়ে, আন্ডার প্রপার লিডারশিপ, সরকারের ওপর প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে। প্রজেক্ট যদি সত্যিই হয় তাহলে আমাদের শহরটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে।

অলক একটু হাসল, কিছু বলল না।

বিশ্বদেব বলে, তাই নয় কি?

অলক একটু উদাস গলায় বলে, মুশকিল কি জানেন, সবাই নিজের লোকালিটিস নিয়ে ভাবে। গোটা দেশটা নিয়ে ভাববার লোক ক্রমে কমে যাচ্ছে।

আরে মশাই, আপনি তো আচ্ছা লোক! আপনিই তো বললেন যে, এই জায়গাটা আপনার প্রজেক্টের পক্ষে খুবই সুটেবল। তাহলে এখন আবার অন্যরকম বলছেন কেন?

অলক একটু গম্ভীর হয়ে বলে, ভারতবর্ষে নদীর অভাব নেই। সব নদীকেই ঠিকমতো ব্যবহার করলে এবং জলকে কাজে লাগালে গোটা দেশটারই চেহারা পাল্টে ফেলা সম্ভব। এই প্রজেক্টটা হলে শুধু আপনার শহর নয়, অনেকটা এলাকা জুড়ে একটা পরিবর্তন ঘটবে। হ্যাঁ, আপনার প্রস্তাবটা আমি মানছি। শহরের ইমপর্টেন্ট লোকদের ব্যাপারটা জানানো উচিত এবং প্রয়োজন। আমি বহিরাগত এবং এখানকার বাসিন্দা নই। আমার কথা লোকে শুনবে না বা উল্টো বুঝবে। যদি দয়া করে আপনি এটা করেন তাহলে ভাল হয়।

সেটা সহজ কাজ। একটা মিটিং কল করলেই হবে। কিন্তু তার আগে প্রজেক্টের একটা ব্লু-প্রিন্ট বা সারভে রিপোর্টের অফিসিয়াল কপি আমার হাতে আসা চাই।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি জানি, আপনি নিজের সোর্স থেকেও খবর পেয়ে যাবেন। তবে আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে, কোম্পানি আমার রিপোর্ট অ্যাপ্রুভ করেছে। তাদের সুপারিশ দিল্লির সরকারি দফতরে জমাও পড়ে গেছে। কাজ অনেকটা এগিয়েছে বলেই আমি আপনার কাছে এসেছি।

বুঝেছি। একটু বসুন, চা খান।

না না, ফর্মালিটির দরকার নেই। আপনি আমাকে অনেকটা সময় দিয়েছেন। ধন্যবাদ!

আরে মশাই! বসুন তো! কথা আছে।

অলক উঠতে গিয়েও একটু হেসে বসে পড়ল।

আপনি পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরেছেন। আমার কাছে খবর আছে যে, ওখানে একস্ট্রিমিস্টরা ডেরা বেঁধেছে। আপনি বিপদে পড়েননি?

অলক ফের হাসল। বলল, দু তিনবার বিপদ হয়েছে বটে, তবে একস্ট্রিমিস্টরা গোঁয়ার বা হ্যাবিচুয়াল খুনী নয়। তারা আমাকে দুবার ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের ডেরায়। চোখ বেঁধে এবং পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে। ভাগ্য ভাল যে তাদের আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পেরেছি।

আপনার প্রোটেকশন নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যে সাহসটা দেখিয়েছেন তাতে খুন হয়ে যেতে পারতেন।

আমাকে অন্যান্য জায়গাতেও এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয়, এরা কেউ সাইকোপ্যাথ কিলার নয়। প্রয়োজনে খুন করে ঠিকই, কিন্তু লোক বুঝে। আর প্রোটেকশন কে দেবে বলুন, এদের কাছে পুলিসও অসহায়। পাহাড় জঙ্গল ওরা নিজের করতলের মতো চেনে, পুলিশ চেনেনা। আমাকে মাঝে মাঝে এটুকু রিস্ক নিতেই হয়।

বিশ্বদেব হাসল, বলল, আপনার মতো বয়সে আমিও রিস্ক নিতে ভালবাসতাম। কিন্তু আজকাল কেন যেন ভয় জিনিসটা যেন বেড়ে গেছে। একটু আধটু রাজনীতি করি, সেটাই বোধহয় কাল হয়েছে। একটু চা খান। চা, না কফি?

যে কোনওটা। আমার নেশা নেই, চয়েসও না।

রিমোট কলিংবেল টিপে চায়ের সংকেত ভিতর বাড়িতে পাঠিয়ে দিল বিশ্বদেব। তারপর বলল, আগামী কাল একবার আসতে পারবেন?

BanglaBook.org

কখন বলুন।

সন্ধের পর। ধরুন সাতটা বা সাড়ে সাতটা!

পারব।

আপনার কাগজপত্রও আনবেন। দেখি যদি ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে পারি।

ভাববেন, অবশ্যই ভাববেন। পৃথিবীর যে সংকট ঘনিয়ে আসছে তা নিয়ে সিরিয়াসলি আমাদের ভাবা উচিত। কয়লা, ডিজেল পোড়ানো, এসি চালানো, কলকারখানার অত্যধিক বিস্তার, গ্রীনহাউস গ্যাসের যত এমিশন হবে তত বাড়বে ওয়ার্মিং, তত বাড়বে পলিউশন, প্লীজ একটু ভাববেন।

বিশ্বদেব মাথা নেড়ে বলল, অবশ্যই।

চা নিয়ে এল বলরাম, এ-বাড়ির কাজের লোক, ট্রে টেবিলে রেখে বলল, মা একটু ডাকছেন আপনাকে।

বিশ্বদেব অলকের দিকে চেয়ে বলল, আপনি চা খান, আমি এখনই আসছি।

বাইরের ঘরেই অপেক্ষা করছিল রুচিরা। বলল, ছেলেটা কে বল তো! কী চায়?

কেন? একটা কাজে এসেছে।

চেনো?

চিনতাম না, তবে চেনা হল।

হুটহাট অচেনা ছেলে ছোকরার সঙ্গে দেখা করার দরকার কী? গুণ্ডার মতো চেহারা!

গুণ্ডা! কী যে বল! গুণ্ডার মতো হবে কেন?

কি জানি বাপু, স্বস্তি ঘুরে গিয়ে বলল, মা, দেখগে যাও, বাবার সঙ্গে একটা গুণ্ডার মতো ছেলে দেখা করতে এসেছে।

দূর! ও একটা ভাল কোম্পানিতে চাকরি করে। কিছু খারাপ নয়। আমি তো লোক চড়িয়েই খাই, নাকি?

দেখো বাপু, দিনকাল ভাল নয় কিন্তু।

হঠাৎ ওকে দেখে স্বস্তি ভয় পেল কেন? ছেলেটাকে তো আমার বেশ ভালই লাগছে. শিক্ষিত ছেলে, ভাবনা-চিন্তা করে।

BanglaBook.org

চেহারাটা দেখে অবশ্য খারাপ বলে মনে হচ্ছে না আমারও। স্বস্তি কি ভেবে বলল কে জানে।

রুচিরা ভিতরে চলে যাওয়ার পর বিশ্বদেব বারান্দায় এসে দেখে অলক একইভাবে বসে আছে। চা ছোঁয়নি। গভীরভাবে অন্যমনস্ক।

চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে মশাই, খেয়ে নিন।

অলক একটু চমকে উঠে বলল, হ্যাঁ, নিই।

আপনাকে কোনও সাহায্য করার দরকার হলে বলবেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

তা জানি, এখানে সকলে আপনার প্রশংসাই করে। আপনি এ শহরের জন্য অনেক কিছু করেছেন।

কী আর করলাম বলুন। টাকা নেই, কো-অপারেশন নেই, কো-অর্ডিনেশন নেই, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে করাপশন। ইচ্ছে থাকলেও ভাল কিছু করা প্রায় অসম্ভব। কন্ডিশন ফেবারেবল হলে এ শহরের ভোল আমি পাল্টে দিতে পারতাম।

চায়ের কাপটা রেখে অলক বলল, এবার আমি আসি?

বিশেষ তাড়া আছে নাকি?

একটু আছে। নার্সিং হোমে একজনকে দেখতে যাব।

কোন নার্সিং হোম?

অলক হেসে বলে, আপনার নার্সিং হোম।

ওঃ, কে বলুন তো?

হেডমিস্ট্রেস মৃন্ময়ী ভট্টাচার্যের মেয়ে রাখী।

বিশ্বদেব একটা ঢোঁক গিলে বলে, আপনি ওঁদের চেনেন?

সামান্য আলাপ আছে। দিদিমণি আমাকে কয়েকটা ব্যাপারে সাহায্য করেছেন।

ও, আচ্ছা আসুন।

কাল আমি সন্ধেবেলা কাগজপত্র নিয়ে আসব।

হ্যাঁ, আসবেন।

অলক চলে যাওয়ার পর বিশ্বদেব খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

BanglaBook.org

তিন

নার্সিং হোমটার মালিক যদিও তার বাবা, তবু কর্মচারীরা সবাই চন্দ্রজিৎ ওরফে বাবলুকে চেনে না। সে কলকাতায় থাকে, এখানে এলেও কদাচিৎ নার্সিংহোমে আসে। সেটা একদিক দিয়ে রক্ষে।

সে রিসেপশনে গিয়ে দাঁড়াল। এ শহরের সবচেয়ে নামজাদা এবং ব্যস্ত নার্সিংহোম। ফলে রিসেপশনে বেশ কয়েকজন লোকের জমাট ভিড়। একটু অপেক্ষা করে সে অবশেষে কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারল, আমি পিউ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তরুণী রিসেপশনিস্ট খুব একটা পাত্তা দিল না, বলল, একটু অপেক্ষা করুন। উনি এখন রাউন্ডে আছেন। সময়মতো খবর দেওয়া হবে।

আমি ওর কাছে যেতে চাই।

সেটা সম্ভব নয়। ভিতরে যাওয়ার নিয়ম নেই।

আমি একজন ডাক্তার, একটু বিশেষ দরকার ছিল। ওঁর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

মেয়েটি ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, বলছি তো, রাউন্ড শেষ হলেই খবর দেব।

বাবলু কথা বাড়াতে সাহস পেল না। নিজের পরিচয় দিয়ে সে ঢুকতে পারে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হবে। সে রিসেপশন থেকে বেরিয়ে এসে মোবাইলে পিউকে ধরল।

BanglaBook.org

পিউদি, প্রবলেম।

কী হল?

রিসেপশন আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না।

আচ্ছা, তুমি কী বল তো! নিজের পরিচয় দিয়েই তো গটগট করে ঢুকতে পার, কে বারণ করবে?

না না, বাবা আমাদের প্রোটোকল মানতে শিখিয়েছেন। ওটা করা ঠিক হবে না। এটা ভিজিটিং আওয়ার্সও নয়।

দাঁড়াও, আমি নিচে আসছি।

আসতে হবে না। রাখীর কন্ডিশনটা কী?

ডাক্তারি ভাষায় বলব?

বল।

সেমি কোমাটিক। ব্লাড টেস্টে পয়জন অ্যানালাইজিং এখনও হয়নি। মনে হয় ওভারডোজ অফ অ্যালজোলাম।

রেসপন্ড করছে?

না। এখনও ক্রিটিক্যাল। কেবিনে যাবে?

কেউ দেখে ফেলবে না তো!

না যাওয়াই ভাল। মৃন্ময়ীদি এখনও বোধহয় রাখীর কেবিনে রয়ে গেছেন। ভিজিটিং আওয়ার চল্লিশ মিনিট আগে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু জানোই তো, উনি ইনফ্লুয়েনশিয়াল মানুষ, ওকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। আমিও তো ওঁর ছাত্রী।

মৃন্ময়ীদি নাকি বলছেন যে, এটা অ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার?

তাই তো শুনছি।

পুলিশ কী বলছে?

পুলিশ কি কিছু বলে? গোমড়া মুখে আসে যায়। শিবদাস দারোগা হল গোমড়ামুখোদের মধ্যেও যেন আরও গোমড়ামুখো। লোকটাকে কখনও হাসতে দেখিনি।

রাখীর মাথার উল্টা দেখেছ?

হ্যাঁ। ডীপ উন্ড।

স্ক্যান হয়েছে?

BanglaBook.org

হয়েছে। রিপোর্ট দেয়নি এখনও। অত ভেবোনা। পেটে যা টকসিন ছিল তা বের করে দেওয়া হয়েছে। স্যালাইন গ্লুকোজ চলছে। ইউরিনের সঙ্গে খানিকটা বেরোবে। অ্যান্টিডোট দেওয়া হচ্ছে। বয়স কম, শী উইল কাম অ্যারাউন্ড। ডায়ালিসিস আরম্ভ হয়েছে।

জানি। কেসটা হয়তো ফ্যাটাল নয়। কিন্তু আমার কেসটা ফ্যাটাল।

তোমার আবার কী কেস?

বুঝতে পারছি না রাখীর এই ঘটনার কারণ আমি হতে পারি কিনা। আমাকে মৃন্ময়ী কোনওদিন পছন্দ করতেন না। ইদানিং রাখী করছে না। ব্যাপারটা কী পিউদি?

ভাবছ কেন? মেয়েটা সেরে উঠুক তারপর কথা বলে দেখ।

আমাকে কালকেই ফিরে যেতে হবে। উপায় নেই।

চলে যাও। টেনশন কোরোনা। ফোনে আমার কাছ থেকে জেনে নিও।

সে তো জানবই। কিন্তু আমার অনেক হিসেব নিকেশ উল্টে গেল।

কিছু উল্টে যায়নি। এ বয়সে ওরকম মনে হয়। মন খারাপ কোরো না তো!

ঠিক আছে পিউদি।

শোনো, বেলা দুটো আড়াইটের সময় একবার এস। আমি ব্যবস্থা করে রাখব, যাতে চুপটি করে রাখীকে দেখে যেতে পারবে।

ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

বাবলু নার্সিং হোমের বাইরে এসে একবার বাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল। চারতলা চমৎকার আধুনিক প্ল্যানিং-এর বাড়ি। তিনটে উইং। ভিতরে অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতিতে সাজানো ব্যবস্থা। শোনা যাচ্ছে, আরও সব যন্ত্রপাতি আসছে। নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র ডাক্তার নভোজিৎকে দেশে আটকে রাখার জন্যই তার বাবা বিশ্বদেব নার্সিং হোমটা করেছেন। বাবলুর এখনও বড় ডাক্তার হতে ঢের দেরি। তবে সে বিদেশেই সেট্‌ল করবে বলে ঠিক করে রেখেছে।

নার্সিং হোমের সামনে বিস্তীর্ণ বাগান। চমৎকার ফুলটুল ফুটে আছে।

BanglaBook.org

মাঝখানে চওড়া কংক্রিটের রাস্তা। অত্যন্ত দেখনসই ব্যাপার। নার্সিং হোমটা চলেও বেজায় ভাল। চট করে জায়গা পাওয়া যায় না।

বাবলু নার্সিং হোমটার দিকে কিছুক্ষণ অর্থহীন চেয়ে রইল। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল।

বাড়িতে ঢুকবার মুখে পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভ্রু কোঁচকাল সে। পুলিশ এল নাকি?

বারান্দায় দুজন সাদা পোশাকের অফিসার। এদের চেনে বাবলু। রমেন আর দীপক।

একটু থমকে বলল, কী হয়েছে?

রমেন গম্ভীর মুখে বলল, বড়বাবু ভেতরে অপেক্ষা করছেন। যাও।

শিবদাসের চেহারাটা একটু রুক্ষ এবং শুষ্ক। বেশ লম্বা হাড়েমাসে চেহারা, ভুঁড়ো গোঁফ আছে। মুখে হাসি বা স্মিতভাব কখনও দেখা যায় না। চেহারার মতো স্বভাবটাও কেঠো এবং রসকষহীন। তবে হাঁকডাক নেই, রগচটা মানুষ নন, ঠাণ্ডা মাথার বিচক্ষণ মানুষ।

অন্য সোফায় মা, বউদি আর স্বস্তিও বসে আছে। চুপ, উদ্বিগ্ন।

শিবদাস বললেন, তোর জন্যই বসে আছি।

কেন শিবদাসকাকু, কী হয়েছে?

তেমন কিছু নয়। কয়েকটা কথা জানার আছে। তবে এখানে নয়, একটু বাইরে চল।

মা উদ্বেগের গলায় বলে, কোনও চার্জ নেই তো!

শিবদাস উদার গলায় বলেন, আরে না, ওসব নয়। কতগুলো ক্লারিফিকেশনের ব্যাপার আছে। কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। আধঘণ্টা বাদেই ফেরৎ আসবে।

বাবলু শিবদাসের পিছু পিছু গিয়ে জিপে উঠল।

থানায় নিজের ঘরে মুখোমুখি চেয়ারে বসিয়ে শিবদাস বলল, ব্যাপারটা কি রে?

কোন ব্যাপার?

তোর আর রাখীর মধ্যে কোনও অ্যাফেয়ার আছে নাকি?

BanglaBook.org

বাবলু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ছিল।

ছিল মানে, এখন নেই?

হ্যাঁ।

পরিষ্কার করে বল, তোদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে?

না। রাখী অ্যাভয়েড করছে।

কেন?

জানিনা।

তুই কাল ঠিক কখন রাখীদের বাড়ি গিয়েছিলি?

বেলা দেড়টা দুটো।

কী হয়েছিল? এনি শো-ডাউন?

না। ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

কিন্তু রাখী তো বাড়িতে ছিল।

ছিল, কিন্তু দরজা খোলেনি, সম্ভবত কী হোল দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েছিল।

ভাল করে ভেবে দেখিস, কোনও খাড়াখাড়ি হয়েছিল কিনা, মেয়েটা তো অকারণে সুইসাইড অ্যাটেম্ট করতে পারে না।

ও কেন এ কাজ করল আমি জানিনা। বেশ কিছুদিন হল আমি ফোন করলে ও দু একটা কাটাকাটা কথা বলে ফোন রেখে দেয়।

যদি মেয়েটা বেঁচে যায় তাহলে ঝামেলা নেই। কিন্তু বাইচান্স মারা গেলে তোকে আবার ডাকতে হবে। মৃন্ময়ী দিদিমণি এটাকে মার্ডার মনে করছেন।

ও ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।

কলকাতায় যাচ্ছিস কবে?

কালই যেতে হবে।

যা। আর মনে রাখিস, রাখী বেঁচে উঠলেও এখন কিছুদিন ওর সঙ্গে কমিউনিকেট করিসনা।

কেন কাকু?

ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেড হয়ে উঠতে পারে।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

BanglaBook.org

কতগুলো সত্য আছে যা খুব ক্রুয়েল। এই যেমন তোর আর রাখীর ব্যাপারটা। রাখী যদি তোকে না চায় তাহলে স্পোর্টসম্যানের মতো ব্যাপারটা মেনে নেওয়াই তো ভাল। না হলে তোর বিরুদ্ধে আমাকে ব্যবস্থা নিতে হয়। ইভটিজিং-এর দায়ে। সেটা তোর ফ্যামিলির পক্ষে সম্মানজনক হবে কি?

কেউ কি এরকম কোনও কমপ্লেন করেছে?

মৃন্ময়ী দিদিমণি ওরকমই একটা হিন্ট দিয়ে রেখেছেন।

উনি আমাকে পছন্দ করেন না জানি। কিন্তু এতটা করবেন তা জানা ছিল না।

তুই একজন ব্রাইট ইয়ংম্যান। কাঁচা বয়স। এসব কাফ লাভের তেমন কোনও দাম নেই। বরং কিছুদিন দূরে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আপনি বলছিলেন, রাখী মারা গেলে ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেড হবে। কেন কাকু?

সেক্ষেত্রে সুইসাইড না হয়ে মার্ডার বলে প্রমাণ হলে আমাদের তদন্ত করতে হবে। তখন বোধহয় তোকেও ফের টেনে এনে নতুন অ্যাঙ্গেলে তদন্ত করার প্রয়োজন দেখা দেবে। তবে রাখী বেঁচে যাবে বলেই মনে হয়। তোকে সাবধান করে দেওয়া দরকার বলেই ডেকে এনেছি। কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম হার।

আমি এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

আমিও না। এখন বাড়ি যা।

আমার অ্যাবসেন্সে এমন কি ঘটল যে সব সম্পর্ক পাল্টে গেল! আমাকেই বা আপনি এসব বলছেন কেন? কাকু, ব্যাপারটা খোলাখুলি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

বোঝানোর কিছু নেই রে পাগলা। শুধু বলি, কলকাতায় ফিরে যা, লেখাপড়ায় মন দে, এখানকার ঘটনা-টটনা ভুলে যা।

তাই কি হয় নাকি কাকু? ইচ্ছে করলেই সব ভুলে যাওয়া যায়?

চেষ্টা কর। তুই তো মানী লোকের ছেলে। আত্মসম্মানবোধ তো তোরও আছে। একটা মেয়ে যখন তোকে রিফিউজ করছে তখন তুই তার পিছনে লেগে থাকবি কেন? কাজকর্মে মন দে, হৃদয়ের ব্যাপার স্যাপার

BanglaBook.org

ভুলে যেতে সময় লাগবে না।

আমি বাচ্চা ছেলে নই কাকু যে, ওভাবে আমাকে ডাইভার্ট করবেন। রাখীকে না হয় আমি ডিস্টার্ব করব না, ব্যাপারটাও ভুলবার চেষ্টা করব, কিন্তু তা বলে কারণটা না জেনে তো সেটা করতে পারি না। এর কারণটা কী তা আমাকে জানতেই হবে।

এখন বাড়ি যা, মাথা ঠাণ্ডা কর।

BanglaBook.org

চার

আপনাকে আজ রিলিভড দেখাচ্ছে। তার মানে কি রাখী এখন আউট অফ ডেঞ্জার?

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বললেন, না। ডাক্তাররা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হচ্ছে না সেটা ঠিক। তবে হার্ট আর কিডনিতে কিছু প্রবলেম ডেভেলপ করেছে বলে শুনছি।

এখানকার ডাক্তাররা ভালো বলেই তো জানি।

হ্যাঁ। তাঁরা ভরসা দিচ্ছেন। তুমি বুঝি আজ রাখীকে দেখতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, দুপুরবেলা।

দুপুরবেলা! ও সময়টায় তো ভিজিটিং আওয়ার নয়।

না। বলেকয়ে ঢুকে গিয়েছিলাম।

বলেকয়ে? সেটা আবার কিরকম?

ভিজিটিং আওয়ারসে ভিড় হয়, অপেক্ষা করতে হয়। অন্য সময়ে ওসব ঝামেলা থাকে না। দারোয়ানকে মিষ্টি কথায় রাজি করানো যায়।

আর ধরা পড়লে?

আমি খুব একটা বীরত্ব দেখাতে যাই না। ভদ্রভাবে, বিনীত গলায় কথা কইলেই দেখি কাজ বেশি হয়।

অন্যসময় হলে নার্সিং হোমের নিয়ম ভাঙার জন্য তোমাকে হয়তো বকতুম। এখন আমার মাথার ঠিক নেই। রাখীকে দেখে তোমার কী মনে

BanglaBook.org

হল বল তো! বাঁচবে মনে হয়?

হ্যাঁ। নিশ্চয়ই বাঁচবে।

শুধু মুখ দেখেই বলছ?

মুখেও তো কিছু ছাপ থাকে!

তার মানে?

শরীরের ভিতরকার জ্বালা-যন্ত্রণা বা অসুখের একটা ইমপ্রেশন মুখে প্রকাশ পায়।

কি জানি বাপু, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কী বল তো।

আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

মনে করার মতো কথা নাকি?

একটু সেনসিটিভ হয়তো।

হোক গে, বল।

রাখীর বাবাকে কি একটা খবর দেওয়া উচিত নয়?

মৃন্ময়ী একটু অবাক হয়ে অলকের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, তার দরকার নেই। সে তো আর আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি।

কিন্তু এটা তো একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। উনি হয়তো পরে জানতে পেরে দুঃখিত হবেন। হয়তো অভিমান করে আছেন বলে সম্পর্ক রাখেন না। খবর পেলে হয়তো এসে হাজির হবেন।

মৃন্ময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তাঁকে আমি ভালই চিনি। অনেক বছর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমাদের সম্পর্কে কোনও আগ্রহ থাকলে খোঁজখবর তো করত। তাকে খবর দেওয়ার মানেই হয় না।

আপনি যদি রাগ না করেন বলি, আপনি কি কখনও তাঁর খোঁজ করেছেন?

তা করিনি সত্যি। তেতো সম্পর্কের জের টেনে কি হবে বল।

সে তো ঠিক কথাই।

তাছাড়া সে চলে যাওয়ার পর কোথায় গেছে, কি করছে, এমন কি

BanglaBook.org

বেঁচে আছে কিনা তাও তো জানি না। তোমার বোধহয় কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছে না।

কথাগুলো ভাল লাগারও তো কথা নয়। নিষ্ঠুর সত্য। আমাদের সবাইকেই জীবনে এরকম কিছু সত্যকে মেনে নিতে হয়। ভালো না লাগলেও। তিনি ঠিক কিরকম মানুষ ছিলেন, ডমিনেটিং?

না না, বরং উল্টোটা। মুখচোরা, লাজুক গোছের।

আমিও সেরকমই শুনেছি।

কার কাছে শুনেছ?

লোকের কাছে। রাখীর কাছেও।

মুখচোরা, লাজুক এবং অনেস্ট, ঠিক কথা। কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন, আনকেয়ারিং, ক্যালাস এবং অলস। স্বামী-স্ত্রীর ভিতরকার সম্পর্কটাই গড়ে উঠল না তার সঙ্গে আমার।

রাখী কি তাকে মিস করে?

করারই কথা। আফটার অল বাবা তো! তবে আগে যতটা করত ততটা তো আর এখন নয়। ভুলে গেছে। রাখী কি তার বাবার কথা তোমাকে কিছু বলেছে অলক?

সামান্যই।

লোকে যা বলে তাকে গুরুত্ব দিও না। বেশির ভাগ লোকই স্ক্যান্ডাল ভালোবাসে। অ্যাপারেন্টলি রমেন ভট্টাচার্যকে ভাল লোক মনে হলেও আমি তার অন্য রূপটাও জানি।

সেটা বোধহয় খুবই খারাপ?

হ্যাঁ, ভীষণ খারাপ। প্রসঙ্গটা আজ থাক অলক।

আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম রমেনবাবুকে এ সময়ে একটা খবর দেওয়া বোধহয় দরকার।

খবর দিতে চাইলেও উপায় নেই। সে কোথায় আছে তা জানি না।

আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তুমি! তুমি কি করে জানবে?

অলক একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, আমি তাঁকে চিনি।

চেনো! মাই গড, তুমি রমেনকে চেনো? কি ভাবে?

BanglaBook.org

আপনি তো জানেন যে, রমেন ভট্টাচার্য একসময়ে দারুণ ছাত্র ছিলেন। নকশাল মুভমেন্টে অ্যাক্টিভিস্ট হওয়ায় লেখাপড়া ছাড়তে হয়।

জানি। জানব না কেন?

ফিজিক্স অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন, ডিভোর্সের পর উনি দিল্লি থেকে এম এস সি করেন।

এতদিন পর?

এরপর চাকরি ছেড়ে বিদেশে যান। ভাল জার্মান জানতেন বলে সুবিধে হয়ে যায়। একটু বেশি বয়সে পি এইচ ডি করেন। তারপর গবেষণা। এখন গ্লোবাল ফ্রেন্ড-এর ইস্ট এশিয়ার ওয়ান অফ দি ডিরেকটরস্।

খুব ভাল চাকরি বোধহয়!

খুব। বেশির ভাগ সময়ে ম্যানিলা আর টোকিয়োয় থাকেন।

বিয়ে করেনি?

না। কাজ পাগল মানুষ।

আগে খুব কুঁড়ে ছিল।

মনের মতো কাজ পেলে আলস্য থাকে না।

রমেন ভট্টাচার্যের উন্নতির গল্প শুনে আমার কী হবে বল।

কথায় কথায় বলে ফেললাম বটে, ভাবছি না বললেই হত।

না ঠিকই করেছ। এক সময়ে তার ঘর করেছি, সেটা তো আর মুছে ফেলতে পারি না। তবে রাখীর ব্যাপারে তাকে টেনে আনার কোনও দরকার নেই। তুমি তাকে কতটা চেনো?

ভালই চিনি। ইন ফ্যাক্ট তিনি আমার এখনকার ওয়ার্ক প্ল্যান অ্যান্ড প্রোগ্রাম ঠিক করে দিয়েছেন। এখানে যে একটা ন্যাচারাল প্রসপেক্ট আছে সেটা তিনিই প্রথম কোম্পানিকে জানান।

তোমাদের কোম্পানি কি খুব বড়?

হাঁ। খুব বড়, তবে যতটা বড় ততটা বিজ্ঞাপিত নয়। গ্লোবাল ফ্রেন্ড শুধু লাভ করার জন্য কাজ করে না। তাদের আসল লক্ষ্য পৃথিবীর কল্যাণ। কনসালটেনসি এবং ওয়েলফেয়ার কাউনসেলিংকে ভিত্তি করেই তাদের যত কর্মকাণ্ড। কোর গ্রুপে কয়েকজন সায়েন্টিস্ট-এর সঙ্গে কয়েকজন

BanglaBook.org

ফিলজফার, ইকনমিস্ট এবং ইকোলজিস্ট যেমন আছেন, তেমনি আছেন কবি-লেখক, পেইন্টার এবং সাংবাদিকও। এঁদের সকলের গুরুত্বই কিন্তু সমান। আচ্ছা থাক, এসব কথা হয়তো আপনার এখন বোরিং লাগবে।

না, শুনে ভালোই লাগছে। তবে আমার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছ, ভাল কথার ওজন বুঝতে সময় লাগবে। শুনলাম তুমি বিশ্বদেববাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে!

হ্যাঁ।

কেন?

উনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। অনেক আগেই ওঁর সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত ছিল।

কি কথা হল?

কাজের কথা। উনি আজ রাতে আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। আমার বিষয়টাতে উনি বেশ ইন্টারেস্ট নিলেন।

ভাল। বিশ্বদেবকে যদি ব্যাপারটা বোঝাতে পার তবে উনি প্রাণপণে তোমাকে সাহায্য করবেন।

সেটা জানি।

লোকটাকে কেমন লাগল?

ভালোই তো?

একটু চুপ করে থেকে মৃন্ময়ী আনমনা হয়ে বলে, বিশ্বদেব খুব ভালো। আমার স্কুলের জন্য যখনই যা করতে বলেছি, করেছে। এ শহরটার অনেক দৈন্য আর অব্যবস্থা দূর করেছে।

হ্যাঁ, ওঁর বেশ সুনাম আছে।

দুর্নামও শুনতে পাবে। নার্সিং হোমটা নিয়ে কম কাণ্ড হয়েছে? কেউ কেউ তো বলেছিল ওটা নাকি চুরির টাকা। মিউনিসিপ্যালিটির টাকা গাপ করে নার্সিং হোম হয়েছে। অথচ লোকের অজানা নেই যে, বিশ্বদেবের বেশ প্রফিটেবল একটা বিজনেস আছে। আর নার্সিং হোম তো হয়েছে ব্যাংকের লোন নিয়ে। এদেশে কেউ কোনও ভালো লোককেও সহ্য করতে পারে না। যেন ভালোটাই খারাপ।

BanglaBook.org

অলক একটু হাসল। তারপর বলল, তাহলে কি রমেনদাকে কিছুই জানাব না?

তোমার সঙ্গে বোধহয় রমেনের খুব যোগাযোগ আছে।

বললাম তো, আমাদের প্রোগ্রামের ডাইরেকটিভস উনিই দেন। রোজই কথা হয়।

আমাদের কথা জানতে চায় বোধহয়?

না। উনি কখনও আপনার বা রাখীর কথা জানতে চাননি।

বাঃ বেশ। তাহলে আমাদেরই যা জানানোর কী দায়?

আপনি না চাইলে জানানোর প্রশ্নই নেই।

তবে কথাটা তুললে কেন অলক? যা চুকে বুকে গেছে তাকে ফের খুঁচিয়ে তোলার কোনও অর্থই নেই। তাই না?

সিচুয়েশনটা সিরিয়াস বলে মনে হয়েছিল, তাই ভেবেছিলাম, ওঁকে জানানোটা বোধহয় প্রয়োজন।

অলক আর বসল না। অস্পষ্টভাবে 'আজ আসি' বলে উঠে চলে গেল।

অলক চলে যাওয়ার পর মৃন্ময়ী অনেকক্ষণ পাথরের মতো নিস্পন্দ বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে বিশ্বদেবের মোবাইলে ফোন করলেন।

ফ্রী আছ? কথা বলতে পারবে?

পারব। কী হল, গলা অত উত্তেজিত কেন?

উত্তেজিত নই, উদ্বিগ্ন।

কেন? আমি তো খবর নিয়েছি, রাখী ইজ কামিং অ্যারাউন্ড।

রাখীর জন্য নয়।

তাহলে?

তুমি তো অলককে চেনো!

পরিচয় হয়েছে। ব্রাইট, ডেডিকেটেড ছেলে।

দুটো ব্যাপার বলছি। মন দিয়ে শোনো। ওর সঙ্গে রাখীর চেনা আছে। পিকনিক করতে গিয়ে ওদের পরিচয় হয়। দু একবার বাড়িতে এসেছে। ছেলেটাকে আমার বেশ ভালো লেগেছিল।

BanglaBook.org

হ্যাঁ, ভালো লাগার মতোই তো ছেলে।

কিন্তু তুমি কি জানো যে, রমেন ভট্টাচার্য ওর বস!

সে কী? রমেন তো সরকারি চাকরি করত!

আমরা তো আর তার খোঁজ রাখিনি। রমেন অবশ্য বরাবর ভাল ছাত্র ছিল। নকশাল হয়ে পড়াশুনো ছাড়ে। ডিভোর্সের পর নাকি চাকরি ছেড়ে পড়াশুনো শুরু করে। বিদেশে গিয়ে পি এইচ ডি করেছে। এখন গ্লোব্যাল ফ্রেন্ডে বড় চাকরি করে।

খুবই অবাক কাণ্ড। রমেনের বয়স কত হল বল তো!

আমার সমান। তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন।

বুঝলাম। কিন্তু তোমার উদ্বেগের কী আছে?

আছে। অলক রমেন ভট্টাচার্যকে চেনে, ভাবসাবও আছে। ভাবছি, আমাদের কথা আবার বলে দেয়নি তো!

রমেন এমনিতে চাপা স্বভাবের মানুষ। তবে বলা যায় না।

আজ অলক খুব ধরেছিল রাখীর ঘটনাটা রমেনকে জানানোর জন্য। আমি রাজি হইনি।

ঠিকই তো করেছ।

সেটা বুঝতে পারছি না। ধরো রমেন ভট্টাচার্য যদি সত্যিই রাখীর বায়োলজিকাল বাবা হত, তাহলে আমি অত স্ট্রংলি অপোজ করতে পারতাম না। অলক হয়তো সেটাই দেখতে এসেছিল, আমি আপত্তি করি কিনা। হয়তো ও জানে যে রাখী রমেনের মেয়ে নয়। কার মেয়ে সেটাও হয়তো জানে।

ঘাবড়ে যেও না। শুধু হান্চ্ থেকে ডিডাকশন করা ঠিক নয়। চুপচাপ থাক।

আমার মনে হচ্ছে, আমি মনের দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছি। মেয়েটার এই ঘটনা আমাকে এত ভেঙে ফেলেছে।

রাখীর জন্য আমিও তো ভাবছি। কিন্তু মার্ডার অ্যাটেম্প্ট বলে তুমি শিবদাসকে ক্ষেপিয়ে তুলছ কেন?

আমার খুব মনে হচ্ছে, ওকে কেউ খুন করার চেষ্টা করেছে।

যে খুন করে সে এভাবে জটিল পথে করবে না। সে টপ করে কাজ

BanglaBook.org

সারবে। ছুরি মারবে, গুলি করবে বা গলা টিপে মারবে। বিষ খাওয়াতে যাওয়াটা বোকামি।

একটা কথা বলব? কিছু মনে কোরোনা।

বল।

ইদানিং জানতে পেরেছি, বাবলু আর রাখী প্রেমে পড়েছে। কী ঘেন্নার কথা বল।

উড়ো কথা আমারও কানে এসেছে।

তুমি সামলাও। নইলে কী বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে বল তো!

রাখী ভাল হয়ে উঠলে তুমি ওকে অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা কোরো।

কী বলে বোঝাব? নিজের পাপের কথা কবুল করব?

পাপ কেন হবে! পাপ বলছ কেন? রমেন ভট্টাচার্যের বাবা হওয়ার ক্ষমতা ছিল না, তাই তোমাকে অন্য পন্থায় মা হতে হয়েছে। পাপের কথা উঠছে কেন?

ওভাবে বোলো না। রমেনের বাবা হওয়ার ক্ষমতা তো পরীক্ষা করা হয়নি। তবে সে বাবা হতে চাইত না। ওই একটা ব্যাপারে তার বিরাগ ছিল। অতিরিক্ত বন্ধন সে পছন্দ করত না। এসব তো তুমি জানো।

ক্ষমতা ছিল না বলেই চাইত না। ঠিক আছে, প্রসঙ্গটা থাক। বলছি, এখন মাথা ঠিক রাখ। পরিস্থিতি জটিল করে তুললে মুশকিল হবে। অ্যান্ড ডোন্ট ক্রাই মার্ডার।

নইলে রাখী সুইসাইড করতে যাবে কেন বল! এমন তো কিছু ঘটেনি যাতে মরতে হবে।

এখনকার জেনারেশনকে তুমি কতটা বোঝ? তুমি শিক্ষিকা বটে, কিন্তু জেনারেশন গ্যাপ অতিক্রম করা তো সহজ নয়। রাখীর মনের খবর বা অ্যাটিচুড বা বাবলুর সঙ্গে কতটা ইনভলভমেন্ট তাও তো তুমি জান না।

ওটা ঠিক কথা নয় বিশু। রাখীর সঙ্গে আমি বন্ধুর মতোই মিশি। আমাদের মধ্যে খোলামেলা কথা হয়। ও আমাকে সব বলে।

তাহলে বাবলুর কথা বলেনি কেন?

BanglaBook.org

হয়তো সময়মতো ঠিকই বলত।

মৃন্ময়ী, মায়েরা ওরকমই ভেবে নেয় ছেলেমেয়েদের। আর এটাই ভুল করে।

তুমি কি রাখীকে দেখতে গিয়েছিলে?

না। ইন ফ্যাক্ট, অফিস থেকে বেরিয়ে নার্সিং হোম হয়ে বাড়ি ফিরব বলে বেরোতে যাচ্ছিলাম, ঠিক এ সময়ে তোমার ফোন এল।

রাখী মাঝে মাঝে আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে।

কী কথা?

জিজ্ঞেস করে কার সঙ্গে ওর মুখের আদল বেশি মেলে। মা না বাবা।

তুমি কী জবাব দাও?

কী বলার আছে বল। যার সঙ্গে ওর মুখের আদলের আশ্চর্য মিল তার কথা তো ওকে বলতে পারি না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বদেব বলে, সেটাই দুশ্চিন্তার কারণ মৃন্ময়ী। কখনও কি মিলটা রাখী খুঁজে পাবে? মাস ছয়েক আগে একটা মেয়ের বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য এসেছিল আমার কাছে। খুব যেন অবাক চোখে বারবার দেখছিল আমার মুখ। একটু অস্বস্তি হয়েছিল আমার।

বলোনি তো।

মনের ভুলও হতে পারে। মনে পাপ আছে বলেই হয়ত অস্বস্তি হচ্ছিল।

মৃন্ময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কি জানি কি হবে। যাও, একবারটি মেয়েটাকে দেখে এস।

যাচ্ছি মৃন্ময়ী। চিন্তা কোরো না। ওর চিকিৎসার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। দরকার হলে কলকাতা থেকে স্পেশালিস্ট আনব। রাখীকে বাঁচতেই হবে।

BanglaBook.org

পাঁচ

ভিজিটিং আওয়ার কেটে গেছে। রিসেপশনের বেশির ভাগ আলোই নেবানো। একটিমাত্র মেয়ে রিসেপশন সামলাচ্ছে। তার সামনে শিবদাস দাঁড়ানো, সঙ্গে আরও দুজন উর্দিধারী লোক।

শিবদাস যে! কী ব্যাপার?

আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

আসুন, আমার ঘরে আসুন।

নার্সিং হোমে নিজের সুন্দর করে সাজানো অফিসে নিয়ে গিয়ে শিবদাসকে বসিয়ে নিজের রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসে বিশ্বদেব।

বলুন।

আজ একটা গুরুতর কথা বলতে আসা।

বলুন না।

রিগার্ডিং বাবলু।

বাবলুকে নিয়ে আবার কী হল?

আপনি কি জানেন যে বাবলু ওয়াজ ইন লাভ উইথ রাখী?

ভ্রু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বিশ্বদেব বলে, হ্যাঁ, এরকম একটা উড়ো খবর শুনেছি।

উড়ো খবর নয়। বাবলুর বন্ধুরা কবুল করেছে যে, ব্যাপারটা সত্যি।

এরকম হওয়া বিচিত্র নয়। তবে ডিসগাস্টিং।

BanglaBook.org

কথাটা হল, মার্ডার বা সুইসাইড যে কোনও চেষ্টা হয়ে থাকলে আমাদের একটা নিয়মমাফিক এনকোয়ারি করতেই হবে। সে ক্ষেত্রে লাভ অ্যাঙ্গেল বাদ যাবে না।

মেয়েটা সেরে উঠবে শিবদাস, ডাক্তাররা সেরকমই ভরসা দিচ্ছে। জ্ঞান ফিরলে ওকে জিজ্ঞেস করে দেখলেই হবে।

তবু কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখছি। পাবলিসিটি হয়তো পুরোটা এড়ানো যাবে না। বাবলুকে আমি একটু সাবধান করে দিয়েছি।

বাবলু কলকাতায় থাকে, এ ব্যাপারে তার দায় কতটা তা ভেবে দেখার ব্যাপার।

ইদানিং নাকি মেয়েটা বাবলুকে অ্যাভয়েড করছিল। বাবলু তাতে খুবই অ্যাজিটেটেড। ও মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। আমি ওকে বলেছি মেয়েটা যখন চাইছে না তখন ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা না করাই ভাল। আপনিও বাবা হিসেবে ওকে কথাটা বুঝিয়ে দেবেন।

ঠিক আছে। আর কিছু?

হ্যাঁ, রিগার্ডিং সিকিউরিটি।

সিকিউরিটি!

হ্যাঁ। মৃন্ময়ী বলছেন এটা অ্যাটেম্পট অব মার্ডার। যদি তাই হয়, তাহলে রাখী হয়তো আততায়ীকে চেনে। সেক্ষেত্রে যদি রাখী সারভাইভ করে, তাহলে আততায়ীর বিপদ। তাই আততায়ী রাখীকে আর একবার মার্ডার করার চেষ্টা করবে না কে বলতে পারে।

মাই গড, আমি তো এ-দিকটা ভাবিনি।

ভাববেন কেন? এসব ভাবনা পুলিশের জন্য। আর আপনার নার্সিং হোমে পুলিশ মোতায়েন করার সুবিধে নেই। বড্ড ইজি অ্যাকসেস। হাসপাতালে একটা আইসোলেশনে হাই সিকিউরিটি ওয়ার্ড আছে। এখানে তো জানালায় গ্রিল অবধি নেই।

তা ঠিক, কিন্তু ট্রিটমেন্টটা এখানে বেটার হবে। যদি বলেন তো আমি চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারির ব্যবস্থা করতে পারি।

রিস্ক তবু থাকবেই। ডাক্তাররা অবশ্য রিমুভ করতে বারণ করছে। পয়জনিংয়ের ফলে নাকি হার্টটা খুব উইক। সামান্য শকে ফ্যাটালিটি ঘটতে

BanglaBook.org

পারে।

হ্যাঁ। কেসটা এখনো পুরো কন্ট্রোলে নেই।

শিবদাস বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর বিশ্বদেব রাখীর কেবিনে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে রাখীর দিকে চেয়ে রইল। চোখে একটু জল চিকচিক করছে।

একজন ডাক্তার এবং নার্স পিউ মজুমদার ঘরে ঢুকলে বিশ্বদেব অস্বস্তি বোধ করে।

ডাক্তার তাকে দেখে হেসে বলে, গুড মর্নিং স্যার। কেমন আছেন?

আপনিই তো একে দেখছেন?

হ্যাঁ।

কেমন মনে হচ্ছে?

বেঁচে যাবে বলেই তো মনে হয়।

সেটা কতদিনে বোঝা যাবে?

বলা মুশকিল। কোমাটা না কাটলে অ্যাসুয়েরেন্স দেওয়া যাচ্ছে না। হার্টটা নিয়েই প্রবলেম। কিডনি বেশ খানিকটা ড্যামেজড। তবে শি ইজ অ্যাপারেন্টলি ইমপ্রুভিং।

কোনো কথাটথা কি বলেছে?

না। কথা বলার মতো সিচুয়েশন আসেনি।

সারভাইভ্যাল চান্স কতটা?

ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর পিউ বলল, একটা কথা বলব স্যার?

বল।

রাগ করবেন না। রাখী বেশ ভাল মেয়ে।

আমি জানি।

বাবলু ওকে ভালবাসে।

বিশ্বদেব হঠাৎ হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলে, ওসব ভালবাসাবাসির কথা আর বোলো না। আজকাল পাঁচ বছর প্রেম করার পর যে বিয়ে হয় তা পাঁচমাস টিকছে না। অল বোগাস।

কিন্তু—

BanglaBook.org

বিশ্বদেব হাত তুলে পিউকে থামিয়ে ভ্রু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলল, আজকাল এত ভালোবাসার কথা শুনি যে আমার এলার্জি হওয়ার জোগাড়। মেয়েটা এখনও সিরিয়াস কন্ডিশনে পড়ে আছে, এটা কি ওসব কথা বলার সময়? তোমার কাণ্ডজ্ঞান কবে হবে?

পিউ থতমত খেয়ে বলে, সরি স্যার। বাবলু খুব ভেঙে পড়েছে দেখে বলে ফেলেছি।

আমি জানি, বাবলুর প্রতি তোমার একটা দিদিসুলভ টান আছে। ওকে বরং বুঝিয়ে বোলো, এখন এসব রোমান্টিক চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ক্যারিয়ারে মন দিক। কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশে যাবে, সেখানে বিস্তর পড়াশুনো করতে হবে। অন্য দিকে মন পড়ে থাকলে কি করে দাঁড়াবে? হৃদয়দৌর্বল্য কোনও কাজের জিনিস নয়, জঞ্জালবিশেষ। মানুষের বারোটা বাজায়, তার বিনিময়ে দেয় না কিছুই।

ঠিক আছে স্যার, আমি বাবলুকে বোঝানোর চেষ্টা করব।

বাড়িতে ফিরে বিশ্বদেব কিছুক্ষণ বাইরের খোলা অন্ধকার বারান্দায় চুপচাপ বসে রইল। পরিস্থিতি কি একটু ঘোরালো হয়ে উঠছে? কর্মফল বলে কিছু একটা আছে, যার ফল এখন নানাভাবে ফলছে! বিচক্ষণ বিশ্বদেব কখনও তাকে আর মৃন্ময়ীকে নিয়ে রসাল গুজব সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ দেয়নি। তাদের নিয়ে কোনও গুঞ্জন ওঠেনি এ শহরে। এতটাই সাবধান ছিল বিশ্বদেব। কিন্তু মেয়েটার মুখে তার অবিকল প্রতিকৃতি ফুটে উঠেছে। লোকে মিলিয়ে দেখলে অবাক হবে। তারপর রাখীর হঠাৎ আত্মহত্যার এই চেষ্টা কি কোনওভাবে সেই অতীতকে আরও উন্মোচিত করে দেবে? এবং সেই সঙ্গে বিস্মৃতপ্রায় অতীত থেকে অলকের হাত ধরে রমেন ভট্টাচার্যের পুনরাবির্ভাব কোন সংকেত দিচ্ছে? ঘটনাবলীর যে প্যাটার্ন অবলোকন করছে বিশ্বদেব তাতে মনে হয়, রাশ তার হাতে নেই। নিয়তি নির্দিষ্টভাবেই একটা নাটকীয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কি তার জীবন?

গেটের বাইরে একটা মোটরবাইক এসে থামল। তারপর ফটক খুলে লম্বাপানা একটি যুবক সবল পায়ে এগিয়ে এল বারান্দার দিকে। অলক! আশ্চর্য, বিশ্বদেব ভুলেই গিয়েছিল যে, তার বাড়িতে আজ অলকের

BanglaBook.org

ডিনারের নেমন্তন্ন।

বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিয়ে বিশ্বদেব একটা উচ্চাঙ্গের হাসিতে তার উদ্বিগ্ন মুখের ছবি ঢাকা দিয়ে বলল, আরে, এস, এস। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

অলক একটা বেতের সোফায় বসে বলল, আমি এমন কিছু ইম্পর্ট্যান্ট লোক নই যে, আমার জন্য আপনি বারান্দায় বসে অপেক্ষা করবেন।

বারান্দাটা আমার খুব প্রিয় জায়গা। এখান থেকে বাগানটা দেখা যায়। সারাদিন মানুষ চরিয়ে এসে একটু নির্জনে বসতে ইচ্ছে করে।

হ্যাঁ, আপনি যা ব্যস্ত মানুষ।

আজকাল ভাবি এত কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লেও পারতাম। পৌরসভা, ব্যবসা, নার্সিং হোম, সভাসমিতি। এখন বোরিং লাগে। তোমার মতো একটা কাজ নিয়ে থাকতে পারলে ভাল হত। পৃথিবী নিয়ে আর কতজন ভাবে বল। আমার ভাবনার দৌড় বড় জোর এই শহরটা।

এ শহরটা নিয়েও তো কাউকে ভাবতে হবে। সবাই পৃথিবীর সংকট নিয়ে ভাবতে গেলে তো চলবে না।

সেও ঠিক কথা। তোমার কাজের কতদূর?

কাজ! সে তো অনন্ত। কাজের কোনও শেষ নেই।

তোমার সার্ভে শেষ হয়েছে?

প্রফেশনাল সার্ভেয়াররা কাজে নেমেছেন। পাহাড় জঙ্গল ঘুরে সার্ভে এবং ম্যাপিং বেশ কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর ম্যানপাওয়ারও দরকার। আমরা গ্রামবাসীদের কিছু কাজে লাগিয়েছি। হঠাৎ রোজগারের সুযোগ পেয়ে তারা খুব খুশি।

BanglaBook.org

আর উগ্রপন্থীরা?

আমরা তাদের অ্যাডভাইজার হিসেবে রাখছি। পার্টি ফান্ডে চাঁদাও দেওয়া হয়েছে। তারাও আপত্তি করছে না।

তোমার কিন্তু দুর্জয় সাহস।

না না। এসব হ্যাজার্ড সর্বত্র আছে। আমরা নেগোশিয়েট করতে শিখেছি। আমাদের তো পলিটিক্যাল অবলিগেশন নেই। সেই দিক দিয়ে

গ্লোবাল ফ্রেন্ড কারও শত্রু নয়।

আমি ইন্টারনেট থেকে তোমাদের কম্পানির কথা জেনেছি।

ভাল করেছেন।

তোমার সম্পর্কেও খোঁজ নিয়েছি।

অলক হেসে বলল, বেশ করেছেন। নেওয়াই উচিত।

তুমি আমেরিকায় থাক, বলনি তো?

বলার মতো কিছু নয়। কাজের জন্য থাকতে হয়।

বিয়ে করেছ?

না, আমি বিয়ে করলে বউ পালিয়ে যাবে। কারণ তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ এতই কম হবে যে, বাড়ি ফিরলে সে আমাকে হয়তো প্রথমে চিনতেই পারবে না। আমার মায়ের বয়স এখন বাষট্টি। আমি কুপুত্র বলে মায়ের সঙ্গেও সম্পর্ক প্রায় ছিলই না। আমার দুই দাদা আর দিদি বাইরে থাকেন। মা তাদের কাছেও যেতে চান না। অবশেষে চন্দননগরের বাড়িটার একতলায় ভাড়াটে বসিয়ে মাকে প্রায় জোর করে সিয়াটলে নিয়ে গেছি।

একা থাকতে পারেন?

সেটাই তো প্রবলেম ছিল। বুদ্ধি খাটিয়ে মাকে এই বুড়ো বয়সে একটা দোকান করে দিয়েছি। গ্রসারি শপ। বাড়ি থেকে এক ব্লক দূরে। আশ্চর্যের বিষয় মা কিন্তু দোকান পেয়ে মহা খুশি। গাড়ি লাগে না, সকালে ব্রেকফাস্ট করে দোকানে গিয়ে বসেন। খদ্দের সামলান, এবং ব্যাপারটা এনজয় করেন। আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

বিশ্বদেব হেসে বলল, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে।

প্র্যাকটিক্যাল বলতে পারেন।

চা খাবে?

আমার কিন্তু চায়ের নেশা নেই।

ড্রিংক কর?

না।

তাহলে শুধু কাজের নেশা?

আমার কাজটা ইন্টারেস্টিং।

এখানে তোমার থাকা খাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে না তো?

BanglaBook.org

অসুবিধে যেটা হয় তার কারণ আমি ভেজিটেরিয়ান।

সে কী? আগে বলনি কেন? আজ তো বোধহয় আমাদের বাড়িতে মাংস আর মাছের আইটেমই হয়েছে।

নো প্রবলেম। আমি ডাল ভীষণ ভালোবাসি। ডাল ভাতই যথেষ্ট।

দূর পাগল! দাঁড়াও ভিতরে গিয়ে খবর দিয়ে আসি।

আমি সিম্পল খাওয়াই পছন্দ করি। একটু অসুবিধে হয় ট্রাইবাল এরিয়ায়।

তুমি ভেজিটেরিয়ান কেন?

বাই চয়েস। আমার পশু-পাখি খেতে ইচ্ছে করে না।

এ নোব্‌ল কজ!

বলতে পারেন। তবে অনিচ্ছেটা জেনুইন।

দাঁড়াও বাপু, গিন্নিকে বলে আসি। নইলে ডিনার টেবিলে উনি লজ্জায় পড়বেন।

কিন্তু কথাটা বলতে গিয়ে বিশ্বদেবকে আহাম্মক বনতে হল। শর্মিলা মৃদু হেসে বলল, উনি যে ভেজিটেরিয়ান সে তো আমরা জানি!

জানো! কি করে জানো?

শর্মিলা হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, স্বস্তি খবর এনেছে।

আহা, স্বস্তিই বা জানবে কি করে?

রুচিরা গম্ভীর হয়ে বলে, কেউ ওকে বলেছে হয়তো। তুমি ব্যস্ত হয়োনা, তোমার অতিথির সম্মানে আজ আমাদের পুরো ভেজিটেরিয়ান ডিনারই হচ্ছে। আর তাতে আমাদের তেওয়ারি ভীষণ খুশি।

যাক, একটা দুশ্চিন্তা গেল।

ফের বারান্দায় ফিরে এসে বিশ্বদেব দেখল, অলক নিঝুম হয়ে বসে আছে।

কী ভাবছ?

কিছুই না।

বোধহয় গ্লোব্যাল ওয়ার্মিং-এর কথা!

সেটা ভাবতে হয় না, সর্বদাই মনে একটা ভয়ের মতো বাস করে।

তুমি বরং একটা সফ্‌ট্ ড্রিংক নাও। শুধু মুখে বসে থাকছ ভাল

BanglaBook.org

দেখাচ্ছে না।

ব্যস্ত হবেন না। অনেক জায়গায় আমাদের দিনের পর দিন খাবার জোটে না। সফট্ ড্রিংকস আপনারাও খাবেন না। আল্টিমেটলি ওতে চিনি ছাড়া কোনও বিভারেজই থাকে না।

জানি। তবু তো সবাই বোতল বোতল খাচ্ছে।

তা ঠিক। তবে দেশে আগে যে সোডা বা লেমোনেড পাওয়া যেত তা অনেক ভাল ছিল।

ঠিকই বলেছ। সেই স্বাদ ভোলার নয়।

ফটক খুলে একটি মেয়ে ঢুকল।

স্বস্তি! কোথায় গিয়েছিলি?

একটি নীল চুড়িদারে স্বস্তিকে দারুণ দেখাচ্ছে। মুখে তেমন কোনও দৃশ্যমান প্রসাধন নেই, বাঁ হাতের কব্জিতে একটা পুরুষালী ঘড়ি ছাড়া কোনও আভরণও নেই। মিষ্টি গলায় বলল, নার্সিং হোমে। রাখীকে দেখে এলাম।

ও। কেমন দেখলি?

তুমি তো গিয়েছিলে আজ, পিউদি বলছিল।

হ্যাঁ।

একটু একটু তাকাচ্ছে কিন্তু। মনে হয় বেঁচে যাবে, না?

বাঁচবে।

ডাক্তাররা তোমাকে বলেছে?

হ্যাঁ। বয়সের জোর তো আছে, কমপ্লিকেশন কাটিয়ে উঠবে।

কিন্তু ওকে যদি হাসপাতালে শিফ্ট্ করে?

দেখা যাক। শিবদাস অবিবেচক লোক নয়। ইচ্ছে করলে ওরা নার্সিং হোমে সিপাই রাখতে পারে। আমার আপত্তি নেই। এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আয়।

আমি ওকে চিনি। যদিও আলাপ নেই।

আলাপ কর না। ও হচ্ছে—

জানি। তোমার কাছেই তো শুনেছি। রাখীর কাছেও।

অলক মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, রাখীর সঙ্গে আমার একটা চান্স মিটিং

BanglaBook.org

হয়ে যায়, তারপর উই বিকেম ফ্রেন্ডস।

রাখী আপনার কথা আমাদের কাছে বলেছে। আপনি নাকি খুব মিশুক মানুষ।

তা বলতে পারেন। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করারই চেষ্টা করি। আমরা যে গ্লোবাল ফ্রেন্ডস।

আপনি রাখীর বন্ধু, রাখী কেন সুইসাইড করার চেষ্টা করল তা জানেন?

সেটা তো আমার জানার কথা নয়।

আন্দাজ করতে পারেন না?

না। উই আর নট দ্যাট ক্লোজ।

রাখী কিন্তু অন্য কথা বলে।

স্বস্তির গলা উপরে চড়ছে দেখে বিশ্বদেব অস্বস্তি বোধ করে বলে, ও কি স্বস্তি? তুমি কি রাখীর কারণে একে চার্জ করছ নাকি? ভুলে যেও না, অলক আজ আমাদের অতিথি।

স্বস্তি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, সরি বাবা। আই অ্যাপোলোজাইজ। যাচ্ছি।

বলে স্বস্তি এক ঝটকায় পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

বিশ্বদেব বলল, কিছু মনে কোরো না অলক। আমার ছোটো মেয়ে একটু মুডি।

না। মনে করার কী আছে। উনি হয়তো আর কিছু ভেবে নিয়েছেন।

রাখী ভাল মেয়ে। খুব তেজিও। জানো বোধহয়।

রাখীর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়। পাহাড়ে একদল মেয়ে পিকনিক করতে গিয়েছিল, আমি তখন তাঁবুতে থাকতাম। সেই সময়ে হঠাৎ আলাপ হয়। আমার মিশন জেনে উনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন। খুব ইন্টেলিজেন্ট প্রশ্ন। তারপর কয়েকবার বাড়িতে চা খেতে ডাকেন। এভাবেই একটা চেনাজানা তৈরি হয়ে যায়। আপনার মেয়ে হয়তো মনে করে সম্পর্কটা তার চেয়েও গভীর কিছু।

তাহলেই বা ক্ষতি কী?

ক্ষতি আছে।

BanglaBook.org

কী ক্ষতি অলক?

আমি ঠিক ওরকম নই।

তোমাকে দেখেও আমার মনে হয়েছে তুমি লঘুচিত্ত নও। তুমি একজন ডেডিকেটেড ভলান্টিয়ার। এ কারেজিয়াস ম্যান। ইগনোর স্বস্তি, ওর কথায় কান দিও না।

ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করিনি।

একটু বাদে খাওয়ার টেবিলে যখন দেখা হল তখন স্বস্তির মুখখানা থমথমে, তবে সে অলককে উপেক্ষার ভাব দেখাল না। প্রথমেই বলল, জানেন তো, আপনার সম্মানে আমরা সবাই আজ নিরামিষ খাব?

অলক বিস্মিত হয়ে বলল, তা কেন? আপনারা মাছমাংস খেতেই পারেন।

নাঃ, আপনার একটা সম্মান আছে না?

আছে বুঝি! বলে অলক হো হো করে হাসল।

আর লজ্জায় রাঙা হয়ে কুঁকড়ে গেল স্বস্তি।

টুলু খুব মন দিয়ে লক্ষ করছিল অলককে। বলল, আপনি সিয়াটলে থাকেন?

ওটা আমার আস্তানা বলতে পারেন। কিন্তু থাকা আর হয় কই? কেবল ছোটাছুটি করে বেড়াতে হয়।

কোথায় কোথায় যেতে হয় আপনাকে?

যেখানে জল সেখানেই আমি। খাল, বিল, সমুদ্র, গ্লেসিয়ার, প্রাইমা ফ্রস্ট সবই আমার বিষয়।

জল নিয়ে গবেষণাটা কী ব্যাপার বুঝিয়ে বলবেন?

জলই তো ভবিষ্যতে সমস্যা হয়ে উঠবে। অতি-জল এবং জলহীনতা। ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েকটা দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ডাঙায় দেখা দেবে জলকষ্ট। আবহাওয়া যাবে পাল্টে, এই ওলটপালটের জন্য দায়ী গ্রীনহাউস গ্যাস। সভ্যতার বেহিসেবি অগ্রগমনের খাজনা দিতে হবে মানুষকে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ব্যাপার তো!

হ্যাঁ।

BanglaBook.org

ঠেকাতে পারবেন?

মানুষের চৈতন্য হলে ঠেকানো যাবে।

আপনি যে দেশে থাকেন সেই অ্যামেরিকাই তো সবচেয়ে বেশি গ্রীনহাউস গ্যাস বাতাসে ছাড়ে।

হ্যাঁ। তারা কোনও নিয়ন্ত্রণ মানতে চায় না। ভোগবাদ টসকালে তারা বিগড়ে যায়।

আপনি প্রাইমা ফ্রস্টের কথা বললেন। কিন্তু সে তো শুধু পোলার রিজিয়নে পাওয়া যায় শুনেছি। তার মানে আপনি পোলার রিজিয়নেও গেছেন?

না গেলে চলবে কেন?

তার মানে গেছেন?

হ্যাঁ।

কোনটাতে?

অলক মৃদু হেসে বলে, দুটোতেই। এবং অনেক বার।

মাই গড!

পৃথিবীর যথার্থ অবস্থা বুঝতে গেলে দুটো পোলেই যাওয়া দরকার।

গিয়ে কী বুঝলেন?

আমি তো একা যাইনি। টিমের সঙ্গে গিয়েছিলাম। দলে অনেক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়েছে। আমার কাজ ছিল কিছু অ্যানালাইসিস।

তাঁবু খাটিয়ে থাকতে হত?

দক্ষিণমেরুতে অনেক নিষেধাজ্ঞা আছে। খুব সাবধানে চলতে ফিরতে হয়। কোনও জন্তু জানোয়ারের কাছে যাওয়া যায় না, কোনও বর্জ্য ফেলা যাবে না। এমন কি স্পিটিং-ও চলবে না। একজন মুখের চুইংগাম ফেলেছিল বলে তাকে দেড় ঘণ্টা ধরে সেটা খুঁজে বের করে পকেটস্থ করতে হয়েছিল। আমরা জাহাজে থাকতাম, তবে মোটোর স্লেড-এ করে অনেকটা ভিতরে যেতে হয়েছে। তাছাড়া আমাদের একটা স্থায়ী ক্যাম্পও ওখানে আছে। সেখানেও কিছুদিন থেকেছি। অ্যান্টার্কটিকা ইজ এ ম্যাগনিফিসেন্ট প্লেস।

BanglaBook.org

আর ঠাণ্ডা?

সাংঘাতিক। ঈশ্বরের কাছে আমাদের সকলের প্রার্থনা, আর্কটিকা বা অ্যান্টার্কটিকা যেন কখনও তার শীতলতা না হারায়, বরং আরও শীতল হয়। পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য তাদের ঠাণ্ডা থাকা দরকার।

এসব আমরা কিছু কিছু জানি। আপনার কোম্পানি এর অ্যান্টিডোট হিসেবে কী করতে চায়?

শুধু আমাদের কোম্পানি কেন, পৃথিবীর বহু সায়েন্টিস্ট এবং সায়েন্টিফিক অর্গানাইজেশন কাজ করছে। কিন্তু হিউম্যান হ্যাবিটস এবং বিহেভিয়র নিয়ন্ত্রিত না হলে কিছুই হওয়ার নয়। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে, বিশেষ করে থার্ড ওয়ার্ল্ডে হিউম্যান হ্যাবিট্যাট বাড়ছে, নগরায়ণ হচ্ছে, জঙ্গল সাফ করা চলছে। এমন কি ব্রাজিলের রেইন ফরেস্ট-ও রেহাই পাচ্ছে না। এর ফল ভয়াবহ। এখনও যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, গাছ কাটা বন্ধ না করা যায় তাহলে পৃথিবীর সাংঘাতিক বিপদ। ম্যালথাসের থিওরি অনুযায়ী প্রকৃতিই নির্মমভাবে লোকক্ষয় ঘটিয়ে ভারসাম্য আনবে। আমরা প্ল্যান করে জনসংখ্যা যদি না কমাতে পারি তাহলে প্রকৃতিই তা করবে, তবে সেটা ঘটবে অতি নিষ্ঠুরভাবে।

আপনি তো ভয় ধরিয়ে দিচ্ছেন মশাই!

হ্যাঁ, আমরা সাধারণ মানুষরা তো ভয় পাচ্ছিই, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানরা যে পাচ্ছেন না। আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ মানতে চায় না, ইউরোপ মানতে চায় না, পশ্চিম এশিয়া মানতে চায় না। এই পশ্চিমবঙ্গেই তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন যত ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে ততই জমি, তৃণভূমি, জঙ্গল লোপাট হবে, ততই ক্ষতি হবে পৃথিবীর।

আপনি জল নিয়ে কাজ করেন শুনেছি।

হ্যাঁ, জল আমাদের বন্ধু, আবার শত্রুও।

আপনি কি সায়েন্টিস্ট?

মৃদু একটু হেসে অলক বলল, সায়েন্টিস্ট বললে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। যেটুকু সায়েন্স জানলে চাকরিটা বজায় রাখা যায় সেটুকু জানি। আমরা উদ্বাস্তু, গরিব, বাবা আমাকে যথাসাধ্য লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যতটা সচ্ছলতার প্রয়োজন ছিল, তা তো আমাদের ছিল

BanglaBook.org

না। ফলে লেখাপড়া বারবার বাধা পেয়েছে।

গ্লোবাল ফ্রেন্ড ইনকরপোরেটেড কি খুব বড় কনসার্ন?

হ্যাঁ। বিগ কনসার্ন।

টেকনিক্যাল লোক না হয়েও আপনি এখানে চাকরি পেলেন কীভাবে?

সে একটা মজার গল্প।

মজার গল্প? মজার গল্প শুনতে আমরা সবাই ভালবাসি।

বিশ্বদেব এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সেও বলল, হ্যাঁ, মজার গল্পটা শুনিয়ে দাও।

অলক বলল, রসায়নে এম এস সি পাশ করে আমি একটা ছোট মফস্বল শহরের কলেজে অধ্যাপনা করতাম। কিন্তু অধ্যাপনা মানেই সিলেবাসে আটকে যাওয়া। বিশ্বের বিজ্ঞানে রোজ নতুন নতুন থিয়োরি আসছে, পুরনো সংজ্ঞা পালটে যাচ্ছে, কত কী আবিষ্কার হচ্ছে। অধ্যাপনার জালে আটকে গিয়ে আর সেসবের খবরই রাখা হচ্ছিল না। তবে পাগলামিবশত আমি বিদেশী জারনালে আমার নানা ভাবনা-চিন্তার কথা লিখে পাঠাতাম। বেশির ভাগই ছাপা হত না। তবে একটা-দুটো বেরিয়েও যেত। গ্লোবাল ফ্রেন্ডেরও বেশ কয়েকটি পত্রিকা বেরোয় আমেরিকায়। আমি তাদের পত্রিকাতেও লেখা পাঠাই। রিসার্চ গ্রুপের এক কর্তা হঠাৎ আমাকে একটা চিঠি লিখে জানালেন যে, তিনি কলকাতায় আসছেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলে খুশি হবেন। আমি গিয়েছিলাম। দেখলাম, ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর মানুষ। আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক গল্প করলেন। তার মধ্যে তিনি বারবার আমার ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন। আমি তখনো বুঝতে পারিনি যে, উনি আসলে আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। শেষে আমাকে বললেন, আমাদের কোম্পানি কিছু পাগলকে রিক্রুট করতে চায়, যেসব পাগলের চিন্তার ধারা কোনো পূর্বসিদ্ধান্তের দ্বারা শৃঙ্খলিত নয়। মনে আছে তিনি ওয়াইল্ড থিংকার শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন।

তারপরই চাকরি?

প্রায় বারোমাস বাদে আমাকে চাকরি দেওয়া হয়।

BanglaBook.org

কোথায় জয়েন করলেন?

সিয়াটলে।

সেখানেই সেটল করবেন?

জানি না। তবে থাকা তো আর হয় না। যেখানে যেখানে কোম্পানি কাজ পায়, সেখানেই ছুটতে হয়।

আর আপনার মা? তিনি কোথায় থাকবেন?

মায়ের কথা আর কী বলব। আমি কুপুত্র, তাই এই বুড়োবয়সে, যখন আমাকে তাঁর সবচেয়ে বেশি দরকার, তখন আমি তাঁর কাছে থাকতে পারি না। আর আমাকে ছাড়া মাও বড্ড অসহায় বোধ করত। সেইজন্য মাকে আমি সিয়াটলে একটা দোকান করে বসিয়ে রেখেছি। ছোট গ্রসারি শপ। এখন দেখছি, এই বাষট্টি বছর বয়সে মা দোকানটা নিয়ে দিব্যি মেতে আছেন। দোকান থেকে এক ব্লক দূরে আমাদের বাড়ি। কাজেই গাড়ি চালাতে না জানলেও মা-র অসুবিধে হয় না।

আপনি গ্রিনকার্ড হোল্ডার না সিটিজেন?

গ্রিনকার্ড। সিটিজেন হওয়ার ইচ্ছে নেই।

ফিরে আসার ইচ্ছে আছে তাহলে?

যাওয়া বা ফেরার কথা ভাবি না। আমি তো সারা দুনিয়ায় দৌড়ে বেড়াচ্ছি। যাওয়া বা ফেরা কোনোটাই বুঝতে পারি না। আর এই ছোটাছুটি করতে করতে কোনো বিশেষ দেশ নয়, পৃথিবীটাকেই আমার বড্ড ভাল লাগে। গোটা পৃথিবীটাই যেন আমার দেশ।

বিশ্বদেব বলল, দ্যাটস এ নোবল থট। আসলে পৃথিবীটাই তো আমাদের দেশ হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা ছোট করে ভাবি বলে যত গণ্ডগোল।

হঠাৎ টুলুর দিকে চেয়ে অলক বলল, আপনার রুগির কী খবর?

রুগি! কে রুগি বলুন তো!

আমি রাখীর কথা জিজ্ঞেস করছি।

রাখী ঠিক আমার আন্ডারে নেই। মেডিসিনের লোকদের আন্ডারে আছে। তবে অপারেশনের দরকার হলে অন্য কথা। কেন, আপনি কি রাখীকে চেনেন নাকি?

BanglaBook.org

ঠিক সে-রকম চেনা নয়। উনি একটা দলের সঙ্গে পিকনিক করতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। আমরা তখন সেখানে তাঁবু মেলে কাজ করছিলাম। উনি কৌতূহলী হয়ে এসে আলাপ করেন।

শুধু আলাপ?

হ্যাঁ। উনি আমাদের মোড অব অপারেশনস জানতে চেয়েছিলেন।

এটা কবেকার ঘটনা?

মাস খানেক আগে। তখনই মনে হয়েছিল কোনো কারণে উনি খুব আপসেট। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন।

টুলু অবাক হয়ে বলল, কেন আপসেট তা বলেছিল?

নট ইন সো মাচ ওয়ার্ডস। সদ্য চেনা কাউকে বলবেই বা কেন? আমিও ভদ্রতাবশে কৌতূহল দেখাইনি। শুধু বলেছিলাম, ওয়াচ ইওর স্টেপস। আপনি খুব আনমাইন্ডফুল আছেন। উনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, সেটা ঠিক কথা।

আর কিছু নয়?

না। শুধু বলেছিলেন, একজন লোক ওর জীবনটাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কারো নাম বলেননি।

মাই গড! এসব তো আমরা জানতাম না।

খাওয়ার পর অলক বিদায় নিতেই স্বস্তি ঘোষণা করল, লোকটা চালিয়াৎ, মোটেই সত্যি কথা বলেনি।

শর্মিলা অবাক হয়ে বলে, কী করে বুঝলি?

কেমন ক্যাবলা টাইপের দেখলে না! গুলগল্প ঝাড়ে গেল। পোশাক দেখলেই তো বোঝা যায়, একদম গোবরগণেশ। খোঁজ নিয়ে দেখো, মোটেই সিয়াটলে থাকে না।

বিশ্বদেব খুব শান্ত গলায় বলল, খোঁজ আমার নেওয়া হয়ে গেছে। আমি আজ সকাল দশটায় এদের দিল্লি অফিসে ই-মেইল করে অলকের পজিশন জানতে চাই। তারা যে-জবাব পাঠিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, অলক সিয়াটলে থাকে। গ্লোবাল ফ্রেন্ডের রিসার্চ গ্রুপের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট। আমেরিকায় ডক্টরেট করেছে।

BanglaBook.org

স্বস্তি একটু লাল হয়ে বলল, তাহলেই-বা কী? মোটেই ভাল লোক নয়। কেমন যেন দেমাকি।

শর্মিলা হেসে ফেলে বলল, স্বস্তি, সত্যি করে বল তো, ছেলেটাকে তোমার পছন্দ হয়ে যায়নি তো!

যাঃ, কী যে বল বউদি!

বলেই স্বস্তি পালিয়ে গেল।

বিশ্বদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ছেলেটা মন্দ নয়। বুঝলে রুচিরা, স্বস্তির জন্য ভাবছিলাম। কিন্তু এ-ছেলে তো সংসারধর্মই করতে পারবে না। সারাবছর বাইরে বাইরে থাকলে সংসার করবে কখন?

তা হোক, আমার অপছন্দ নয়।

শর্মিলা বলল, আমারও খুব পছন্দ বাবা।

টুলু ভ্রু কুঁচকে কী ভাবছিল। বলল, আমি ভাবছি অন্য কথা।

বিশ্বদেব বলল, কী কথা?

রাখীর সঙ্গে ছোকরা আবার ঝুলে পড়েনি তো? রাখীর সুইসাইডের অ্যাটেম্পটে এ ছোকরারও অবদান থাকতে পারে। এ হয়তো রিফিউজ করেছে।

শর্মিলা অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলে, হতেই পারে না।

কেন পারে না?

রাখী কখনো ওর প্রেমে পড়েনি।

বলতে চাও অন্য কারো প্রেমে পড়েছে?

হ্যাঁ।

সে কে?

সেটা বলা যাবে না।

BanglaBook.org

হোটেলের ঘর। রমেন ভট্টাচার্য আর মৃন্ময়ী।

রমেন বলল, মৃন্ময়ী, আমি তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে আসিনি। এসেছি অফিসের কাজে। যদি প্রজেক্টটা হয়, তবে হয়তো আগামী দু-তিন বছর আমাকে এখানে ঘন ঘন আসতে হবে এবং বেশ অনেকদিন করে থাকতে হবে। সেটা কথা নয়। আসল কথা আমি সব জেনে এবং বুঝেও

তোমার সঙ্গে একটা আপসরফায় আসতে চাই। তুমি ভেবে দেখ।

কীরকম আপসরফা চাও তুমি?

রিকনসিলিয়েশন।

সেটা কি সম্ভব! এতদিন পরে?

সেটাই তো ভেবে দেখতে বলছি তোমাকে।

আর রাখী?

রাখী আমার সন্তান নয় জানি। কিন্তু ওর প্রতি মায়া আছে।

আছে?

হাঁ। ওর দু-তিন বছর বয়স পর্যন্ত নিজের মেয়ে মনে করে ওকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু বড় হওয়ার পর দেখলাম ওর মুখে আমার বা তোমার আদল নেই। তৃতীয় ব্যক্তির আদল। সেই ব্যক্তি বিশ্বদেব। তখনই আমি ডিভোর্স করি।

সব মনে আছে।

অভিযোগ তুমিও অস্বীকার করনি।

কেন করব? আজকাল ডি এন এ টেস্টে সত্য গোপন থাকে না।

ঠিক কথা। কিন্তু এতগুলো বছর কেটে যাওয়ার পর ভেবে দেখলাম দুনিয়ায় একা বাঁচা যায় না। আমার তো কেউ নেই। তুমি-আমি দুজনেই অনেক বদলে গেছি।

আমাকে কি তোমার আর বিশ্বাস হবে?

বললাম তো, এ-বয়সে মানুষের দায়বদ্ধতা এসে যায়। ভেবে দেখ।

বিয়ে করনি কেন?

ভয়ে। নতুন মানুষ এনে ফের যদি বিপাকে পড়ি?

নারীহীন জীবন?

তা বলতে পারি না। ওসব কথা থাক। আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

আমি ভাবব, মেয়েটার জন্যে উদ্বেগে আমার মাথার ঠিক নেই।

জানি, মেয়েটা কি আমার কথা বলত?

খুব। তারপর ধীরে ধীরে অ্যাডজাস্ট করে নিল। তুমি কি ওকে নিজের মেয়ের মতো ভাবতে পারবে?

BanglaBook.org

নিজের মেয়ে তো নেই, তাই সেটা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ওই তো বললাম, ওকে অ্যাকসেপ্ট করতে অসুবিধে হবে না।

সকালে বিশ্বদেব যখন বারান্দায় বসে খবরের কাগজ দেখছে, তখন রুচিরা এল, পরনে হাউসকোট।

তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

বল।

ওই অলক ছেলেটিকে তোমার কেমন লাগে?

ভারি ভাল।

কত মাইনে পায় জান?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

স্বস্তির জন্যে ভাবছি।

আরে স্বস্তি তো এখনো নাবালিকা।

তোমার নাবালিকা মেয়ের বয়স আঠারো পেরিয়েছে।

তাতে কী? বিয়ের কথা ভাববার বয়স তো নয়।

শোনো, স্বস্তি লেখাপড়ায় তেমন ভাল নয়, মন নেই। আমার মনে হয় ও বেসিক্যালি হাউসওয়াইফ টাইপ। ঘর-সংসার করার আগ্রহ বেশি।

স্বস্তি কি ওর প্রতি ইন্টারেস্টেড?

অ্যাপারেন্টলি না। বরং উলটোই।

কীরকম?

বউমাকে বলেছে, ছেলেটাকে ওর নাকি একটুও ভাল লাগে না। কেমন জংলি টাইপ, বোকা-বোকা, আনমনা, এইসব।

তাতে বোঝা গেল ওর পছন্দ নয়।

আবার উলটো বুঝলে। ওসব বলা মানেই ও ইন্টারেস্টেড। একটু বেশিই ইন্টারেস্টেড, সেটা ঢাকা দিতেই ওসব বলছে।

উঃ বাপ রে! এ তো দেখছি সাংঘাতিক ভুলভুলাইয়া!

এবার বল, অলক কত মাইনে পায়?

মাইনে তোমার মনোমতো না হলে কি পাত্র খারিজ?

না, তা নয়। ওকে আমার ভারি ভাল লেগেছে।

BanglaBook.org

তাহলে মাইনে-ফাইনে গুলি মেরে বিয়ে লাগিয়ে দিলেই তো হয়। পুরুষমানুষ যেমন করেই হোক বউকে ঠিকই খাওয়াতে পারবে। কিন্তু কথা হলো অলকের মতটাও তো নেওয়া দরকার।

সেটার জন্যই তোমাকে লাগবে। ওর মতটা জেনে নাও।

বড্ড তাড়াহুড়ো করছ। অলক সম্পর্কে আরো একটু খোঁজখবর নেওয়াও দরকার।

তাড়াহুড়ো করব কেন? প্রস্তাবটা দিয়ে রাখলাম। এখন খোঁজখবর যা করার তুমিই কর।

টুলু আর শর্মিলা কি জানে?

খুব জানে। শর্মিলাই তো আমাকে বলল, মা, স্বস্তি কিন্তু বেহেড।

নার্সিং হোমে রাত্রিবেলা একা ঘরে হঠাৎ রাখীর জ্ঞান সামান্য সময়ের জন্যে ফিরে আসে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি শূন্য, কর্তব্যরত নার্স গিয়ে ডাক্তারকে খবর দেয়। ডাক্তার আসে।

মিস ভট্টাচার্য। কেমন আছেন?

রাখী জবাব দেয় না। চেয়ে থাকে।

ডাক্তার আরো কিছু প্রশ্ন করে। আঙুল দেখিয়ে কটা আঙুল জিজ্ঞেস করে। রাখী নিরুত্তর।

কিছুক্ষণ পর রাখী ফের আচ্ছন্নতায় ডুবে যায়।

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বলে, লস অফ মেমরি মনে হচ্ছে। নার্স, সাইকিয়াট্রিস্ট মুকুল সেনকে কল দিয়ে রাখুন।

সকালে মুকুল সেন আসে, আবার রাখীর জ্ঞান ফেরে, মুকুল সেন কিছু প্রশ্ন করে। রাখী জবাব দেয় না। কিন্তু চারদিকে তাকায়। অস্থিরতা প্রকাশ করে।

মৃন্ময়ী এবং রমেন ভট্টাচার্য একসঙ্গে ঘরে ঢোকেন।

রাখী মৃন্ময়ীকে চিনতে পারে না। কিন্তু কিছুক্ষণ রমেনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ফের আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

ডাক্তার মুকুল সেন বললেন, টেমপোরারি মেমোরি লস বলেই মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

রমেন জিজ্ঞেস করে, চান্স অফ সারভাইভ্যাল কতটা?

মুকুল সেন বলেন, শি উইল কাম অ্যারাউন্ড।

মেডিসিনের ডাক্তার বললেন, শি ইজ ইমপ্রুভিং, কনটিনিউয়াস ইসিজি চলছে। এখনো পর্যন্ত অ্যালার্মিং কিছু পাওয়া যায়নি। তবে হার্ট ইজ উইক।

ডাক্তাররা বেরিয়ে গেলে রমেন আর মৃন্ময়ী পরস্পরের দিকে তাকায়।

মৃন্ময়ী হঠাৎ বলে, রাখী তোমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল কেন বল তো!

রমেন মাথা নেড়ে বলে, জানি না, তবে দেখলাম তাকিয়ে যেন চেনার চেষ্টা করছিল। অথচ আমি ওর কেউ নই। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত।

বাড়ি চল।

দাঁড়াও। সবে তো এলাম। আবার হয়তো জ্ঞান ফিরবে।

না। বাড়ি চল। আমি একটা ডিসিশন নিয়েছি। তোমাকে বলা দরকার।

এখনই?

হ্যাঁ। আমার মন বলছে রাখীর জন্যে আর চিন্তা নেই। ও বাঁচবে। চল, আমাদের কথাটা জরুরি।

চল। নার্স, প্লিজ মেয়েটার ওপর নজর রাখবেন।

নার্স হেসে বলল, চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে। এটা আই সি ইউ, কাজেই নজর রাখাই নিয়ম। তার ওপর সাদা পোশাকের পুলিশও আছে বাইরে।

পুলিশ! পুলিশ কেন?

তা, জানি না। বোধহয় জ্ঞান ফিরলে ওকে ইন্টারোগেট করা হবে।

দুজনে বেরিয়ে আসে।

মৃন্ময়ী বাড়িতে এসে প্রথমে রমেনের জন্য কফি করে আনে। তারপর কাছাকাছি বসে বলে, শোনো, তুমি হয়তো জানো না যে, রাখী বিশ্বদেবের ছোট ছেলে বাবলুর প্রেমে পড়েছে।

রমেনের হাতের কফির কাপ খানিকটা চলকে যায়। সে অবাক হয়ে

BanglaBook.org

বলে, মাই গড! বায়োলজিক্যালি ওরা ভাইবোন।

আমার মাথা চিন্তায়-চিন্তায় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বদেব জানে?

হ্যাঁ। কিন্তু জেনে কী হবে? আমি ছেলেটার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছি। কিন্তু তাতে তো ঠেকানো যাবে না।

কী করতে চাও?

আমাদের এখানকার পাট তুলে দিতে হবে।

পারবে?

রাখীর জন্যে পারতেই হবে। দরকার হলে চাকরি ছেড়ে দেব। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি। ভেবে দেখেছি। এটাই বেস্ট অলটারনেটিভ।

দাঁড়াও। আমি যে আমার কোম্পানির কাজে এখানেই পোস্টেড।

তাহলে তুমিও চাকরি ছাড়। আমাদের অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

তোমার ডিসিশনটা হেস্টি হয়ে যাচ্ছে। রাখী যদি যেতে না চায়?

ওর মেমরি কাজ করছে না। এখন যদি চলে যাই, তাহলে আপত্তি করতে পারবে না।

উদ্বেগে তোমার মাথা কাজ করছে না। মেমরি ফিরে এলে তখন ও মানবে কেন এই সিদ্ধান্ত।

আমি যে কিছুই ভাবতে পারছি না।

যেটা সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন সেটা হল, রাখী সুইসাইড করতে চাইল কেন?

জানি না। সত্যিই জানি না। সুইসাইড বলে আমার মনে হয় না। ওকে কেউ খুন করতে চেয়েছিল।

কেন তা চাইবে?

ও তখন বাড়িতে একা ছিল। আমার মনে হয় কোনো চেনা মানুষ এসে ওকে ছাদে নিয়ে যায়। মাথায় কিছু দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে চলে যায়।

মৃণ্ময়ী, খুনের তো মোটিভ থাকবে। উদ্দেশ্যহীন খুন তো লজিক্যাল নয়।

BanglaBook.org

তুমি ঠাণ্ডা মাথার লোক। তোমার কী মনে হয়?

কোনোভাবে ও হয়তো জানতে পেরেছে ওর বাবা কে।

তুমি, আমি আর বিশ্বদেব ছাড়া আর কেউ এ-কথাটা জানে না।

ঠিক বলছ?

হ্যাঁ।

রমেন মাথা নেড়ে বলে, অঙ্ক মিলছে না।

বিশ্বদেবের অফিসঘরে বিশ্বদেব আর অলক মুখোমুখি।

বিশ্বদেব বলে, বাই দি ওয়ে, তুমি কি রমেন ভট্টাচার্যকে চেনো?

কেন চিনব না? উনি আমাদের বস। আগে তো এখানেই থাকতেন। ওঁর স্ত্রী এখনো—।

বিশ্বদেব হাত তুলে বাধা দিয়ে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। রমেনের পজিশন কীরকম?

উনি সিনিয়র পোস্টে আছেন। ম্যানেজেরিয়াল র‍্যাঙ্ক।

শুনলাম সে এখানে এসেছে। আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি। উই ওয়ার ক্লোজ ফ্রেন্ডস।

প্রজেক্ট হলে উনি এখানেই থাকবেন। ভেরি কমপিটেন্ট ম্যান।

হঠাৎ বিশ্বদেব প্রসঙ্গ পালটে বলে, শোনো অলক, আজ রাতেও তুমি আমাদের সঙ্গেই খাবে।

আরে, তার কী দরকার? রোজ রোজ আপনার অন্ন ধ্বংস করতে যাব কেন?

তোমার মাসিমার ইচ্ছে।

উঠে দাঁড়ায় অলক, বলে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে এখন একটু সাইটগুলোতে যেতে হবে টিম নিয়ে। ফিরতে দেরি হবে।

হোক। আমরা অপেক্ষা করব।

একটু বাদেই রমেন ভট্টাচার্যকে মোটরবাইকের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলের রাস্তায় দেখা যায় অলককে।

রমেন বলে, অলক, প্লিজ সাবধানে চালাও। তোমার রাশড্রাইভ করার বদ অভ্যাস কেন?

BanglaBook.org

অলক তবু স্পিড কমায় না। এক জায়গায় বাইক দাঁড় করিয়ে সে তার প্ল্যান বোঝাতে থাকে।

রমেন দু-চারটি প্রশ্ন করে।

তারপর দুজনে একটা গাছতলায় বসে।

অলক জিজ্ঞেস করে, ভট্টাচার্যদা, বউদিকে ডিভোর্স করেছিলেন কেন?

রমেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে অনেক কথা! সব শুনতে চেও না। মেয়েরা যখন ক্যারিয়ারকে বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে, তখনই সংসারের ভিত আলগা হতে শুরু করে।

মৃন্ময়ী অত্যন্ত অ্যাকমপ্লিশ্‌ড হেডমিস্ট্রেস বলে শুনেছি।

ঠিকই শুনেছ. তবে শি ওয়াজ নট দ্যাট অ্যাকমপ্লিশ্‌ড হাউজওয়াইফ।

আপনি সেই পুরনো মেল শোভিনিস্টের মতো কথা বলছেন।

না রে ভাই, সংসার বা পরিবার যদি গুরুত্বহীন ব্যাপার হত তাহলে মানুষ চিরকাল নোম্যাডস থাকত। পরিবার তৈরি হয়েছিল গুরুতর প্রয়োজনেই।

ফের বিয়ে করলেন না কেন?

ভয় হয়েছিল, দাম্পত্য বোধহয় আমার সইবে না। আমি অচল মুদ্রা।

এখনো তাই ভাবছেন?

হ্যাঁ। তবে আমি মৃন্ময়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।

করেছেন? সেটা আগে বলবেন তো!

মৃন্ময়ীর একটা ক্রাইসিস যাচ্ছে, জানো বোধহয়? ওর মেয়ে—

অলক অবাক হয়ে বলে, তার মানে? সে তো আপনারও মেয়ে!

কিছুক্ষণ থম ধরে বসে থেকে রমেন বলে, তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি, তাই বলছি। মেয়েটি আমার নয়। কার তা জিজ্ঞেস করো না। কিন্তু মেয়েটাকে আমার কখনো ঘেন্না করতে ইচ্ছে হয়নি।

সরি ভট্টাচার্যদা, বোধহয় একটা সেনসিটিভ প্রসঙ্গ তুলে ফেললাম।

না। যা সত্য তাকে কি আর চিরকাল চাপা দিয়ে রাখা যায়? মেয়েটা কেন সুইসাইড করতে চেয়েছিল সেটা জানা দরকার। আরেকটা কথা, মৃন্ময়ীর সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়াও হয়েছে।

BanglaBook.org

সত্যি! কনগ্র্যাচুলেশনস।

ইট ইজ অ্যান অ্যাগ্রিমেন্ট ইন ক্রাইসিস। মৃন্ময়ীর বোধহয় এখন আমাকেই দরকার। আমারও দরকার মৃন্ময়ীকে। লাইক দ্যাট।

অন্যমনস্ক অলক বলে, মানুষকেই তো মানুষের দরকার।

সন্ধেবেলা নার্সিং হোমে রাখীর কেবিনে ঢুকল মৃন্ময়ী আর রমেন।

নার্স বলল, রাখীর আজ বিকেলে জ্ঞান ফিরেছিল।

মৃন্ময়ী : কিছু বলছিলে?

হ্যাঁ, আজই প্রথম দু-একটা কথা বলল। তবে বোঝা গেল না। শুধু দু-একবার বলল, ফটো! ফটো!

ফটো! কিসের ফটো?

তা বলল না। কয়েকবার উঃ আঃ করেছিল। প্রায় দশ মিনিটের মতো জ্ঞান ছিল। তারপর ফের আগের অবস্থা।

মৃন্ময়ী রমেনের দিকে চাইল। রমেন মাথা নেড়ে জানায়, সেও ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

কিছুক্ষণ রাখীর পাশে বসে তারা পরস্পর কথা বলল। রাখীকে নিয়ে স্মৃতিচারণ, রাখীর ছেলেবেলার কথা।

বেরিয়ে আসার পর মৃন্ময়ী বলল, হোটেলে না-থেকে বাড়িতেই এসে থাকো না কেন? আমি যে ভরসা পাই।

সেটা কি ভাল দেখাবে মৃন্ময়ী?

খারাপই বা দেখানোর কী আছে? আমরা তো স্বামী-স্ত্রীই ছিলাম। আবার হয়তো তাই হব।

তুমি এ-শহরের মান্যগণ্য মহিলা। তোমার কোনো বদনাম হলে দুঃখের ব্যাপার হবে। স্বামী-স্ত্রী হতে গেলে লোককে জানিয়েই হওয়া ভাল।

তাই হোক, দিনের কিছুটা সময় আমার কাছে থেক। কী জানি, কেন তুমি আসার পর আমি প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে তুমি আসায় বেঁচেছি। জোর পাচ্ছি।

লোকে তোমাকে প্রশ্ন করছে না আমাকে নিয়ে?

না। লোকে তো রাখীর কথা জানে, তাই আমাকে বেশি বিরক্ত

BanglaBook.org

করতে চায় না। স্কুল থেকে ছুটিও নিয়েছি। ফটোর কথা কেন বলছিল বল তো!

বুঝতে পারছি না। খুব সংকোচের সঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমাকে?

করোই না।

খারাপ ভাবে নিও না। অদম্য কৌতূহল থেকে বলছি।

বল। কিন্তু খারাপ ভাবব না।

রাখীর সঙ্গে বিশ্বদেবের মুখের আদল ভীষণভাবে মিলে যায়, তাই না?

হ্যাঁ। কিন্তু ওকথা কেন?

জানতে চাইছি, এ-ব্যাপারে কেউ কি মিলটা লক্ষ করে তোমাকে কিছু বলেনি কখনো?

না। লোকে অত লক্ষ করে না আজকাল। আর মিলটা বোধহয় এখন আর ততটা নেই। রাখী বড় হওয়ার পর ওর চুল বড় হয়েছে, ভ্রু প্লাক করে, মেকআপ নেয়। না, এখন চট করে আদল ধরা যায় না, খুব মন দিয়ে লক্ষ না করলে।

লোকে লক্ষ না করুক, রাখী কি লক্ষ করেছে?

না। রাখী আমার বন্ধুর মতো। সব কথা বলে। লক্ষ করলে বলত।

সেটাই বাঁচোয়া।

ভোরবেলা রাখী চোখ মেলেই বাবলুকে দেখতে পেল। চমকাল না, অবাক হল না। ব্যথাতুর মুখে একটু হাসল।

কেমন আছ রাখী?

ভাল।

আমি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

আমি ভাল আছি। বলেই ফের চোখ বুজল রাখী।

তোমার সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার ছিল।

রাখী চোখ খুলল না। নিস্তেজ গলায় বলল, এখন কোনো কথা শুনতে আমার ইচ্ছে করছে না। আমি একটু চুপচাপ থাকতে চাই, তুমি

BanglaBook.org

এখন যাও।

যাচ্ছি। কিন্তু আমার কথাও একটু ভেব। আমি যে খাদের কিনারায় পৌঁছে গেছি।

জীবনে যা কিছু ঘটে তার সবকিছুর লাগাম আমাদের হাতে নেই। অন্যের পাপ এবং তার ফল আউট আমাদের বহন করতে হয়। তুমি যাও বাবলু, কে কোন খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তা ভাবনার কোনো আগ্রহ নেই আমার। দয়া করে চলে যাও।

একটি অল্পবয়সী নার্স ঘরে ঢুকে বাবলুকে দেখে একটু ভ্রু কুঁচকে বলল, এটা ভিজিটিং আওয়ার নয়। আপনি কী করে ঢুকে পড়লেন?

রাখী চোখ না খুলেই একটু টেনে টেনে বলল, রূপু, উনি হলেন নার্সিং হোমের মালিকের ছেলে। ওঁর নিয়ম-কানুন মানবার দরকার হয় না। বরং আপনার চাকরি যেতে পারে।

নার্সটি থতমত খেয়ে বলল, ওঃ সরি। আমি তো আপনাকে চিনতাম না।

বাবলু গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল।

রুপু গরম জলে তুলো ভিজিয়ে রাখীর মুখ স্পঞ্জ করতে করতে বলল, চোখে জল কেন?

চোখের জলের পেছনে অনেক কারণ আছে রুপু। জীবন যে কত অদ্ভুত খেলা দেখায়!

তা খুব সত্যি।

বিষ খেয়েছিলাম, কিন্তু মরলাম না। কেন কে জানে! মরাও হল না, আবার এখন লোকের বিদ্রূপের পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকার জ্বালা সইতে হবে।

ওসব কেন ভাবছেন? আমাদের কার জীবনে দুঃখ নেই বলুন তো, তবু বেঁচে থাকার জন্যে কী না করতে হয় বলুন? মরলে জ্বালা জুড়োয় হয়তো, কিন্তু জীবনের সবটাই তো আর জ্বালা-যন্ত্রণা নয়। মাঝে মধ্যে আশ্চর্য সুখ, অবাক করা অভিজ্ঞতাও তো হয়। মাস দুই আগে এক মহিলার খুব সেবা করেছিলাম। যাওয়ার সময় উনি আমাকে একছড়া সোনার হার দিলেন জোর করে। বললেন, তুমি প্রফেশনাল নার্স, কিন্তু মেয়ের মতো সেবা করেছ। আমার নিজের ছেলে বিদেশে থাকে, কেবল

BanglaBook.org

টাকা পাঠিয়ে খালাস। আপনজনরা তো আপন হল না, তুমি পর হয়েও আপনজনের মতো সেবা করলে।

রাখী চুপ করে শুয়ে রইল, কথা বলল না।

সকাল আটটার পর রমেন আর মৃন্ময়ী এল। মুখে একটু খুশির ভাব।

তোকে নাকি আজ বিকেলে ছেড়ে দেবে।

জানি না।

তার মাথায় হাত রেখে মৃন্ময়ী বলে, খুশি হোসনি?

রাখী চোখ খুলে ম্লান একটু হেসে বলল, খুশি হব কেন? নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেলেই কি মুক্তি? কত কর্মফলের বন্ধন আমাদের আটকে রেখেছে, তা থেকে মুক্তি কোথায় বল!

মৃন্ময়ীর মুখটা শুকিয়ে গেল। চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, আমার দোষ, আমার অপরাধ তো স্খলন হওয়ার নয় মা। কিন্তু মানুষ তো কত প্রতিকূলতা নিয়েও বাঁচে। রমেন অবধি আজ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ ওর সঙ্গেই তো আমি সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম।

রাখী স্তিমিত গলায় বলে, তোমার দোষ বা অপরাধ নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না মা।

আমি শুধু ভাবি, আমার জন্ম অন্যের ইচ্ছাধীন, আমার কর্মফল অন্যের কর্মফলের পরিণতি, আমার স্বাধীন সত্তা বলে কিছু নেই। তাহলে আমরা স্বাধীনতার কথা বলি কেন? কত কত মানুষের রক্ত আমার শরীরে বল তো!

ওসব ভাবিস না মা। আমরা ঠিক করেছি, অন্য কোথাও চলে যাব। তোকে নিয়ে।

পালাবে? তা কেন মা? আমি কোথাও যাব না। এখানেই থাকব। এই শহরে জন্মেছি, বড় হয়েছি, এর প্রতিটি ইঞ্চি আমার চেনা। এ-জায়গা থেকে আমি পালাব কেন? যা সত্যি তার কাছ থেকে কি পালানো যায়? না সেটা উচিত?

মৃন্ময়ী আর রমেন পরস্পরের দিকে একবার তাকাল।

মৃন্ময়ী বলল, তাহলে কী করতে বলিস আমাদের?

BanglaBook.org

কপালদোষে আমার দুটো বাবা, একজন জন্মদাতা, অন্যজন পালনকর্তা। জীবনটাকে নতুন ছকে, অন্য প্যাটার্নে আবার নতুন করে ভাবব মা। সে-জীবন অন্যরকম হবে, আর পাঁচজনের মতো নয়। আমি সত্যকে গোপন করব না, পালাব না, মরতে গিয়েও মরা যখন হল না, তখন নতুন আলাদা রকমের একটা জীবন যাপন করার চেষ্টা করতে হবে। তোমাকেও পালাতে দেব না, যা সত্য তা স্বীকার করে এখানেই থাকতে হবে তোমাকে, পারবে না?

মৃন্ময়ী কাঁদছিল। মেয়ের মাথায় আরেকবার হাত রেখে বলল, পারব।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বেশি দূরে নয়

এক

খানিকটা দৌড়তে হল শেষ দিকে। নইলে, মেচেদা লোকালটা ধরা যেত না। কিন্তু ট্রেনে উঠেই বুকটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে মণিরামের। বাঁ বুকটা চেপে ধরে মণিরাম কঁকিয়ে উঠল,—গেছে রে প্রীতম!

প্রীতম গায়ে-পায়ে মানুষ। অত বড় দুটো ভারী ব্যাগ দু'হাতে নিয়ে মণিরামকে সাত হাত পিছনে ফেলে শেষের দু'নম্বর বগিতে উঠে পড়েছে। মেচেদা লোকালে তেমন ভিড় নেই। সিটে বসে প্রীতম পাশে জায়গা রেখেছে তবু। বলল,—কী গেল?

— মানিব্যাগটা। তেইশ বছরে এই প্রথম পকেটমারি। বুঝলি?

— বউনি হল তা হলে! তা গেল কত?

— টাকাটাই কি বড় কথা রে? গুমোর ভেঙে দিল যে।

— টাকাটা কি ফ্যালনা নাকি?

— তা ধর, সুখরামের গদিতে দেড় হাজার ঝেড়ে এলাম। কেশববাবু তিনশো চল্লিশ। আগাম দিতে হল ধানুরামকে। নেই নেই করেও একুশ টাকা ছিল।

— তাই বল। চোরেরও কি মুখরক্ষা হল? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ!

মণিরাম ধপ করে বসে পড়ল পাশে। বুকপকেটের কাছটা এখনও ডান হাতে চেপে ধরে আছে। বিশ্বাস হচ্ছে না যেন।

— কখন নিল বলতে পারিস? ভোজবাজির মতো উবে গেল যে!

BanglaBook.org

— ও সব না শিখে কি আর লাইনে নেমেছে গো! টেরই যদি পাবে, তা হলে সে আর পকেটমার কীসের? তবে আহাম্মক বটে। ফিরতি পথে মাল গস্ত করে করেও পকেটে পয়সা থাকে?

গাড়ি ছেড়েছে। কার্তিকের শেষ, এখন চলন্ত ট্রেনের হাওয়ায় গা শিরশির করে। আজ একটু মেঘলাও আছে বলে হাওয়াটা ঠাণ্ডা।

— জানালাটা নামিয়ে দিবি নাকি?

— আমার মাল টেনে ঘাম হচ্ছে। একটু শুকোতে দাও, তারপর নামিয়ে দেবখ'ন।

— একুশটা টাকাই তো নয়, মেলা কুচো কাগজ ছিল। বগলামায়ের একখানা ছবি, পাঁচ-ছ'টা ঠিকানা, গোটা কয়েক ফোন নম্বর। বড় গুমোর ছিল। কোনও দিন পকেটমারি হয়নি আমার। প্রায় নিত্যি যাতায়াত এই তেইশ বছরে।

— ও সব ভেবে খামোখা হা-হুতাশ করো কেন? টাকাই যখন তেমন যায়নি তখন দুঃখ কীসের? অল্পের ওপর দিয়ে বউনিটা হয়ে গেল। বরাবর তোমার বরাতের জোর তো দেখছি!

— তোর নজরে নজরেই আমার এ সব হয়েছে। বরাতের দেখলিটা কী রে শালা! মরছি নিজের জ্বালায়। বাজারে দেনা কত জানিস?

প্রীতম জানালাটা নামিয়ে দিয়ে বলল,—ঠাণ্ডা হয়ে বোসো তো। দেনার কথা কাকে বলছ? মায়ের কাছে মাসির গপ্পো? দেনায় তোমার হাঁটুজল হলে আমার ডুবজল। বছর ঘুরতে কারবারটা যদি না দাঁড়ায়, তা হলে হাজতবাস কপালে আছে।

মণিরাম প্রীতমের অবস্থাটা জানে। রা কাড়ল না। ছোঁড়া পরিবার নিয়ে হয়রান হয়ে গেল। বাপ বিনোদকুমার একটা জীবন জুয়ো খেলে ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা করে এখন জবুথবু হয়ে বসে বসে বিড়বিড় করে।

মণিরামের বউ দীপির আবার প্রীতমকে ভারি পছন্দ। ননদ ফুলির জন্য দেগে রেখেছে। ফুলির ভাবগতিক অবশ্য বোঝা যায় না। লেখাপড়া নিয়ে ভারি ব্যস্ত। বিয়ের কথা বলতে গেলেই ঝেঁঝে ওঠে।

প্রীতম তার ভগ্নিপোত হলে মণিরামের ব্যাপারটা অপছন্দের হবে না। ছোকরা লড়িয়ে আছে বটে। বাপের এক পয়সার মুরোদ ছিল না। চারটে

BanglaBook.org

ভাইবোন যে কী কষ্ট করে বড় হয়েছে তা না দেখলে প্রত্যয় হয় না। শাকের ঝোল আর ভাত। কিংবা কখনও শুধু শাকের ঝোল, কখনও মেটে আলু, কচু-ঘেঁচু খেয়ে বড় হয়েছে। বাড়ি-জমি সব বেহাত হয়েছে। দেনায় বিনোদকুমার ভুরু অবধি ডুবে ছিল। প্রীতম মাধ্যমিকটা ডিঙিয়েই কাজে নেমে পড়ল। মণিরাম নিজে ব্যবসাদার বলে জানে, হ্যাপা কত। আর কত লোকের বায়নাক্কা বুঝে চলতে হয়। প্রীতম শুরু করেছিল চাল বেচে। এখন গঙ্গারামপুরে দু'দুখানা দোকান। ধারকর্জ আছে বটে, কিন্তু বুকের পাটা আর রোখ আছে বলে সব কাটিয়ে ভেসে উঠবে ঠিক।

মানিব্যাগটার কথা খানিক ভুল পড়ল লেবু-চা খেয়ে। প্রীতমই খাওয়াল। বলল,—মুখটা অমন আঁশটে করে রেখো না তো। পিছনের দিকে যত চাইবে তত এগোতে ঢিলে পড়বে।

— ওরে, পকেটমারিটা বড় কথা নয়, আহাম্মকির কথাটাই ভাবছি। আমার বিশ্বাস ছিল, আমি হুঁশিয়ার মানুষ। ট্রেনটা ধরতে দৌড়তে না হলে—

— এ বার থেকে গোঁজ করে নাও। অবিশ্যি যখন যাওয়ার তখন গোঁজও যাবে।

চেনা-জানা দু'চারজন উঠে পড়ল কামরায়। রাধাপুরের সুধীর হাজরা, বীরশিবপুরের কানাই মণ্ডল, আরও দু'তিন জন এদিক-ওদিককার চেনা লোক। সুধীর পাশের ফাঁকা সিটে বসে বিড়ি ধরিয়ে তার শালার বিয়ের গল্প ফেঁদে বসল। কথায় কথায় পথটা কেটেও গেল, যেমন রোজই যায়।

উলুবেড়েতে নেমে কুতুবের দোকান থেকে দু'জনে জমা রাখা সাইকেল বের করল। ক্যারিয়ারে একখানা ব্যাগ নাইলনের দড়িতে বেঁধে, আর একখানা ব্যাগ হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে প্রীতম বলল, তুমি এগিয়ে পড়ো মণিরামদা। আমাকে সাইকেল ঠেলেই যেতে হবে। এ গন্ধমাদন নিয়ে তো সাইকেলে চাপার উপায় নেই।

— চাপবখ'ন। একটু হাঁটি চল তোর সঙ্গে। একখানা ব্যাগ আমার সাইকেলে চাপিয়ে দে না।

— না গো মণিরামদা। তুমি হলে আয়েসি মানুষ। জীবনে মালপত্র বয়েছ কখনও?

BanglaBook.org

— ছেলেবেলায় বয়েছি। তখন তো বাবার এত ফাঁদালো কারবার ছিল না। তখন বাপ-ব্যাটায় বিস্তর বয়েছি।

— তোমার হল আদরের শরীর। গদিতে পয়সা ফেলে চলে এলে। তারা মালপত্র ট্রাকে পাঠিয়ে দেবে। আমার তো তা নয়।

গঙ্গারামপুর অনেকটা রাস্তা। হেঁটে যাওয়ার কথা ভাবতেই মণিরামের গায়ে জ্বর আসে। কথাটা ঠিক, তার বেশি কষ্ট করার স্বভাব নয়। বাপের বড় কারবার থাকলে এইটে সুবিধে।

প্রীতম আগে আগে, কয়েক পা পিছিয়ে মণিরাম। ও দু'খানা ব্যাগের ওজন মণিরাম জানে। সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়াও সহজ নয়। মণিরাম পেরে উঠত না। একটু ঝুঁকে ওই গন্ধমাদন ঠেলাওলার মতো নিয়ে চলেছে প্রীতম। একটা ভ্যান ভাড়া করতে পারত। কিন্তু ও তা করবে না। বরাবর নিজের মাল নিজেই বয়ে আসছে। পিছন থেকে দৃশ্যটা দেখে হিংসে হয় মণিরামের। কী পুরুষালি, শক্ত সমর্থ শরীর প্রীতমের। তার নিজের বড় বাবু শরীর। এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই তার একটু চর্বি জমেছে শরীরে, দৌড়ঝাঁপেও কমছে না। দীপি আজকাল বলে,—কেমন ন্যাদস মার্কা হয়ে যাচ্ছ, কেন গো?

— তুমি সাইকেলে চেপে এগিয়ে পড়ো মণিরামদা। আমার সঙ্গে ভদ্রতা কীসের?

— একা একা এতটা পথ যাবি?

— দোকা পাব কোথায়? নিত্যিদিন যাচ্ছি। রোজ তো আর তুমি থাকো না।

— তা বটে। ফেরার সময় আজ আবার বিপিন ডাক্তারের বাড়ি হয়ে যেতে হবে। তোর বউদির ব্যথাটা কমছে না।

— হ্যাঁ হ্যাঁ যাও।

— দেখে বুঝে যাস। সন্ধের পর দেখা হবে'খন।

মণিরাম সাইকেলে চেপে বসল।

বয়সে পাঁচ-সাত বছরের বড় এই মণিরামদাদাকে প্রীতম পছন্দই করে। বহু বার মণিরাম তাকে ব্যবসার জন্য টাকা হাওলাত দিতে চেয়েছে।

BanglaBook.org

অভাবের দিনে সাহায্য করতে চেয়েছে। প্রীতম নেয়নি। নেওয়া জিনিসটার একটা অসুবিধে হল, লোকটার মুখোমুখি হলেই কেমন যেন অসোয়াস্তি হতে থাকে, যেন সমান সমান মনে হয় না। দুর্বল আর ছোট লাগে নিজেকে। তবে হ্যাঁ, ব্যাঙ্কের লোনটা পাইয়ে দিতে মণিরামদা জামিন না হলে মুশকিল ছিল। সেই লোন প্রাণপাত করে শুধতে হচ্ছে। আধাআধি হয়ে এসেছে এখন। বিকিকিনি একটু একটু করে বাড়ছে। রাতারাতি, শর্টকাটে যে কিছু হওয়ার নয়, তা প্রীতম ভালই জানে। শর্টকাটে বড়লোক হতে গিয়েই না তার বাপটা ডুবে গেল।

না, বাপের ওপর রাগ নেই তার। সব লোক কি সমান হয়? অপদার্থ হোক, জুয়াড়ি হোক, এই বাপটা তো তাকে বরাবর বুক দিয়ে ভালবেসেও এসেছে। ভাতে টান পড়লে 'বাইরে খেয়ে এসেছি' বলে ছেলেমেয়েদের মুখে গ্রাস তুলে দিত। মা যদিও দু'বেলা ঘর-বসা লোকটাকে উঠতে-বসতে উত্তম-কুত্তম অপমান করে, কিন্তু প্রীতমের বড্ড মায়া হয়। বাপটা খারাপ ছিল না তার, তবে বড্ড বোকা আর অদূরদর্শী। এখন মনস্তাপে কষ্ট পায়। মাঝে মাঝে ভেউ ভেউ করে কাঁদে।

বাপকে দেখে দেখে ছেলেবেলা থেকেই তার রোখ চেপেছিল, কিছুতেই বাপের মতো হবে না সে। সংসারকে বাঁচাতে হবে। মাধ্যমিকটা পাস করার পরই সে লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে রোজগারের জন্য হন্যে হয়ে উঠল। তখন এই মণিরামদাদা পাশে না থাকলে গাড্ডায় পড়ে যেত সে। তেজেনবাবু চানাচুরের কারখানা খুলেছিলেন। প্রথমে সেটাই বাকিতে নিয়ে দোকানে দোকানে দিত সে। বিক্রি ভাল ছিল না। তার পরে বেকারির বিস্কুট সাপ্লাই দিতে লাগল। সেটাও ফেল মারল। কাঁচা সবজিও চলল না তেমন। বাজারের একটেরে গলির মধ্যে হীরু দাসের মনোহারী দোকান ছিল। সেটা মোটেই চলত না। হীরু দাস মারা যাওয়ার পর তার ছেলে সুধীর দোকানটা বেচে দিল। কিনল মণিরামদাদার বাবা সফলরাম। কিন্তু তার গোটা পাঁচেক দোকান, তার ওপর হোলসেল। হীরু দাসের দোকানটা কিনেও ফেলেই রাখতে হচ্ছিল। মণিরামদাদা তখন তার বাপকে বলে দোকানটা বন্দোবস্ত দিল প্রীতমকে। সফলরাম ছেলের মতো নয়। মায়াদয়া দেখানোর লোক নয়। পরিষ্কার বলে দিল,—দানখয়রাত করতে পারব না

BanglaBook.org

বাপু, তবে তোর কাছ থেকে লাভও তেমন নিচ্ছি না। পাঁচ পারসেন্টে ছেড়ে দিচ্ছি। তবে তিন মাসের মধ্যে ডাউন পেমেন্ট।

ব্যাঙ্কের টাকাটা পেয়ে ধার শোধ করে দোকানটা নিয়ে ফেলেছিল সে। গলির দোকান চলে না হয়তো। কিন্তু, দোকানি যদি ভাল হয় তবে তেপান্তরে দোকান দিলেও খদ্দের খুঁজে খুঁজে গিয়ে হাজির হয়। প্রীতম দাঁতে দাঁত চেপে তার গরিব দোকানটার পিছনে পড়ে রইল। বাছাই জিনিস, কম লাভ আর মিষ্টি কথা। এই সবই ছিল তার মূলধন। লোককে ঠকায় না, নিজেও না ঠকবার চেষ্টা করে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দুই

সাইকেলের হ্যান্ডেলের দু'ধারে দুটো আর ক্যারিয়ারে আরও একটা পেল্লায় সাইজের ঠাস-ভর্তি নাইলনের ভারী ব্যাগ চাপিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে যে লোকটা সে হল গঙ্গারামপুর বাজারের ছোট দোকানদার প্রীতম। সপ্তাহে দু'দিন বিকেল চারটে ছত্রিশের লোকালে এসে নামে। কুতুবের দোকানের পিছনে সাইকেলের খোঁয়াড় থেকে নিজের দীনদরিদ্র সাইকেলখানায় মালপত্র চাপিয়ে সেই গন্ধমাদন ঠেলতে ঠেলতে গঙ্গারামপুর পর্যন্ত যায়। কোনও দিকে তাকায় না। অত বোঝা টানলে কি আর মানুষ মানুষের মতো থাকে? হালের বলদের মতো হয়ে যায়। কিন্তু তাকালে, এই কার্তিকের বিকেলের মায়াময় আলোয় শিকদারবাড়ির বারান্দায় শেফালিকে ঠিক দেখতে পেত। প্রীতম শেফালিকে দেখতে পায় না বটে, কিন্তু শেফালি প্রীতমকে দেখতে পায় এবং দেখে। বলতে নেই, শত কাজ থাকলেও সপ্তাহে দু'দিন ঠিক সাড়ে চারটের লোকাল আসার সময়টায় শেফালি বারান্দায় এসে দাঁড়াবেই।

না, প্রীতম ঠিক মানুষ নয়, খানিকটা মানুষ, বাকিটা এক বলশালী, গোঁয়ার অবুঝ জন্তু। টালমাটাল সাইকেলখানাকে ওই ভারী মাল সমেত সামলানোর জন্য গায়ের জোর লাগে। প্রীতমের সেটা আছে। কিন্তু শুধু গায়ের জোর থাকলেই তো হবে না গো! তোমার আর কিছু নেই? চোখ নেই তোমার? দেখতে পাও না, তোমার জন্যই একটা তাজা বয়সের মেয়ে

BanglaBook.org

কেমন লাতন হয়ে, বিভোর হয়ে চোখ বিছিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে? তাও তো রোজ তোমার দেখা নেই। সপ্তাহে মোটে দুটো দিন।

যত দূর দেখা গেল চেয়ে রইল শেফালি। কী চওড়া পিঠ, দু'খানা শাবলের মতো হাত, একটু কুঁজো হয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে চলেছে। যেন এ ছাড়া ওর আর কোনও কাজ নেই দুনিয়ায়।

প্রীতম চলে গেলে শেফালির বিকেল ফুরিয়ে যায়। অনেক ক্ষণ আর কিছুই থাকে না। সব 'না' হয়ে যায়।

সে যে খুব সুন্দরী মেয়ে তা নয়, আবার কুচ্ছিতও নয়। তাকে দেখে কেউ কখনও বলেনি, 'বাঃ, কী সুন্দর মুখখানা', বা বলেনি, 'ইস কী কুচ্ছিত রে'! বড্ড মাঝারি মেয়ে সে। নিজেকে আয়নার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখে সে। কখনও পছন্দ হয়, কখনও হয় না। কিন্তু চেহারা ছাড়া কি মেয়েদের আর কিছু নেই? শুধু দেখনসই হলেই হল?

'পিউ স্টোর্স'-এ সে এক আধবার গেছে। প্রীতমের দোকান। চোখ তুলে দোকানির দিকে চাইতে সাহস হয়নি। পেনসিল, মাথার তেল বা ওইরকম কিছু কিনে কাঁপা হাতে দাম দিয়ে মুখ নিচু করে চলে এসেছে। তার বেশি এগোতে পারেনি কখনও। ও সব জিনিস পাড়ার দোকানেই পাওয়া যায়। তবু যে এত দূর কষ্ট করে যায় সে তা কি কেউ টের পায়, বোঝে?

আজও একটু সেজেই দাঁড়িয়ে ছিল শেফালি। কোনও কাজে লাগল না। মধুমিতাকে সে সব বলে। তার গলাগলি বন্ধু। মধুমিতা বলে, দাঁড়া না, ঠিক একটা ব্যবস্থা হবে। তবে প্রীতমদারা কিন্তু বড্ড গরিব। এখন অবশ্য ততটা গরিব আর নেই।

— গরিব তো কী? গরিবরাই ভাল।

BanglaBook.org

তিন

শেফালির হাবা ভাই সীতু ওই বসে আছে দাদুর কাছে। পুজোর ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে দাদু বসে আছে একটা হাঁটু বুকের কাছে জড়ো করে। সীতু হাফ প্যান্টের নীচে তার দুটো আদুর রোগা ঠ্যাং ঝুলিয়ে। পায়ের কাছে টাইগার কুকুর। এই ষোলো বছর বয়সেও বুদ্ধি খুলল না সীতুর। সারাক্ষণ কেবল বড় বড় দাঁত বের করে হাসে। একটা পচা স্কুলে সেই কবে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হয়েছিল, আজও সেই থ্রিতেই পড়ছে। সীতু কোনও দিন ফোরে উঠবে না, সবাই জানে। তবু মাসে মাসে বাবা ওর স্কুলের বেতন মিটিয়ে দেয়। তাই স্কুল থেকে ওকে তাড়ায় না। ওর যত ভাব দাদু আর টাইগারের সঙ্গে। এবাড়িতে একমাত্র দাদুই যা ওকে কাছে ডেকে বসায়, কথাটথা কয়। আর টাইগার সারা দিন সীতুর পিছনে পিছনে ছায়ার মতো লেগে থাকে। বোকা বলে সীতুর তেমন বন্ধু নেই। খেলায়ও নেয় না কেউ ওকে। ও যে বোকা তা টাইগার বুঝতে পারে না, তাই ও টাইগারের সঙ্গেই ছোটাছুটি করে খেলে।

আর তার দাদু খুব একাবোকা মানুষ। যেন একটা ফেলে দেওয়া ন্যাকড়ার মতো এক ধারে পড়ে থাকে। ঠাকুরঘরের পিছন দিকটায় একটা খুপরি মতো আছে। ভারী ছোট্টো ঘর। একটা চৌকি এঁটে আর এক চিলতে জায়গা। তেল, মাজন সব জানালার তাকে। ব্যস ওতেই দাদুর হয়ে যায়। ঠাকুমা মারা গিয়ে অবধি দাদু পিছু হটতে হটতে ওইখানে গিয়ে ঠেকেছে।

BanglaBook.org

তাকে কারও মনেই পড়ে না। শেফালির পড়ে। দিনে এক বার দু'বার সে গিয়ে দাদুকে দেখে আসে। কথা কয়। তবে শেফালিরও তো কাজ আছে। ক্লাসের পড়া, মায়ের ফরমাস, একটু আড্ডা, একটু মন-খারাপ করে বসে থাকা। এই মন-খারাপটা বড্ড ভাল জিনিস। রাজ্যের অভিমান উঠে আসে বুকে। নাক ফুলে ফুলে ওঠে। কান্না পায়। কার ওপর অভিমান তা বুঝতে পারে না। গোটা দুনিয়াটার ওপর, এই মানবী জন্মের ওপর, প্রীতমের ওপর। সব কিছুর ওপর অভিমান উথলে ওঠে যখন, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে যে কী ভালই লাগে।

মেয়ে-জন্মের একটা বাধক হল, বাড়ি থেকে বেরোতে গেলেই কেউ না কেউ চোখ পাকিয়ে বলবে, অ্যাই কোথায় যাচ্ছিস? যেন নিজের ইচ্ছেয় কোথাও যাওয়ার নেই তার। এই যে কার্তিকের এই মায়াবী বিকেলে পশ্চিমের খুনখারাপি আকাশের তলায় এক মায়াজাল পাতা হয়েছে, এ কি তার জন্যই নয়?

জন্ম থেকেই দেখে আসছে শেফালি, তাদের এই জায়গাটা ভারি দুঃখী জায়গা। জায়গাটার যেন সব সময়ে মুখভার। কখনও হাসি ফোটে না মুখে। ক'দিন আগে রানাঘাটে মাসির বাড়িতে গিয়েছিল শেফালি। কী হাসিখুশি জায়গাটা। সব সময়ে যেন আহ্লাদে গড়িয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে সাহস করে বোম্বে রোডের দিকে বন্ধুদের সঙ্গে যখন যায় শেফালি, তখন মনে হয়, জায়গাটা যেন এক দুষ্টু-দুষ্টু পুরুষ মানুষ। লরির সার দাঁড়িয়ে আছে। ধাবায় কেমন ব্যস্তসমস্ত লোকজন। কেমন সাঁ করে অনেক দূর চলে যাচ্ছে চকচকে সব গাড়ি। বাবা যে কেন বাড়িটা ও দিকে করল না কে জানে। স্টেশনের এ-পাশটা বড্ড পান্তাভাত, ঝিমধরা।

— মা একটু আসছি।

— কোথায় যাচ্ছিস?

— মণিমালাদের বাড়িতে।

— দয়া করে তাড়াতাড়ি এসো।

সবাই জানে, সে খুব বেশি দূর যাবে না। তারা, মেয়েরা সব অদৃশ্য দড়িতে শক্ত করে বাঁধা। তাদের কোনও দূর নেই। কোনও অনন্ত নেই। এক বাঁধা অবস্থা থেকে আর এক বাঁধা পড়ার জন্যই তারা জন্মায়।

BanglaBook.org

কী হল হেনার? তাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট মাঠটায় এক শীতকালে বাহাত্তর ঘণ্টা সাইকেল চালিয়েছিল বিনোদ মাল। বাঁশের খুঁটিতে লাইট লাগানো, চব্বিশ ঘণ্টা মাইকে হিন্দি গান, চার দিকে ভিড়ের মধ্যে ঝালমুড়ি, ফুচকা, চানাচুর-বাদামের দোকান বসে গেল। বিনোদ সাইকেল চালাচ্ছে তো চালাচ্ছেই। ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই। শেফালিও বন্ধুদের সঙ্গে দেখতে যেত। কিন্তু মজা লাগত না তার। কষ্ট হত রোগাপানা ছেলেটার জন্য। কী কষ্ট ক্লান্ত পায়ে প্যাডেল করে যাওয়ার মধ্যে! বিনোদের ওই কষ্ট আর পুরুষকার জানালার ফাঁক দিয়ে দিনরাত দেখত হেনা। তারও কষ্ট হত। আর হতে হতেই তার বুক উথলে উঠল। প্রাণ আকুল হল। হাউ হাউ করে কাঁদত। যে দিন বাহাত্তর ঘণ্টা শেষ হল সে দিন বিনোদকে কাঁধে নিয়ে পাড়া ঘোরাল ক্লাবের ছেলেরা। টাকার মালা পরানো হল। বিনোদের জয়ধ্বনিতে কান পাতা দায়। হেনা গিয়ে ছলছলে চোখে তার গলার সোনার চেনটা খুলে পরিয়ে গিয়েছিল বিনোদকে। প্রকাশ্যেই। তাতে একটা কানাকানি শুরু হয়েছিল। আর বাবার হাতে বিশ বছরের মেয়েটা খেয়েছিল বেদম মার। শেষে ওই বিনোদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল হেনা। গিয়ে দেখল বিনোদের আরও একটা বউ আছে, দুটো বাচ্চা এবং হাঁড়ির হাল! বিনোদের সংসারের জন্য সময় নেই। সে কেবল এখানে-সেখানে সাইকেল চালিয়ে বেড়ায়। ওটাই তার রুজি-রোজগার। শখ আহ্লাদ দু'দিনেই মরে গিয়েছিল হেনার। এই বছরখানেক আগে কোলে একটা খোকা নিয়ে বাপের বাড়িতে ফেরত এসেছে।

মেয়েদের জীবনটাই ও-রকম। যতই ভালবাসুক না কেন, পুরুষ জাতটাই তো বিশ্বাসঘাতকের জাত। হেনা আজকাল দুঃখ করে বলে, কী বয়স আমার বল! লেখাপড়া করতে পারতাম, গান গাইতে পারতাম। জীবনটাই মাটি হয়ে গেল। কেন যে পোড়া চোখে ওই সাইকেল চালানো দেখতে গিয়েছিলাম।

মেয়েদের জীবনটা এ-রকম। তা বোঝে শেফালি। সব বুঝেও ফের ফাঁদে পা দিতেও ইচ্ছে হয়। যতবার ঠকে যাক, ফের ঠকতে রাজি হয়ে যাবে হাসি-হাসি মুখ করে। তারা বড্ড বোকা। তার হাঁদা ভাই সীতুর সঙ্গে সত্যিই কি তার কোনও তফাত আছে?

BanglaBook.org

কথাটা ভাবতে ভাবতেই সীতুর ডাক কানে এল, দিদি! এই দিদি!

ফিরে দাঁড়িয়ে শেফালি বিরক্ত গলায় বলল, কী হল?

— কোথায় যাচ্ছিস?

— তাতে তোর কী?

— মা ডাকছে।

— কেন?

— মায়ের হাওয়াই চপ্পলটা ছিঁড়ে গেছে। এক জোড়া কিনে আনতে বলল।

— আমার কাছে পয়সা নেই। দৌড়ে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আয়। আমি দাঁড়াচ্ছি।

সীতু সত্যিই দৌড়োল।

বুকটায় এক মুঠো আবির কে যেন ছড়িয়ে দিল হঠাৎ। ভিতরটা যেন রঙিন। এক জোড়া হাওয়াই চটি তাকে গঙ্গারামপুর অবধি নিয়ে যাবে। ওইখানে এক মানুষ জন্তু, এক শ্রমিক-পুরুষ, এক উদাস উদ্যমী তাকে হেলাফেলা করবে বলে বসে আছে নিজের দোকানে। চেনেও না তাকে। না চিনল তো বয়েই গেল। তবু কি আমি তোমার চোখের বালি না হয়ে থাকতে পারি? অবহেলা কি আজকের? সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই তো আমরা তোমাদের হেলাফেলার জিনিস! কখনও কখনও আদর করে বুকে তুলে নাও বটে, তার পরই শোঁকা ফুলের মতো ফেলে দাও, আর ফিরেও তাকাও না। তবু আমরা তো বার বার অচ্ছেদ্দা সয়েও তোমাদের জন্যই ফুটে থাকি।

ছুটতে ছুটতেই এল সীতু, তার পিছনে টাইগার। দিদি, আমাকে সঙ্গে নিবি?

শেফালি ভ্রু কুঁচকে একটু দেখল। গায়ে একখানা হলুদ ডোরাকাটা জামা, পরনে হাফপ্যান্ট। রোগা ল্যাকপ্যাকে চেহারা। কী জানি একটু মায়া হল। বলল, চল।

মাঝখানে দুটো ঝুড়ি আর ধার ঘেঁষে দু'জনে বসা, তার মধ্যেই ঠেলে ঘেঁষটে ভ্যানগাড়িতে উঠে পড়ল ভাইবোন।

সীতু হাসছে, যেমন সব সময়ে হাসে।

BanglaBook.org

শেফালি ধমক দিয়ে বলল, দাঁত বন্ধ কর তো। সব সময় হাসি আসে কেন তোর? লোকে বোকা বলবে না?

— চপ খাওয়াবি দিদি?

টাইগার ভ্যানগাড়ির পিছনে ছুটছে। গঙ্গারামপুর অবধি যাবে। যাক। সীতু যে বোকা সেটা টাইগার বুঝতে পারে না। তাই সীতুর সঙ্গে থাকে সব সময়ে।

— ইস্কুল থেকে ফিরে ভাত খাসনি?

— খেয়েছি তো!

— তবে আবার চপ কীসের?

— খাওয়াবি না?

— আচ্ছা খাস!

— দিদি।

— হুঁ।

— আমাকে তোর স্কুলে ভর্তি করে নিবি?

— আমার স্কুলে! পাগল নাকি? আমাদের তো মেয়েদের স্কুল।

— মেয়েরাই ভাল। ছেলেগুলো বড় পিছনে লাগে।

— তুই তো বোকা, সবাই বোকাদের পিছনে লাগে।

— তোর স্কুলে আমাকে নেবে না?

— তাই নেয় কখনও? চুপ কর তো!

— ঠোক্কর মারে যে! এই দ্যাখ না, মাথা ফুলে গেছে।

শেফালি গম্ভীর হয়ে রইল। সীতুটাকে নিয়ে সব জায়গায় যাওয়া যায় না। ভারি লজ্জা করে। অপ্রস্তুত হতে হয়।

— চুপচাপ বসে থাক। বকবক করতে হবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে সীতু ফের ডাকে, দিদি!

— হুঁ।

— তোর বিয়ে হবে না?

— চুপ কর তো!

— তোর কার সঙ্গে বিয়ে হবে জানিস?

— কার সঙ্গে?

BanglaBook.org

— ফুটুদার সঙ্গে।

— সে আবার কে?

— আছে এক জন।

— তোকে কে বলল?

— আমি জানি।

— ভ্যাট। কোথা থেকে এক ফুটুদা জুটিয়েছে। বোকা কোথাকার। অ্যাই ফুটুদাটা কে বল তো?

— সে আছে।

— মারব থাপ্পড়। কোন বদমাশের পাল্লায় পড়েছিস বল তো! খবরদার ও সব ফুটুদা মুটুদাকে একদম লাই দিবি না।

— ফুটুদা তো খুব ভাল।

— তোর আবার ভাল মন্দ। একটু যদি বুদ্ধি থাকে।

গঙ্গারামপুরে নেমে পড়ল দু'জন। গঙ্গারামপুর এলেই বুকের ভিতরে কী যেন একটু চলকে ওঠে শেফালির। এ বড় দুষ্টু জায়গা। এ বড় পাগল জায়গা। এখানেই মরবে এক দিন শেফালি।

BanglaBook.org

চার

প্রীতমের পর দুটো বোন, তার পর ভাই। তার ভাইটা এখনও বড্ড ছোট। বছর দশেক বয়স। তাই সদর রাস্তার দোকানটায় বাধ্য হয়ে পরের বোনটাকে বসায়। প্রথমে বাবা বিনোদকুমারকেই বসিয়েছিল। কিন্তু বাবা ব্যবসা করবে কী, লোক জুটিয়ে এমন আড্ডা বসাল যে, বিকিকিনি লাটে ওঠার জোগাড়। বাধ্য হয়ে সরস্বতীকে রাজি করাল। সে তো ভয়ে মরে, ও দাদা, আমি যে হিসেবে ভীষণ কাঁচা, কী করতে কী করে ফেলব।

প্রীতম বলল, ঠিক পারবি। শুধু লোকের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে যাবি না। পয়সা গুনতে পারিস তো, তা হলেই হবে।

— কেউ যদি বদমাইশি করে?

— মুখটা মনে রাখবি। তার পর আমাকে বলে দিবি।

এ তল্লাটে সবাই মোটামুটি প্রীতমকে সমঝে চলে। এক সময়ে সে এ ধারে নিজের শাসন কায়েম করেছিল। এখনও লোকে তাকে ঘাঁটায় না।

সরস্বতীর আজকাল কোনও অসুবিধে হয় না। স্কুলের পর এসে দোকান খুলে বসে এবং দিব্যি সামাল দেয়। দেখতে শুনতে ভাল বলে সরস্বতীর দোকানে খদ্দেরদের আনাগোনা একটু বেশি। ছেলে-ছোকরারা আসে, বুড়ো ধুড়োরাও আসে। ছেলে-ছোকরাদের চোখ তেমন খারাপ নয়। তাদের চোখে একটু পুজোর ভাব থাকে। ষাট-সত্তর পেরনো বুড়োদের নজর বড্ড খারাপ। যেন পোশাক ভেদ করে ভিতরের ন্যাংটোটাকে জরিপ

BanglaBook.org

করতে চায়। কী নোলা রে বাবা!

আজ অবধি অবশ্য দাদার কাছে কারও নামে নালিশ করতে হয়নি। এক রত্তি জায়গা তো, সবাই সবাইকে চেনে। এখানে কেউ ফস করে কিছু করে বসতে সাহস পায় না। তার ওপর দাদা হারমাদ লোক। তাকে সবাই ভয় খায়।

দোকানটা নতুন। মাত্র ছয় মাস হল খুলেছে। পাউরুটি, ডিম, চা-পাতা, বিস্কুট, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, মাথার তেল, ক্রিম, পাউডার, হজমিগুলি, ডট পেন, খাতা পেনসিল, দিস্তা কাগজ, আঠা, বল, ফিনাইল, অ্যাসিড ইত্যাকার হাজারো জিনিস নিয়ে আগে হিমসিম খেত সরস্বতী। আজকাল খায় না। ধীরে ধীরে জিনিসপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ এসেছে। চোখ বুজে দাম বলে দিতে পারে। পড়াশুনো একটু মার খাচ্ছে বটে, কিন্তু দোকান করতে সরস্বতীর কিছু খারাপ লাগছে না।

ওই দাদা এল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় সরস্বতী। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে ভারী ব্যাগ নামাচ্ছে প্রীতম। সরস্বতী তাড়াতাড়ি গিয়ে এক পাশটা ধরল।

প্রীতম বলল, ছাড়। মেয়েদের ভারী তুলতে নেই। প্রকাণ্ড এবং ভারী ব্যাগখানা দোকানে তুলে দিয়ে প্রীতম বলল, যতটা পারিস নামিয়ে সাজিয়ে রাখিস। বাকিটা আমি এক সময়ে সাজিয়ে দিয়ে যাব।

সরস্বতী ঘাড় কাত করে বলে, আচ্ছা।

তার দেখা শ্রেষ্ঠ পুরুষ আজ পর্যন্ত দাদা। কী সরল, শিশুর মতো নিষ্পাপ মুখ। পরিশ্রম ছাড়া কিছুই বোঝে না। নিজের পরিবারটি নিশ্চিত ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য দাদার এই জান কবুল লড়াই দেখলে পাষণ্ডেরও চোখে জল আসবে। একখানা ভাল জামা-প্যান্ট নেই। ভাল জুতো নেই। আছে শুধু বাপ-মা আর ভাই-বোনকে আগলে থাকা।

দাদার প্রতি মায়ের মতোই গভীর এক ভালবাসা আছে সরস্বতীর। দাদার মতো মানুষ হয় না। এই যে তাদের বাবা বিনোদকুমার সারাটা জীবন পরিবারটাকে ধীরে ধীরে সর্বনাশে নিয়ে যাচ্ছিল, তার জন্যও কখনও বাবার ওপর রাগ করে না তার দাদা প্রীতম। মা তো দিনরাত বাবাকে উত্তমকুত্তম করে ছাড়ে। কিন্তু দাদা ঠিকই বাবার প্রিয় মাছ-তরকারি কিনে

BanglaBook.org

আনে। জামা-জুতো কিনে দেয়, সিগারেট-দেশলাইয়ের অভাব রাখে না। প্রীতম বলে, মানুষ যেমনই হোক আমি বিচার করার কে? জন্মদাতা বাপ বলে কথা, বাবা এক মস্ত জিনিস।

আপাত দৃষ্টিতে প্রীতমের শরীরে রাগ নেই। কিন্তু কখনও রাগলে যে সেই রাগ ভয়ংকর তাও সবাই জানে।

ল্যাকপ্যাক একটা হাফপ্যান্ট পরা ছেলে উঁকিঝুঁকি মারছিল।

— কে রে? কী চাস?

— ফুটুদা নেই?

— ফুটুদাকে কী দরকার তোর?

ছেলেটা বড় বড় দাঁত বার করে হাসছে। কেবল হাসছে।

— এমনি।

— তুই কোন বাড়ির ছেলে?

— ওই স্টেশনের দিকে। লক্ষ্মী রায়ের বাড়ি।

— কী চাস?

— এমনি। এলাম তো, তাই।

— দাদা যে এ দোকানে বসে না, তা জানিস না? মুদির দোকানে বসে। চিনিস? ওই বাঁ হাতে গলির ভিতরে।

ছেলেটা হেসেই যাচ্ছে।

— অমন হাসছিস কেন? নাম কী তোর?

— সীতানাথ। সীতু।

— কোন ক্লাসে পড়িস?

— থ্রি।

— অ্যাঁ! থ্রি কী রে?

— ক্লাস থ্রিতে পড়ি।

BanglaBook.org

— এ বাবা, এত বয়সে মোটে থ্রি! বছর বছর ডাব্বা মারিস বুঝি?

— হ্যাঁ।

সরস্বতী হেসে ফেলল। এমন ভাবে হ্যাঁ বলল যেন গৌরবের ব্যাপার।

— ফুটুদার সঙ্গে তোর কীসের দরকার?

— এমনিই। দিদিকে খুঁজে পাচ্ছি না। তাই ভাবলাম ফুটুদার সঙ্গে একটু গল্প করি।

— তাই বুঝি! তা তোর দিদি কে?

— শেফালি। ক্লাস নাইন।

— ও। তুই শেফালির সেই হাবা ভাইটা বুঝি?

— হ্যাঁ।

— হারাবে কোথায়? এইটুকু জায়গায় কি কেউ হারাতে পারে? ভাল করে খোঁজ। কোনও দোকানে বোধহয় কেনাকাটা করছে। পরশু ইঁদুর মারার ওষুধ আটার গুলিতে মাখিয়ে দোকানের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছিল সরস্বতী। আজ মাঝেমধ্যে পচা গন্ধ পাচ্ছে। চারটে ঘেঁষাঘেষি কাচের আলমারি, শো-কেস, বসবার টুল। মেজেতে অ্যাসিড, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডারের শিশি আর প্যাকেটের সংকীর্ণ পরিসরে মরা ইঁদুর খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়। ফুরসুতই বা কোথায়? এই তো, পরপর চার জন খদ্দের আর একঝাঁক বাচ্চা মেয়ে এসে কত কী নিয়ে গেল। বিক্রি হওয়া জিনিসের নাম আর দাম খাতায় টুকতে টুকতে সরস্বতী বলল, অ্যাই, একটা কাজ পারবি?

— কী কাজ?

— করিস যদি বিস্কুট খাওয়াব।

— বলো না, কী করতে হবে?

— মরা ইঁদুর খুঁজে বের করতে হবে। তুই তো রোগা পটকা আছিস। ঠিক পারবি। দেখ না ভাই। ওই আলমারির তলায় টলায় কোথায় আছে। অন্ধকারে কি দেখতে পাবি? দাঁড়া, একটা মোম জ্বেলে দিই।

— আমি খুব ভাল দেখতে পাই। মোম লাগবে না।

সীতু দিব্যি হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজতে লাগল আনাচ কানাচ। একটু ভয় হল সরস্বতীর। শেফালি যদি জানতে পারে যে তার হাবা ভাইটাকে মরা ইঁদুর খুঁজতে লাগিয়েছে তা হলে কি দু'কথা শোনাতে ছাড়বে? ছেলেটা তো হাবা, ভাল-মন্দ বোঝে না। কিন্তু, হাবা লোক না থাকলে দুনিয়াটা কি চলে? ওই জন্যেই তো ভগবান দু'চারটে হাবা লোককে দুনিয়ায় পাঠান।

দু'হাতে দুটো মরা ইঁদুরের লেজ ধরে বের করে এনে তার মুখের

BanglaBook.org

সামনে দুলিয়ে একগাল হেসে সীতু বলল, এই দুটোই ছিল, আর নেই।

নাকে আঁচল চাপা দিয়ে সরস্বতী আর্তনাদ করে উঠল, উঁঃ! ফেলে দিয়ে আয় না।

সীতুর ঘিনপিত নেই। নির্বিকার মুখে ইঁদুরদুটোকে নাচাতে নাচাতে দোকানের পিছনে গিয়ে ফেলে দিয়ে এসে বলল, কাক এসে নিয়ে গেল।

সরস্বতী বলে, ওই কোণে বোতলে জল আছে, হাত ধুয়ে নে তো। তোর বাপু একটুও ঘেন্নাপিত্তি নেই।

— ইঁদুরের বিষ দিয়েছিলে তো? কাকদুটোও মরবে তা হলে।

— মরুক গে। কাঠের বাক্সে সোডা আছে। একটু হাতে নিয়ে ঘষে ঘষে হাত ধুয়ে আয়।

সীতু বেশ বাধ্যের ছেলে। যা বলা হল, তাই করল। আসলে, বুদ্ধি নেই বলেই যে যা বলে তা শোনে।

দুটো ফুকিন বিস্কুট বয়ম থেকে বের করে দিল সরস্বতী। দোকান থেকে কাউকে বিনা পয়সায় কিছু দেওয়া বারণ। তাই নিজের ছোট্ট বটুয়া থেকে বিস্কুটের দাম নিয়ে ক্যাশবাক্সে রেখে দিল।

— খা।

কুড়মুড় শব্দে বিস্কুট দাঁতে ভেঙে সীতু বলল, দিদি তো খাওয়াবে বলেছিল। কোথায় যে গেল!

মনোরঞ্জন মাইতি চানাচুরের প্যাকেট, পরিমল আদক ডিমসুতো, অনাদি দাস থিন অ্যারারুট আর দুটো মেয়ে স্যাম্পু আর সাবান কিনে নিয়ে গেল।

একটু ফাঁক পেয়ে সরস্বতী বলল, কী বলছিলি যেন?

কাউন্টারের বাইরে এক কোণে দাঁড়িয়ে হাঁ করে রাস্তা দেখছিল সীতু। দিদিকেই খুঁজছিল বোধহয়। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সরস্বতীর দিকে চেয়ে বলল, তোমার ডান কাঁধে একটা টিকটিকি পড়বে।

— অ্যাঁ! টিকটিকি পড়বে কেন রে?

— পড়বে। দেখ।

— দূর পাগল! এ ঘরে একটাও টিকটিকি নেই। আমি টিকটিকি ভীষণ ঘেন্না পাই, বাবা।

BanglaBook.org

— দিদিও পায়। ডান কাঁধে টিকটিকি পড়লে অনেক টাকা হয়।

— দূর বোকা। আমার কাঁধে টিকটিকি পড়বে, তুই কী করে জানলি?

— পড়বে।

— আমার ভয় করে না বুঝি? ভয় দেখাচ্ছিস, না ইয়ারকি মারছিস?

— টিকটিকি কামড়ায় না।

— হ্যাঁ, তুই বড় জানিস কিনা!

ভিড়ের ভিতর থেকে একটা শ্যামলা মেয়ে দোকানের আলোয় এসে দাঁড়াল। বলল, এই হাঁদারাম, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? কতক্ষণ ধরে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তোকে।

— ফুটুদার খোঁজে এসেছিলাম।

— ফুটুদা! ফুটুদা কে?

সরস্বতী বয়মের আড়াল থেকে মুখ তুলে বলল, আমার দাদা। তোমার ভাই আমার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিল।

শেফালি তার বন্ধু নয়। এক ক্লাস নীচে পড়ে। তবে, চেনা।

শেফালি একটু জড়সুড় হয়ে বলল, ও, এই দোকান তো প্রীতম...

— হ্যাঁ, দাদা সময় পায় না বলে আজকাল আমি বসছি।

শেফালি যেন একটু কেমনধারা হয়ে গেল। বলল, ও, তুমি প্রীতমদার বোন! আমি জানতাম না।

— এসো না, আমাদের দোকান দেখে যাও।

— এসেছি তো। সীতু তোমাকে বোর করছিল বুঝি?

— না। তবে, ভয় দেখাচ্ছিল।

— ওমা! তাই নাকি?

ঠিক এই সময় ঝপ করে সরস্বতীর ডান কাঁধে নরম মতো কী যেন পড়ল। আর, পড়েই কিলবিল করতে লাগল।

— ও মাগো, এটা কী! কী এটা...

বলেই টুল থেকে লাফিয়ে উঠে কাঁধে একটা ঝকটা মারতেই তার ডান কাঁধ থেকে একটা টিকটিকি কাউন্টারের কাছের ওপর ছিটকে পড়ল।

অবিশ্বাস্য! অবাক চোখে চেয়েছিল সরস্বতী।

— কী হল, কী পড়ল গায়ে? বলে তাড়াতাড়ি দোকানের পাদানিতে

BanglaBook.org

উঠে এল শেফালি।

সীতু বলল, টিকটিকি।

সরস্বতী কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। তার পর হাঁফ-ধরা গলায় বলল, তোমার ভাইটা...

— ভাইটা কী করেছে?

— বড় অদ্ভুত ছেলে তো! একটু আগেই বলেছিল, আমার ডান কাঁধে নাকি টিকটিকি পড়বে। কী করে বলল, বলো তো?

শেফালি হেসে বলে, ও তো কেবল আবোল তাবোল বকে।

সরস্বতী বড় বড় চোখে এক বার সীতুর দিকে তাকিয়ে ফের শেফালির দিকে ফিরে বলল, তা হলে টিকটিকির কথাটা কী করে বলল, বলো তো! আমার এ দোকানে আমি একটাও টিকটিকি কখনও দেখিনি। আজই প্রথম...

টিকটিকিটা ঝিম ধরে কিছুক্ষণ পড়ে থেকে তার পর ধীরে ধীরে শো-কেস পার হয়ে দেয়ালে উঠে গেল। দুজনেই দেখল দৃশ্যটা। সীতু নয়। সে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। বিস্কুট খাচ্ছে আর হাসছে।

— ও অত হাসে কেন?

— ওটাই তো ওর রোগ। বকুনি খায় কত, তবু ওর হাসি সারে না। এই বোকাটা, চপ খাবি বলেছিলি না?

— খাওয়াবি?

— চল।

সরস্বতী এই দুই ভাইবোনের কথার মধ্যে পড়ে বলল, দাঁড়াও। আমার আজ খুব ইচ্ছে করছে তোমাদের দুজনকে চপ খাওয়াতে।

শেফালি বলল, না, না। তুমি কেন খাওয়াবে?

— খাওয়ালেই বা! এই সীতু, মাঝেমাঝে আমার কাছে আসবি তো। তুই যা সাংঘাতিক ছেলে, আমাকে আজ ভারি চমকে দিয়েছিস। এসো না শেফালি, দোকানের ভিতরে এসে বসো। বসার জায়গা আছে। আমি চপের কথা বলে দিয়ে আসছি। ষষ্ঠীপদ দোকানের গরম চপ পাঠিয়ে দেবে।

দোকানের ভিতরে বসবার জায়গা আছে বললে ভুল হবে। একটা ওল্টানো কাঠের বাক্স আছে। বোধহয় সেটাতে উঠে দাঁড়িয়ে সরস্বতী ডিং

BanglaBook.org

মেরে উঁচু তাকের জিনিস পাড়ে। ভাইবোন তাইতেই ঘেঁষাঘেষি করে বসল। সরস্বতী চপের কথা বলেই ফিরে এসে বলল, এখুনি আসছে।

চপ খেতে খেতে কত গল্পই যে হল! সরস্বতীর মুখে শুধু তার দাদার কথা। দাদার মতো মানুষ যে হয় না, সেটা শতমুখে বলছিল। কথাগুলো হাঁ করে গিলছিল শেফালি। হ্যাঁ, শেফালি জানে, পৃথিবীর সেরা পুরুষ ও, প্রীতম। ও রকম আর একজনও চোখে পড়ল না তার। শেফালি এই দোকানঘরে বসে প্রীতমের গায়ের স্বেদগন্ধ পাচ্ছে। এই দোকানের আনাচে কানাচে তার স্পর্শ। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। চপের ডেলা গিলতে পারছে না। একখানা পেটুক ভাইটাকে দিয়ে দিল।

ফেরার সময় শেফালি বলল, অ্যাই, তুই টিকটিকি পড়ার কথা কী বলেছিলি?

— জানতাম, তাই বলেছিলাম।

— তুই তো কেবল আবোল তাবোল বলিস।

— না। আমি টের পেয়েছিলাম। মনে হল, তাই বলেছিলাম।

— তুই তো বলেছিলি, ফুটুদার সঙ্গে নাকি... হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ

— ঠিকই বলেছি।

— কী ঠিক বলেছিস?

— তোর তো ফুটুদার সঙ্গেই বিয়ে হবে।

— যাঃ, পাজি কোথাকার!

— দেখিস।

হঠাৎ সর্বাঙ্গে শিরশির করল তার। কাঁটা দিল গায়ে। সত্যিই কি সীতু কিছু টের পায়? ওর কথা সত্যিই ফলে? হে ভগবান...

BanglaBook.org

পাঁচ

কার্তিক মাসে শীত করার কথা নয়। কিন্তু বিনোদকুমারের আজকাল শীত করে। তাই সে বিকেলে গায়ে একটা আলোয়ান চাপিয়ে বেরিয়েছে। সঙ্গে ছোট মেয়ে বিম্ববতী। সামান্য সবজিবাজার, তাও আজকাল বইতে পারে না বিনোদকুমার। শরীরটা যে গেছে তা আজকাল বেশ মালুম হচ্ছে। তার নাম ছিল বিনোদবিহারী। পিতৃদত্ত নাম। যাত্রা-থিয়েটার যখন করত তখনই বিহারী ছেড়ে কুমার করে নিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল শিশির ভাদুড়ি, উত্তমকুমারের লাইনে নিজেকে তুলে ধরবে। সংসার-টংসারে মোটে মন ছিল না। বউটা ঘর আগলে পড়ে থাকত আর বিনোদকুমার ইচ্ছে ঘুড়ি ওড়াতে বেরিয়ে পড়ত। আকাশে মই লাগানোর বৃথা চেষ্টায় জীবনটাই পড়ে গেল হাওলাতে। টাকাপয়সা যে কোন গাছের পাখি সেটা আজ অবধি বুঝতে পারল না সে, তার সঙ্গে চিরকাল ফেরেববাজি করে গেল ওই শালার টাকাপয়সা। জুয়োর লাক তার কিছু খারাপ ছিল না, শখ করে তাসে বসলে এক সময়ে বিশ-পঞ্চাশ টাকা আসত। কিন্তু যেই বরাত ফেরাতে কোমর বেঁধে বসল সেদিন থেকেই বরাতও বেইমানি শুরু করে দিয়েছিল।

— ফের বিড়বিড় করছ বাবা?

থতমত খেয়ে বিনোদকুমার বলল, কই? এই তো চুপ করেই আছি।

— ওম্মা গো; পষ্ট শুনলুম যে!

BanglaBook.org

বিনোদকুমার আজকাল প্রায় সবাইকেই ভয় পায়। এমনকী এই এগারো বছরের মেয়ে বিম্ববতীকেও। মেয়েটা কটকটি আছে। তাকানোর মধ্যে মায়াদয়া নেই।

বিনোদকুমার বলল, বিড়বিড় নয়, ডায়ালগ বলছিলুম রে।

— কীসের ডায়ালগ?

— কত নাটকের ডায়ালগ আজও মুখস্থ আছে। সেই সব মনে পড়ে তো, তাই।

— মুখ চেপে বন্ধ করে রাখো। লোকে পাগল ভাববে।

— তা ভাববে কেন? আমি কি পাগল? সবাই চেনে আমাকে।

— চেনে বলেই তো মুশকিল। জোরে হাঁটো তো।

বিনোদকুমার এককালে পরগণার মাঠঘাট তো কম ঠ্যাঙায়নি। লম্বা লম্বা হাঁটাপথ পেরোতে হয়েছে। কখনও জলকাদা ভেঙেছে। কিন্তু এখন শরীরের মধ্যে একটা শীত ঘনিয়ে উঠেছে। হাত পা যেন সিঁটিয়ে থাকে। তাতে জোরবল সবই খামতি পড়েছে।

— তুই এগিয়ে হাঁট না। আমি ঠিক গিয়ে তোকে ধরে ফেলব।

— না, তুমি ফের গিয়ে আড্ডায় বসে যাবে।

— আড্ডা? না, না, সে আর কোথায়? গিরি মল্লিক মরে গিয়ে অবধি আর একটাও ঠেক নেই। বুঝলি? আড্ডা সব উঠে গেছে।

— তোমাকে বিশ্বাস নেই। এসো আমার সঙ্গে সঙ্গে।

তার বউ মালতী মেয়েকে একা ছাড়বে না বলে সঙ্গে তাকে আসতে হয়। নিয়মমাফিক। বাজার করার টাকাগুলো পর্যন্ত তার হাতে দেয় না মালতী। সেটাও বিম্ববতীর কাছে। তাকে কেউ এখন আর বিশ্বাস করে না।

ফুটু না থাকলে বিনোদ সন্নিসি হয়ে যেত। একমাত্র ওই ছেলেটাই যা একটু মায়া করে তাকে। কিন্তু বিনোদ হাড়ে হাড়ে জানে, এই মায়াটুকু সে অর্জন করেনি, ওটুকু তার ছেলেরই গুণ। একেবারে বাতিল মানুষটাকেও বুঝি ভগবান একটু কিছু দেন, ওই মায়াটুকু।

উড়নচণ্ডী মানুষের এই এক অসুবিধে। ঘরদোর ভাল লাগে না। সংসারের নিত্যদিনের দিন গুজরান বড্ড আলুনি লাগে। সকাল হল তো মশারি খোলো, বিছানা ঝাড়ো, ভাত বসাও, কুটনো কোটো, ফাঁকে ফাঁকে

BanglaBook.org

ক্যাট ক্যাট করে শতেক কাজ-অকাজের কথা শোনো আর চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরপাক খাও। ঘর, উঠোন, বাগান ব্যস। তার পর সংসারের সীমানা শেষ। এই যে বাইরের দুনিয়াটার খোলামেলা সীমানাহীনতা এতেই বিনোদ আজও বড় স্বস্তি বোধ করে। তবে বয়স আর শরীরের অক্ষমতা তার একটা সীমানা বেঁধে দিয়েছে। লম্বা দড়ি পরানো আছে গলায়, খুঁটো টেনে রাখে।

— হাঁফ ধরছে কেন রে?

— কার হাঁফ ধরছে? তোমার?

— জোরে হাঁটতে বলিস, আমি কি পারি?

— একটু দাঁড়িয়ে দম নিয়ে নাও। বাজার তো এসে গেছে।

— হাঁটুতে জোর নেই মোটে। শচীর দোকানে বরং একটু বসি।

— ওমা! ও তো সেলুন। কুচি কুচি চুল উড়ছে সব সময়ে।

— আমিও বরং ঘেউড়িটা হয়ে নিই। গালে দাড়ি বিজবিজ করছে। ততক্ষণ একটু বসাও হবে।

— তা হলে যাও, হলে দিদির কাছে দিয়ে দোকানে বসে থাকো। যাওয়ার সময় তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব।

ওটা ভাঁওতাবাজি। সবজি বাজারের মতো ভ্যাতভ্যাতে জিনিস আর নেই। কাল শনিবার। তার বউ মালতী শনিবারটা হেঁসেলে মাছ ঢুকতে দেয় না। নিরামিষ কি গলা দিয়ে নামে বাপ? শনিবার এলেই তার মনটা নেতিয়ে পড়ে।

খদ্দের ছিল বলে একটু বসতে হল। তা হোক, বসাই তো চায় বিনোদ। বাজারে তার বিস্তর চেনা মানুষ। বয়সের মানুষরা অবশ্য আর গুনতিতে বেশি নেই। ফিফটি পারসেন্ট টেঁসে গেছে। যারা আছে তাদেরও অনেকেই খাড়া নেই। কেউ শয্যাশায়ী, কেউ বা মরো-মরো। দু'চার জন যা আছে, ঘোরাফেরা করে তাদের সঙ্গে এই জায়গাতেই যা দেখা হয়ে যায়।

বসে একটা সিগারেট ধরাল বিনোদ।

পাশে বসা লুঙ্গি-পরা একাট হাড়গিলে লোক বিড়ি খাচ্ছিল। কাঁচা-পাকা চুল, গালে পাতলা দাড়ি, নাকের নিচে ভুঁড়ো গোঁফ। কয়েক বার তেরছা চোখে চেয়ে দেখল তাকে। তার পর হঠাৎ বলল, বিনোদ না?

BanglaBook.org

বিনোদ একটু অবাক হয়। নাম ধরে ডাকে কে রে বাবা? বয়সের একটা সম্মান নেই?

— কে হে তুমি?

— আমি রজব আলি। বীরশিবপুর। মনে পড়ে?

তাই তো! রজবের সঙ্গে এক সময়ে বেশ মাখামাখি ছিল তার। আলকাপের দল ছিল রজবের। গলা দরাজ। কত আসর মাত করেছে।

বিনোদ বলে ওঠে, দিব্যি তরতাজা আছ তো! বুড়ো হওনি কেন?

— আমাদের কি বুড়ো হলে চলে! খেটেখুটে খেতে হয়।

— তবে আমি বুড়ো হলাম যে?

— তাই নাকি? তোমার আমার তো একই বয়স। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে। তা তুমি আগ বাড়িয়ে বুড়ো হতে গেলে কেন? কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

— বড় চিন্তায় ফেলে দিলে মিঞা।

— কেন চিন্তাটা কীসের তোমার?

— চিন্তা হবে না? ঘরে বসে বসে কেবল ভাবি, বুড়ো হচ্ছি, বুড়ো হচ্ছি। আর ভাবতে ভাবতে হাতে-পায়ে বুড়োটে ভাবও এসে গেল। এই যে হঠাৎ তোমাকে দেখছি, দিব্যি তরতাজা আছ। তাই মনের মধ্যে একটা টানা-হ্যাচড়া পড়ে গেল।

— ওরে বাপু, বুড়ো তো আমারই আগে হওয়ার কথা। ছেলেগুলো মানুষ হল না তেমন। বড়টা বোকাসোকা, মেজো জন ভ্যান চালায়, পরেরটা কী করে বেড়ায় আল্লা জানে, ছোট জন ওর মধ্যেই একটু ভাল। মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে যায়। আর তোমার দেখ, ছেলেখানা জব্বর দাঁড়িয়েছে। ফুটুর কথা সবাই বলাবলি করে। তোমার চিন্তা কীসের হে?

— তাই ভাবছি। সব ওলট-পালট করে দিলে হে। এখন আবার ফিরে সব হিসেব-নিকেশ করতে হবে।

— ওই দেখ। এতে আবার হিসেব-নিকেশের কী?

— এই বয়স-কাল, অবস্থা-ব্যবস্থা। নিজেকে জরিপ করা বড় শক্ত কাজ হে, রজবভাই।

দাড়িটা আর কামানো হল না। গালে হাত বোলাতে বোলাতে উঠে

BanglaBook.org

পড়ল বিনোদ।

— চললে কোথায় হে?

— একটু দেখি, মেয়েটা কোথায় গেল। বাচ্চা মেয়ে দেখে দোকানিরা কী গছিয়ে দেয় কে জানে।

আসলে বিনোদের কেমন বেশ ঝরঝরে লাগছে। একটু আগে যেন গা থেকে একটা ভেজা কম্বল সরিয়ে নিয়েছে কেউ। এখন আর শীত করছে না তেমন। গায়ের আলোয়ানটা খুলে ভাঁজ করে কাঁধে ফেলল সে।

ভিড়ের ভিতরে একটা রোগা ছেলে আর যুবতী মেয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটা বলে উঠল, ওই দেখ দিদি, ফুটুদার বাবা।

মেয়েটা ভারি অবাক চোখে তাকাল বিনোদের দিকে। তাকানোটা ভারি ভাল লাগল বিনোদের। আজকাল তো আর কেউ তাকায় না। উচ্ছিষ্টের মতো পড়ে আছে এক ধারে।

না, দিনটা আজ ভালই গেল।

বুক চিতিয়ে সপাটে খানিক হাঁটার পরই বিনোদকুমার বুঝল, বুড়োবয়সকে খুব বেশি পিছনে ফেলতে পারেনি। পোষা কুকুরের মতো গা শুঁকতে শুঁকতে পিছন পিছন আসছে। টের পেল, যখন হাঁফ ধরে যাওয়ায় মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দম নিতে হচ্ছিল। ওরে বাপু! যৌবনপ্রাপ্তি কি আর ছেলের হাতের মোয়া? বয়স তেমন ভাঁটিয়ে যায়নি, কিন্তু শরীরের জোয়ার নেমে গেছে। বয়সকালে নেশাভাঙও তো কম করেনি! তার ওপর এই ফুক ফুক রোজ ডজনখানেক সিগারেট ফোঁকা— এরও তো মাশুল আছে, নাকি?

মাশুল মেলাই দিতে হচ্ছে বিনোদকে। কতক জানিত কর্মফল, কতক অজান। আটন গেট-এ তার এক জন মেয়েমানুষ ছিল, এক জন ছিল ফুলেশ্বরে। সব্বার নামও মনে নেই। পাপটাপ যখন করেছে, তখন পাপ জেনেই করেছে। তবে মনস্তাপ ছিল না। একটু আধটু তো ও রকম হবেই বাপু! তখন বিনোদের চেহারাখানা কী ছিল বলো! নদের নিমাই করে কত বুড়োবুড়ির চোখে জল এনে ফেলেছিল। কত বুড়ি পালার পর পায়ের ধুলো নিয়ে যেত।

বিনোদ টের পেল, বয়সটা তার পায়ের গোছের কাছেই বসে আছে।

BanglaBook.org

তাড়ালেও যাবে না। অথচ হিসেবের বয়স তার হয়নি।

— বিনোদ নাকি রে? এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?

বিনোদ দেখল, সামনে সফলরাম। তা সফলই বটে। গঙ্গারামপুরের সব ক'টা টাকাওলা লোককে পাল্লার এক ধারে, আর সফলরামকে অন্য ধারে চাপালে সফলের দিকেই পাল্লা মাটিতে ঠেকবে।

— এই মেয়েটির জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

— তা দাঁড়িয়ে থাকবি তো থাক না! বিড়বিড় করে কাকে গাল দিচ্ছিস?

বিড়বিড় করছে নাকি সে? ওই এক মুশকিল হয়েছে আজকাল। সে টের পায় না, কিন্তু লোকে দেখতে পায়। সে নাকি একা একা বিড়বিড় করে। তা করে হয়তো, কিন্তু সেটা টের পায় না কেন সেটাই বুঝতে পারে না বিনোদ।

— গাল দিচ্ছি না দাদা, নানা কথা ভাবছি আর কী!

— পষ্ট দেখলুম হাত-পা নেড়ে কথা কইছিস! বলি লোককে শাপ-শাপান্ত করিস না তো?

— কী যে বলেন দাদা!

— বিচিত্র কী! ঘর-বসা লোকের মনে মেলা গাঁদ জমে থাকে তো!

প্রকৃতির নিয়মেই বড়লোকদের সামনে বিনোদ ভারি দুর্বল বোধ করে। মনের জোরটা পায় না। টাকার জোরের কাছে কোন জোরটাই বা খাটে বাপু? সে একটু হেঃ হেঃ করে বলল, ঘর-বসা না হয়ে উপায়ই বা কী বলুন? শরীরটা জুত-এর নেই।

— তাই থাকে রে পাজি? তুই তো চিরকালের নষ্ট! এইটুকুন বেলা থেকে দেখে আসছি। তবে তোর কপালটা বড্ড ভাল।

সসম্ভ্রমে চুপ করে থাকে বিনোদ।

সফলরাম নিজেই বলে, তুই নষ্ট হলেও ছেলেটা তোর ভাল। তোর মতো লপেটা-বাবু নয়। করে-কর্মে দাঁড়িয়ে গেছে।

— তা আপনাদের আশীর্বাদে।

এটা কলিযুগ জানিস তো। এ যুগে আশীর্বাদও ফলে না, অভিশাপও ফলে না। এ হল নগদা-নগদির যুগ, যেমন করবি তেমনি পাবি। জুয়োর

BanglaBook.org

ধান করে নেংটি-ঘটি সার করলি, এখনও চোখ খুলল না? আশীর্বাদ-টাশীর্বাদ সব বাজে কথা। ছেলেটা যে তোর মতো হয়নি সেইটেই তোর কপাল।

তা বিনোদ এ সব কথাও বিস্তর শোনে। ঘরে, বাইরে, পথেঘাটে। বউ শোনায়, আত্মীয়স্বজন শোনায়, উটকো লোকও শোনায়। কিছু ভুলও শোনায় না। হ্যাঁ, তার ছেলেটা ভাল, আর সে খারাপ। তা বাপু, তাতে হলটা কী?

কী একটা কথা বলছিল সফলরাম, ধরতাইটা ঠিকমতো শোনেনি। কানের দোষই হবে বোধহয়। শেষটা শুনতে পেল, আমি বাপু রাজি হইনি।

— কথাটা কী হচ্ছিল দাদা?

— তোর ছেলের কথাই হচ্ছিল। আমার বউমা বলছিল, ফুলির সঙ্গে ফুটুর সম্বন্ধ করলে কেমন হয়! আমি বলে দিয়েছি, ও লাইনে মোটেই চিন্তা কোরো না। ছেলে ভাল হলে কী হবে, বিনোদেরই তো রক্ত। রক্তে রক্তে কোন বিষ অর্শায় তার ঠিক কী! তোর কাছে বলেছে কিছু?

ব্যাপারটা স্পর্ধারই সামিল। জিভ কেটে বিনোদ বলল, আজ্ঞে না, ও রকম কোনও কথা হয়নি মোটেই।

— আর হবেও না। বারণ করে দিয়েছি। আগেভাগেই জানিয়ে রাখা ভাল, নইলে আবার একটা প্রত্যাশা থাকবে তো!

না, বিনোদের কোনও প্রত্যাশা নেই। বউ মানেই একটা ঝামেলা, একটা বাধক। বউ-বাচ্চার জন্যই না বিনোদের দুই নৌকোয় পা রেখে জীবন কাটল! ঘন ঘন মাথা নাড়া দিয়ে সে বলে, না, না, তা হয় না।

ঘাড়ে দু-দুটো আইবুড়ো বোন, জুয়াড়ি বাপ, কে যে বউমাকে বুদ্ধিটা দিল কে জানে!

সফলরাম ঠোঁটকাটা লোক সবাই জানে। বিনোদের মোটেই রাগ বা অপমান হল না। সে দিব্যি হাসি-হাসি মুখ করে বলে, সে তো বটেই।

সফলরাম চলে যাওয়ার পরও খানিক দাঁড়িয়ে রইল বিনোদ। তার একটু ভয় হচ্ছে। ফুটু বিয়ে বসলে তার নতুন বিপদ দেখা দেবে। বউ এসে যদি বাড়ি-ছাড়া করে, তা হলে তাকে এই বাজারেই ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করতে হবে।

BanglaBook.org

— ও বাবা!

চটকা ভেঙে বিনোদ দেখে, সামনে বিম্ববতী।

— চল মা, বাড়ি চল। বাজার হয়েছে?

— হ্যাঁ।

— দে, একখানা ব্যাগ বরং আমাকে দে।

— আমি পারব। তুমি চলো তো!

বুকটা ধকধক করছে। এখনও হাঁফটা পুরোপুরি কাটেনি। বয়স হয়েছে কী হয়নি, তা ঠিক বুঝতে পারছে না বিনোদ।

BanglaBook.org

ছয়

ডালের বস্তার ওপর টং-এ বসে এক্সারসাইজ খাতায় হিসেব করছিল প্রীতম। বাহ্যজ্ঞান নেই। হিসেব করতে তার বড় ভাল লাগে। আর ব্যবসার প্রাণ হল হিসেব। আগে হিসেবের কায়দাটা ভাল জানা ছিল না তার। মণিরাম শিখিয়েছে। বলেছে, হিসেবটা যদি ঠিকমত করতে পারিস তো ভিত বেঁধে ফেললি। ওইখানে ভুলচুক করলে দর ফেলতে গড়বড় হয়ে যাবে। তা হলেই সর্বনাশ।

দোকান সামলাতে পরেশকে রেখেছে সে। মাইনে দিয়ে লোক রাখার মতো তালেবর সে এখনও হয়নি। পরেশ এক রকম যেচে এসেই আগ বাড়িয়ে দোকানের ভার নিয়েছে। তার মুশকিল হল, থাকার জায়গা নেই। ট্রাকের খালাসি ছিল। গড়বড়ে জিনিস লোড হত ট্রাকে। ড্রাইভার আর তার এক অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। আর সেই সময়টায় পেচ্ছাপ করতে নেমেছিল বলে বেঁচে যায় পরেশ। সেই থেকে পালিয়ে আছে। ঘনশ্যাম ব্যাপারি পাইকার। তারই কেমন একটু আত্মীয় হয় বলে ঘনশ্যামই এক দিন এসে গছিয়ে গেল। বলল, কটা দিন থাকতে দাও। ও বেচারার দোষ নেই, সাতে-পাঁচে ছিলও না, ফেঁসে গেছে ঝুটমুট। গণ্ডগোল থিতু হলে ফিরে যাবে। চুরিটুরি করলে আমি জামিন আছি।

সেই থেকে পরেশ আছে। ছেলে কিছু খারাপও নয়। দু'বেলা ঘনশ্যামের বাড়িতেই খেয়ে আসে। দিনে পাঁচ টাকা করে হাতখরচ দেয়

BanglaBook.org

প্রীতম। সুবিধে হল, সে মাল আনতে গেলে দোকানটা চালু রাখে পরেশ। খদ্দের ফিরে যায় না। রাতে চাল-ডালের বস্তার ওপর শুয়ে ঘুমায়। কিন্তু মুশকিল একটাই। সর্বদা একখানা দুঃখী মুখ চোখের সামনে দেখতে প্রীতমের মোটেই ভাল লাগে না। চোখটাও যেন সব সময় কান্নার আগে ছলোছলো মতো হয়ে থাকে। কথা বিশেষ কয় না। ভারী চুপচাপ আর মনখারাপ। এইটেই কেমন যেন সহ্য হতে চায় না প্রীতমের।

চাপাচাপি করায় এক দিন কেবল বলেছিল, কত দূরে দূরে চলে যেতুম তো, সেইটে ভেবে কষ্ট হয়।

দুনিয়ায় হরেক রকমের চিড়িয়া, কার যে কীসের ওপরে টান তা বোঝে কার বাপের সাধ্যি। টাকা-পয়সার আমদানি নেই, ছুটি নেই, ভবিষ্যৎ নেই, শুধু দূরে দূরে যাওয়ার আনন্দ আবার কেমনধারা, কে জানে বাপু!

একটা রোগাভোগা চেহারার ছেলে উঁকিঝুঁকি মারছিল, বাইরেটা অন্ধকার হয়ে এসেছে বলে দেখা যাচ্ছিল না।

— এটা কি ফুটুদার দোকান?

পরেশ কী বলল, বোঝা গেল না।

— সীতু নাকি রে? বলে বস্তার ওপর থেকে নেমে এল প্রীতম।

— ভেতরে আয়।

— তুমি আর পিউ স্টোর্সে বসো না?

— দু'দুটো দোকান সামলানো কি সোজা? ওটাতে সরস্বতী বসে।

— এ দোকানটাও তোমার?

— হ্যাঁ, জিলিপি খাবি?

— না, সরস্বতীদি তো খাইয়েছে।

— তাই বুঝি?

— দুটো।

প্রীতম হাসল। বোকা ছেলেটা অল্পেই ভারি খুশি হয়।

— আমার হিসেবের খাতাটা একটু দেখে দে তো। দিবি?

— দাও না।

প্রীতম ওকে এক্সারসাইজ খাতাটা ধরিয়ে দিল। সিল করা তেলের টিনের ওপর নিজেই একটা বস্তা ভাঁজ করে পেতে বসে গেল সীতু। সে

BanglaBook.org

আর কিছু না পারলেও যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগটা খুব পারে। কখনও ভুল হয় না। অন্য বিষয়ে ডাব্বা খেলেও অঙ্কে আশি নব্বই পায়।

প্রীতমের হিসেবে কখনও ভুল হয় না। তবু এক জোড়ার চেয়ে দু জোড়া চোখ সব সময়েই ভাল। আর সীতুর যে অঙ্কের মাথা পরিষ্কার এটা সে ভালই জানে। আর শুধু অঙ্কই নয়, সীতুর মধ্যে আরও একটা ব্যাপার আছে। সে যখন পিউ স্টোর্সে বসত তখন এক দিন জিলিপি খেতে খেতে সীতু বলেছিল, তোমার দাঁড়িপাল্লা নেই?

— না, স্টেশনারি দোকান তো, তাই দাঁড়িপাল্লা লাগে না।

— দাঁড়িপাল্লার দোকান আমার খুব ভাল লাগে।

সেই দাঁড়িপাল্লার দোকান হল এইটে। আর বলতে নেই, এই দোকানে প্রীতম মা লক্ষ্মীর পায়ের মলের শব্দও যেন শুনতে পায়। এই দোকান করেই সে ব্যাঙ্কের টাকা প্রায় শোধ করে এনেছে।

— ও সীতু?

— উঁ!

— দাঁড়িপাল্লার দোকানটা তোর পছন্দ হয়েছে?

— ও লোকটা কে?

— ও পরেশ। কেন রে?

— এমনি। ও আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল।

— তাই নাকি? তোকে চেনে না তো, তাই। আর তাড়াবে না।

— তোমার হিসেব ঠিক আছে। ভুল নেই।

খাতাটা প্রীতমের হাতে দিয়ে উঠে পড়ল সীতু।

— কোথায় চললি?

— দিদিকে খুঁজতে। নগেনের দোকানে ঢুকেছে।

— ওই তো নগেনের দোকান। খুঁজতে হবে কেন, বেরোলেই দেখতে পাবি।

— দিদি বেরোবে না। আমি বেরোলে, তার পর বেরোবে।

— তাই নাকি? কেন রে?

— কী জানি। বলল, তুই প্রীতমদার দোকানে গিয়ে বসে থাক। তুই বেরোলে আমিও বেরোবো।

BanglaBook.org

— তোর দিদিটা কে বল তো?

— শেফালি। ক্লাস নাইন।

— তা হবে, আচ্ছা আজ যা, আবার আসিস।

সীতু চলে গেলে প্রীতম চুপচাপ বসে রইল। সীতুকে দেখে নগেনের দোকান থেকে যে মেয়েটা বেরিয়ে এল তাকে এই সুঁঝকো আঁধারে ভাল দেখতে পেল না প্রীতম। এ দিকে একটু তাকিয়ে রইল মেয়েটা। তার পর সীতুর সঙ্গে চলে গেল।

সন্ধের মুখে খদ্দেরের আনাগোনা বেড়ে গেল খুব। গলির দোকান হলে কী হয়, বিক্রিবাটা খুব ভাল। প্রীতমের কোনও দুঃখ নেই এখন।

পরেশের দোকানদারির অভিজ্ঞতা নেই। চটপটেও নয়। তাই সন্ধের মুখটায় প্রীতমকেই হাত লাগাতে হয়। মুদির দোকানের বিক্রির হিসেব রাখা মুশকিল। শশী পাল কেরোসিন, ব্লেড আর ন্যাপথলিন নিয়ে গেল তো বাসন্তী আড়াইশো সর্ষের তেল, কালোজিরে আর গোলা সাবান। নিত্যানন্দ একখানা ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে হাওয়া হল তো শ্রীপতি এল কাঠকয়লা, গরুর দড়ি আর শটিফুড কিনতে। হিমসিম অবস্থা।

ওরই মধ্যে টুলে বসে রোজকার মতো ফুট কেটে যাচ্ছে হরিপদ দাস, বলি, তোর কি মাথায় কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই! দোকান করলেই হবে? সরস্বতীর তো বাপু সতেরো আঠারো হল, চেহারার চটক থাকতে থাকতে বিয়ে লাগিয়ে দে। সুমন্ত কি খারাপ পাত্তর রে? বারো বিঘে জমি, রাইস মিল, মুড়ি-কল। পছন্দ নয় তো, সুধীর রায়ও আছে। আদালতের বাঁধা সরকারি চাকরি। হোক পিওন, সরকারি চাকরি বলে কথা। আগনানে পাকা বাড়ি।

কথা কওয়ার সময় নেই, কিন্তু শুনে যেতে হচ্ছে। তবে, প্রীতম বিরক্ত হয় না। হরিপদরও দোষ নেই। পেট চালাতে নানান ধান্দা করে বেড়াতে হয়। জমি-বাড়ির দালালি, ঘটকালি, দরখাস্তর মুসাবিদা, কাউকে ফেলে না প্রীতম, 'দূর ছাই' করে না, তার সর্বদা তৃষ্ণী ভাব।

এক জন ঝাঁ চকচকে বউ মানুষ এসে দাঁড়াল। শশব্যস্তে বসা থেকে উঠে পড়ল প্রীতম। বাপ রে! সাব ইন্সপেক্টর বরেন মজুমদারের বউ, বন্দনা মজুমদার।

BanglaBook.org

— চাওমিন আছে?

— আছে বউদি।

— লোকাল মেড নয় কিন্তু।

— আজ্ঞে না, ব্র্যান্ডেড মাল।

— আর সয়া সস, চিলি সস?

— আছে বউদি।

মহিলার হাবভাবই অন্য রকম। এ জায়গার সঙ্গে মেলে না। যেমন চেহারার চেকনাই, তেমনই আদবকায়দা। জিনিসগুলো খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। তার পর বটুয়া খুলে দাম দিয়ে দিল।

— আপনি আজকাল পিউ স্টোর্সে বসেন না?

— না, আমার বোন বসে।

— হ্যাঁ, সে দিন আইলাইনার চাইলাম, খুঁজেই পেল না।

কাচুমাচু হয়ে প্রীতম বলে, নতুন তো, তাই। আমি বরং বাড়িতে আইলাইনার পৌঁছে দেব।

— দরকার নেই। আমি আনিয়ে নিয়েছি। আপনি যখন বসতেন তখন পিউ স্টোর্সে মেয়েদের খুব ভিড় হত। আজকাল হয় না। আপনি মেয়েমহলে বেশ পপুলার, তাই না?

প্রীতম লজ্জার হাসি হেসে বলল, মেয়েদের জিনিসপত্র রাখি তো, তাই।

মুখ টিপে একটু হেসে বন্দনা চলে গেল।

হরিপদ পিছন থেকে ফুট কাটল, জব্বর কাস্টমার পেয়েছিস।

— সব কাস্টমারই সমান!

— এম এ বি টি, বুঝলি? কিন্তু আজও বাচ্চা বিয়োতে পারেনি।

— মেয়েরা কি শুধু বাচ্চা বিয়োনোর যন্তর নাকি?

— তা নইলে বিয়োবে কে? পুরুষমানুষ আর সব পারে, ওইটি পারে না। বুঝলি রে? যে-মেয়ে ওইটে পারে না, সে যতই তড়পাক, মেয়ে জন্মই বৃথা। পুরিয়ায় করে একটু ইসবগুল দে তো দেখি। আজ মোটে ক্লিয়ার হয়নি। পেটটা থম মেরে আছে।

ইসবগুল সস্তা জিনিস নয়, তাই প্রীতম শশী কবরেজের করা

BanglaBook.org

ত্রিফলার গুঁড়ো খানিকটা পুরিয়া করে দিয়ে বলল, এইটে মেরে দাও গে, সকালে বগ্‌বগ্‌ করে নেমে যাবে।

নির্বিকার মুখে পুরিয়াখানা জামার বুকপকেটে ঢুকিয়ে হরিপদ বলে, দু দুটো কারবার ফেঁদে বসলি, আমদানিও তো ভালই দেখছি। এইবেলা একটা পলিসি করিয়ে নিবি নাকি। ধর হাজার পঞ্চাশেক। প্রিমিয়ামও গায়ে লাগার মতো নয়।

প্রীতম একটু হেসে বলল, তুমি কি পোড়াচোখে আর কাউকে দেখতে পাওনা? এখনও ভরপেট ভাতের পাকা ব্যবস্থা হয়নি, এর মধ্যেই ওসব লাখ-বেলাখ এনে ফেলছো?

— ওরে, তোরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে, নাকি? বিয়ে করবি, সংসার হবে, তখন...

কে বলল আমার ভবিষ্যৎ আছে? ওসব আমার নেই। আমি শুধু আজকের দিনটা বুঝি। কাল ভোর হলে কালকের কথা ভাবতে লাগব। আগ বাড়িয়ে কবে কি হবে তা নিয়ে মাথা গরম করতে যাব কেন?

প্রীতমের গলায় একটু ঝাঁঝ ছিল, তাইতেই হরিপদ চুপ মেরে গেল। টোপটা খেল না। বেশির ভাগই খায় না। তা বলে চেষ্টার ত্রুটি রাখে না হরিপদ। কথা পাল্টে সে বলে, হ্যাঁ রে, মোদকের মধ্যে কি হেরোইন থাকে?

প্রীতম ভ্রু কুঁচকে বলে, হেরোইনের দাম জানো?

— কে যেন বলছিল, শশী কবরেজের মোদকে হেরোইন আছে।

— তোমার মাথা।

— আমিও তাই ভাবছি, হেরোইন থাকলে মোদক এত সস্তা হয় কি করে?

গোপাল মাইতি এসে একখানা বড় ফর্দ দাখিল করে বলল, মেপে রাখ, আধঘণ্টা বাদে নিয়ে যাব। তাড়া আছে।

প্রীতম আর পরেশ ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

হরিপদ আক্ষেপ করে আপনমনেই বলতে লাগল, আহাম্মক আর কাকে বলে? ওর নাকি আখের বলেই কিছু নেই। দুনিয়ার মানুষ আখের গোছানোর জন্য হাঁসফাঁস করে মরছে, তারা কি সব বোকা? দশ পনেরো

BanglaBook.org

বছর বাদে যখন গোছা গোছা টাকা পেতিস তখন বুঝতিস পলিসি কি জিনিস। তা না হয় না-ই করলি, শেয়ার বাজারেও লাগাতে পারিস কিছু। মন্দা বাজারে ধরলি, তেজী বাজারে ছাড়লি, গায়ে হাওয়াটি লাগল না, হাতে বাণ্ডিল বাণ্ডিল চলে এল।

— কথা কমাও হরিদা। কথা বেশি কও বলেই তোমার হাওয়া বেরিয়ে যায়। আজ অবধি কাজের কাজ একটাও করে উঠতে পারলে না।

হরিপদ মোটেই রাগ করল না। নির্বিকার মুখে বলে, ওরে, এবার হাওয়া ঘুরবে, দেখিস।

— তাই নাকি?

— শাশুড়ি মরো মরো।

— মরলে কি তুমি গিয়ে খন্যাডিহিতেই গেড়ে বসবে নাকি?

— খন্যাডিহি ভাল জায়গা। ফুলের চাষ হয়। ফসলে আর কটা টাকাই বা থাকে। ফুলের চাষ সারা বছর। গতবারই তো শুনেছি শাশুড়ি চল্লিশ হাজার টাকার ব্যবসা করেছে। দেখাশুনো করার লোক থাকলে আরও হত।

প্রীতম জানে হরিপদ এ জায়গা ছেড়ে নড়বে না। শাশুড়ি মরলে খন্যাডিহি যাবে বটে, কিন্তু দুদিনেই সব বেচেবুচে দিয়ে ফিরে আসবে। তারপর টাকাটা উড়িয়ে ফের এইরকম সন্ধেবেলায় এসে তার দোকানে বসে লেজ নাড়বে। কিছু লোকই থাকে ওরকম, যারা উড়িয়ে যত সুখ পায় তত আর কিছুতে নয়। হরিপদর মধ্যে তার বাবা বিনোদকুমারের একটা আদল আছে। জলের লেখার মতো ভেসে যেতে বড় সুখ পায়। কিন্তু ঘটিয়ে তুলতে পারে না। কেউ জুয়ার বাজি ধরে, কেউ শাশুড়ির মরার জন্য অপেক্ষা করে, কেউ অদৃষ্টের ওপর বরাত দিয়ে বসে থাকে।

রাত নটা নাগাদ দোকানের ঝাঁপ ফেলল প্রীতম। বিক্রিবাটার টাকা গুণে গেঁথে ব্যাগে ভরল। তারপর উঠে পড়ল।

— চলি হে পরেশ।

— হুঁ।

সাইকেলখানার ওপর কম রগড়ানি যায় না। তবে প্রীতম জিনিসের সঙ্গে ভাবসাব করতে জানে। রোজ ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মোছে। তেল

BanglaBook.org

দেয়। তাছাড়া দরকারমতো মেরামত করিয়ে নেয়। নিতাই পোদ্দারের কাছ থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড কিনেছিল। দিব্যি চলছে। আরও বছর দশেক চালিয়ে দেবে সে।

মোড়ের কাছে এসে দেখল সীতু শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

— কি রে, বাড়ি যাসনি?

— রিকশা পাচ্ছি না যে!

— কেন, রিকশার অনটন কিসের?

সীতু এক গাল হাসল, সব নাকি ধান তুলতে চলে গেছে। কাল সকালে ফিরবে।

— তা হেঁটেই মেরে দে না। একটুখানি তো পথ।

— দিদি পারবে না যে।

— দিদি! তোর দিদি কোথায়?

— ওই যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফুচ্‌ফুচ্‌ করে কাঁদছে। মা বকবে তো, তাই।

সাইকেল থেকে নেমে পড়ল প্রীতম। তাই তো! এরা তো বেশ আতান্তরেই পড়েছে। পথটা পুরুষের পক্ষে বেশি নয় বটে, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে বোধহয় বেশিই। তাছাড়া বিপদ আপদ ঘটতে পারে।

— তুই সাইকেল চালাতে পারিস না?

— পারি তো।

— তাহলে দিদিকে চাপিয়ে নিয়ে চলে যা আমার সাইকেলে। ফেরৎ দিতে হবে না। কুতুবের দোকানে জমা করে দিস।

— আমি জানতাম।

— কী জানতিস?

— আজ আমি তোমার সাইকেলটাতে চাপবো।

কথাটা বিশ্বাস হয় প্রীতমের। সবাই বোকা বলে বটে, কিন্তু ছোঁড়াটার মধ্যে একটা কিছু আছে। ভগবান নানা বিচিত্র জিনিস দুনিয়ায় পাঠান, কার মধ্যে ঝাঁপি থেকে কী বেরোয় কে জানে বাবা।

ওপাশ থেকে শেফালি চাপাস্বরে ভাইকে বলল, না না, আমি তোর সাইকেলে চাপবো না, ফেলে দিবি।

BanglaBook.org

সীতু বলে, আচ্ছা, একটুক্ষণের জন্য উঠেই দেখ না।

না বাপু, তুই তো রোগা ভোগা ছেলে।

চাপাচাপিতে নিমরাজি হল মেয়েটা। উপায়ও নেই। রাত হয়ে যাচ্ছে। দিদিকে রডে বসিয়ে কেৎরে মেৎরে উঠে পড়ল সীতু। কিন্তু সাইকেল টলোমলো করছে। দশ হাত যেতে না যেতেই ঝপাং করে রাস্তার গর্তে পড়ে কাৎ হল। দুজনেই মাটিতে গড়াগড়ি।

প্রীতম গিয়ে সীতুকে তুলল। মেয়েটা লজ্জা পেয়ে নিজেই উঠে পড়ল টপ করে, ফেললি তো! হাঁদারাম কোথাকার!

— ব্যথা পেয়েছিস দিদি?

— না। লাগেনি।

তীক্ষ্ণ চোখে সাইকেলখানা পরখ করছিল প্রীতম। না, চোট হয়নি, ঠিকই আছে। বলল, সাইকেল ছাড়া তো উপায় নেই। সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।

শেফালি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, ও তো পারবে না। আবার ফেলে দেবে।

— ঠিক আছে, তোমরা দুজন রড আর ক্যারিয়ারে বসে যাও আমি ঝট করে নামিয়ে দিয়ে আসছি। পারবে তো? ভয় করবে না?

শেফালি চুপ। সীতু বলল, খুব পারব। চল রে দিদি।

শেফালির আর কোনও আপত্তি হল না।

সীতু উঠল রডে শেফালি ক্যারিয়ারে।

একটু একটু হিমেল বাতাসে আলোছায়াময় রাস্তায় সাইকেলখানা মসৃণ গতিতে ছুটছে। দুই শক্তিমান হাতে হ্যান্ডেল ধরা, চওড়া পিঠের আড়াল, শেফালির শরীর আর মন শিউরে শিউরে উঠছে। স্বপ্নের পুরুষ এত কাছে এলে কি বাঁচে কোনো মেয়ে? সে তো মরে যাচ্ছে! হে ভগবান, এটা যেন আবার স্বপ্ন না হয়। যা দুষ্টু তুমি, সুখ ভণ্ডুল করে দিতে তোমার জুড়ি আর কে?

BanglaBook.org

সাত

মধ্যরাতে যৌবন ফিরে পেল বিনোদকুমার। কালীচরণের ঠেক থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে সে যৌবনটাকে বেশ টের পাচ্ছিল। মনটা একেবারে চলকে চলকে যাচ্ছে, কানায় কানায় ভরা সে। আকাশের দিকে তর্জনী তুলে সে ভগবানকে বলল, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ...

আশপাশটা একটু দেখেও নিল বিনোদ। বুড়ো বয়সটা নেড়ি কুকুরের মতো পায়ে পায়ে লেগে আছে নাকি? না, নেই। বুড়ো বয়সটা তাড়া খেয়ে হাওয়া হয়েছে।

বিনোদের মনটা বড় খারাপ ছিল আজ। ওই যে সফল শিল্পী কী কতগুলো কথা না হক শুনিয়ে দিল, কাজটা কি উচিত হয়েছে ওর? কত বড় কেওকেটা রে তুই? অ্যাঁ! বড়লোক আছিস থাক না তোর টাকায় পেচ্ছাপ করে এই বিনোদ।

ভিতরটা বড্ড গরম হয়ে ছিল বলে আজ আর কোনও আঁটশাঁট মানেনি সে। বউয়ের তোশকের তলা থেকে এক খাবলা টাকা তুলে নিয়ে সোজা চলে এল কালীর ঠেক-এ! সময়টা জলের মতো বয়ে গেল।

রাস্তাটা একটু দুলছে বলে হাঁটাটা তেমন সটান হচ্ছে না তার। ঝুলা পোলের মতো দুলবার দরকারটাই বা কি রে তোর? একটু থিতু হ না বাপু। আজ বাড়িঘরগুলোও মোটে স্থির হয়ে নেই। বড্ড পাশ ফিরছে। তা হোক, সবাই আনন্দে থাকুক বিনোদের মতো। বুড়ো বয়স ঝেড়ে ফেলে

BanglaBook.org

এই যে নতুন বিনোদ বেরিয়ে এল এটা কি টের পাচ্ছে লোকে?

আচ্ছা, সে যাচ্ছে কোথায়? সেই বুড়ি বউ আর বদ্ধ ঘরের দমচাপা বাড়িটায়? ওইরকম থেকে থেকেই তো বয়সের উইপোকা তার শরীরে বাসা বেঁধেছিল। যুবক বিনোদ ওই বুড়িটার কাছে যাবে কেন? সেটা তো নিয়ম নয় রে বাপু! এখন যেতে হলে কাঁচা বয়সের মেয়ের কাছেই যাওয়া ভাল। কিন্তু কারও কথাই মনে পড়ে না যে!

কুয়াশা চেপে ধরেছে চরাচর। সাদা ভূতের মতো চারদিক গুলিয়ে দিচ্ছে। রাস্তাঘাট বেভুল, উল্টোপাল্টা। এরকম গোলমাল হলে বড় মুশকিল হয়।

ভেজা ধুতিটা ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে লাগছে গায়ে। ধুতিটা ভেজা কেন তা বুঝতে পারছে না সে। বৃষ্টি পড়ছে কি? নাকি জলে নেমে পড়েছিল! কিন্তু এখন সে ভাঙা জমিতেই হাঁটছে বটে! ঘড়াৎ করে একটা ঢেঁকুর তুলে সে ফ্যাঁস ফাঁসে গলায় বলে, আজ বড় আনন্দ...থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ....

* * *

হাতে টর্চ নিয়ে বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছে সরস্বতী আর বিম্ববতী। মা বারণ করেছিল, যেতে হবে না। আমার তোশকের তলা থেকে টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে, আজ মদ গিলে আসবে।

সরস্বতী আপত্তি তুলেছিল, বাবা তো ছেড়ে দিয়েছে মা!

— শয়তান কি আর রং বদলায়? হাবভাব আমি ভাল বুঝছিলাম না। ঠিকই ফিরবে। যাবে কোথায়? মুরোদ জানা আছে।

তবু দু বোন কিছুক্ষণ দেখে বেরিয়েছে। রাত দশটার পর গঙ্গা-রামপুরে আর কবরস্থানে তফাৎ নেই। তার ওপর আজ বড় দিক-ভুল কুয়াশা। হিম পড়ছে একটু একটু।

রাস্তায় উঠে দু বোনে ভয়ে ভয়ে দেখল, দোকানপাট সব বন্ধ। আলো তেমন নেই। খাঁ খাঁ করছে। কাশীনাথের পাইস হোটেলটা খোলা। কিন্তু খদ্দের নেই তেমন। বাসন ধোয়ার শব্দ হচ্ছে।

হ্যাঁ রে দিদি, বাবা যদি মদ খেয়ে থাকে তাহলে কী করবি? আমার যে মাতালকে খুব ভয়!

দূর! মাতালকে ভয়, তা বলে বাবাকে তো নয়।

BanglaBook.org

যদি আমাদের চিনতে না পারে!

মদ খেলে কি আর নিজের ছেলেমেয়েকে চিনতে পারে না নাকি?

দুজনে খুঁজল খানিক, তবে তেমন করে খুঁজতে সাহস হল না। রাতের দিকে মাতাল-বদমাশদেরই তো জো।

চল, বাড়ি যাই, দাদা এলে ঠিক বাবাকে খুঁজে আনবে।

* * *

সাইকেল চালিয়ে ফেরার সময়ে হঠাৎ প্রীতমের মনে হল, সীতুর দিদির মুখখানাই দেখা হয়নি তার। শেফালি না কি যেন নাম! মেয়ে নিয়ে তার কোনও চিন্তাভাবনা নেই। বিয়ের কথা ভাবে না, সংসার করার কথাও ভাবে না। তার এখন মেলা কাজ। ক্যারি করে নিয়ে এল, অথচ মুখ-চেনাই হল না এ একটা মজার ব্যাপারই হয়ে থাকল। কোথাও দেখলে চিনতেই পারবে না। কথাও কয়নি তার সঙ্গে বিশেষ।

বাড়ির সামনে এসে যখন নামল প্রীতম তখন এগারোটা বাজে। সাইকেলখানা সযত্নে দুহাতে তুলে গ্রীলের বারান্দায় রাখার সময় সে গন্ধটা পেল। একটা মৃদু মেয়েলী গন্ধ সাইকেলখানার গায়ে লেগে আছে।

ঠিক করে দরজা খুলে সরস্বতী বেরিয়ে এল, দাদা, বাবা এখনও ফেরেনি।

— সে কি! কোথায় গেল বাবা?

— আমরা খুঁজে এলাম।

প্রীতম দাঁড়াল না। সাইকেলটা নামিয়ে পাঁই পাঁই করে চালিয়ে দিল।

খালের ওপর সাঁকোটায় বেভুল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বিনোদ। কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পাচ্ছিল না। এখানে শুয়ে থাকলেও হয়। আর সেই কথাটাই নিজেকে বোঝাচ্ছিল সে। বাড়িঘর আবার কি, বউ-ছেলেপুলে আবার কি, সংসার আবার কি, আকাশে ভগবান আর নিচে এই তুমি, এ বই আর কিছু নেই। ঠেসে আনন্দ করো বাবা, যৌবন ফিরে পেয়েছ, আর চাই কি? একটা ভোজ দিয়ে দিও বরং। ব্যাপারটা সাব্যস্ত হওয়ার পর বিনোদ হেঁকে সবাইকে জানান দিল, অ্যাই, সবাই শুনে রাখো, কাল সবার ভোজের নেমন্তন্ন। বুঝলে! এই আমি খাওয়াবো সব্বাইকে, সব্বাইকে, সব্বাইকে, কেউ যেন বাদ না যায়।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বিনোদের এই হাঁকটা শুনতে পেল প্রীতম। সাইকেলখানা গাড়িয়ে কাছে এল, মদ খেয়েছ নাকি?

— কে? কে রে?

— বাড়ি চল।

এক গাল হাসল বিনোদ, ও তুই! এই সব্বাইকে নেমন্তন্ন করে দিলাম, বুঝলি!

— বেশ করেছ। এবার চল।

আর গাঁইগুঁই করল না বিনোদ। সাইকেলখানায় হাত রেখে টাল সামলে সামলে হাঁটতে লাগল। কোথাও একটা যাচ্ছে সে। সেই বুড়ি বউ, সেই চেনা ছেলে-মেয়ে, সেই বদ্ধ ঘরের খাঁচা, সেই বুড়ো বয়স। ভাল লাগে না বিনোদের।

গভীর রাতে বারান্দায় রাখা সাইকেলখানার গা থেকে একটা মিষ্টি মেয়েলি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল বাতাসে। সাইকেলখানার বড় ধকল গেছে আজ। রোজই যায়। আজ এত ধকলের পরও মিষ্টি গন্ধ মেখে বড় ভাল লাগছে তার। নিথর ঘুমের মধ্যেও তাই সাইকেলটা মাঝে মাঝে ফিকফিক করে হেসে উঠছে।

— সমাপ্ত —